BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

BUKHARI SHARIF (7TH VOLUME)

www.banglainternet.com

PART : TAFSIR

كِتَابُ التَّفْسِيْرِ

তাফসীর অধ্যায়

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ : اِسْمَانِ مِنَ الرَّحْمَةِ ، اَلرَّحِيْمُ وَالرَّاحِمُ بِمَعْنًى وَاحِدٍ ، كَالْعَلِيْمِ وَالْعَالِمِ

"রহমান ও রহীম" এ দু'টো আল্লাহ্‌র গুণবাচক নাম রহমত শব্দ থেকে নির্গত। এবং রহীম ও রহিম দুটো শব্দই একই অর্থবোধক যেমন 'আলীম ও আলিম।

٢٢٥٤. بَابُ مَاجَاءَ فِيْ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، وَسُمِّيَتْ اُمُّ الْكِتَابِ اَنَّـهُ يُبْدَأُ بِكِتَابَتِهَا فِي الْمَصَاحِفِ ، وَيُبْدَأُ بِقِرَاءَتِهَا فِي الصَّلٰوةِ وَالدِّيْنُ الْجَزَاءُ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ كَمَا تَدِيْنُ تُدَانُ ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ : بِالدِّيْنِ بِالْحِسَابِ ، مَدِيْنِيْنَ مُحَاسَبِيْنَ

২২৫৪. অনুচ্ছেদ ঃ সূরা ফাতিহা (ফাতিহাতুল কিতাব) প্রসঙ্গে। সূরা ফাতিহাকে উম্মুল কিতাব (কিতাবের মূল) হিসেবে নামকরণ করা হয়েছে এজন্য যে, সূরা ফাতিহা লিখন দ্বারাই কুরআন গ্রন্থাকারে লেখা আরম্ভ করা হয়েছে। আর সূরা ফাতিহা পাঠের মাধ্যমে নামাযও আরম্ভ করা হয়। "দীন" অর্থ — ভাল ও মন্দের প্রতিফল। যেমন বলা হয়ে থাকে كَمَا تَدِيْنُ تُدَانُ অর্থ "যেমন কর্ম তেমন ফল"। আর মুজাহিদ (র) বলেন بِالدِّيْنِ -এর অর্থ হিসাব-নিকাশ। مُحَاسَبِيْنَ অর্থ যার হিসাব নেওয়া হবে।

banglainternet.com

٤١٢٢ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِيْ خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُعَلّٰى قَالَ كُنْتُ اُصَلِّيْ فِي الْمَسْجِدِ فَدَعَانِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) فَلَمْ اُجِبْهُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّي

كُنْتُ أُصَلِّيْ فَقَالَ اَلَمْ يَقُلِ اللّٰهُ اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ ، ثُمَّ قَالَ لِيْ لَاُعَلِّمَنَّكَ سُوْرَةً هِيَ اَعْظَمُ السُّوَرِ فِي الْقُرْاٰنِ ، قَبْلَ اَنْ تَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ ، ثُمَّ اَخَذَ بِيَدِيْ ، فَلَمَّا اَرَادَ اَنْ يَّخْرُجَ ، قُلْتُ لَهُ اَلَمْ تَقُلْ لَاُعَلِّمَنَّكَ سُوْرَةً هِيَ اَعْظَمُ سُوْرَةٍ فِي الْقُرْاٰنِ ؟ قَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ، هِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِيْ وَالْقُرْاٰنُ الْعَظِيْمُ الَّذِيْ اُوْتِيْتُهُ ـ

৪১২২ মুসাদ্দাদ (র) ..... আবূ সাঈদ ইব্ন মুআল্লা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একদা মসজিদে নববীতে নামায আদায় করছিলাম, এমন সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে ডাকেন। কিন্তু সে ডাকে আমি সাড়া দেইনি। পরে আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি নামাযে রত ছিলাম (এ কারণে জবাব দিতে পারিনি)। তখন তিনি বললেন, আল্লাহ্ কি বলেননি যে, হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ্র ডাকে সাড়া দিবে এবং রাসূলের ডাকেও যখন তিনি তোমাদেরকে আহবান করেন। (৮ ঃ ২৪)। তারপর তিনি আমাকে বললেন, তুমি মসজিদ থেকে বের হওয়ার পূর্বেই তোমাকে আমি কুরআনের এক মহান সূরা শিক্ষা দিব। তারপর তিনি আমার হাত ধরেন। এরপর যখন তিনি মসজিদ থেকে বের হওয়ার ইচ্ছা করেন তখন আমি তাঁকে বললাম, আপনি না আমাকে কুরআনের শ্রেষ্ঠতম সূরা শিক্ষা দিবেন বলে বলেছিলেন? তিনি বললেন, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ —সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য যিনি বিশ্ব জগতের প্রতিপালক, এটা বারবার পঠিত সাতটি আয়াত এবং মহান কুরআন যা আমাকেই প্রদান করা হয়েছে।

٢٢٥٥. بَابُ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ

২২৫৫. অনুচ্ছেদ ঃ যারা ক্রোধে নিপতিত নয়

٤١٢٣. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) قَالَ اِذَا قَالَ الْاِمَامُ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ ، فَقُوْلُوْا اٰمِيْنَ ، فَمَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ـ

৪১২৩ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, যখন ইমাম বলবে غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ তখন তোমরা বলবে اٰمِيْنَ —অর্থ আল্লাহ্ আপনি কবূল করুন। যার পড়া ফেরেশতাদের পড়ার সময়ে হবে, তার পূর্বের গুনাহ্ মাফ করে দেয়া হবে।

banglainternet.com

سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ

সূরা বাকারা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا —এবং তিনি আদম (আ)-কে যাবতীয় নাম শিক্ষা দিলেন। (২ ঃ ৩১)

٤١٢٤ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ (ص) ح وَقَالَ لِيْ حُذَيْفَةُ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ يَجْتَمِعُ الْمُؤْمِنُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُوْلُوْنَ لَوِ اسْتَشْفَعْنَا اِلٰى رَبِّنَا ، فَيَاْتُوْنَ اٰدَمَ فَيَقُوْلُوْنَ اَنْتَ اَبُو النَّاسِ، خَلَقَكَ اللّٰهُ بِيَدِهِ وَاَسْجَدَ لَكَ مَلاَئِكَتَهُ وَعَلَّمَكَ اَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ، فَاشْفَعْ لَنَا عِنْدَ رَبِّكَ حَتّٰى يُرِيْحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هٰذَا فَيَقُوْلُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ ذَنْبَهُ فَيَسْتَحِيْ ، اِئْتُوْا نُوْحًا فَاِنَّهُ اَوَّلُ رَسُوْلٍ بَعَثَهُ اللّٰهُ اِلٰى اَهْلِ الْاَرْضِ فَيَاْتُوْنَهُ فَيَقُوْلُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ سُؤَالَهُ مَا لَيْسَ لَهُ بِهِ عِلْمٌ فَيَسْتَحِيْ فَيَقُوْلُ اِئْتُوْا خَلِيْلَ الرَّحْمٰنِ فَيَاْتُوْنَهُ فَيَقُوْلُ لَسْتُ هُنَاكُمْ اِئْتُوْا مُوْسٰى عَبْدًا كَلَّمَهُ اللّٰهُ وَاَعْطَاهُ التَّوْرَاةَ فَيَاْتُوْنَهُ فَيَقُوْلُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَ يَذْكُرُ قَتْلَ النَّفْسِ بِغَيْرِ نَفْسٍ فَيَسْتَحِيْ مِنْ رَبِّهِ فَيَقُوْلُ اِئْتُوْا عِيْسٰى عَبْدَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَكَلِمَةَ اللّٰهِ وَرُوْحَهُ فَيَقُوْلُ لَسْتُ هُنَاكُمْ اِئْتُوْا مُحَمَّدًا (ص) عَبْدًا غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَاَخَّرَ ، فَيَاْتُوْنِيْ فَاَنْطَلِقُ حَتّٰى اَسْتَاْذِنَ عَلٰى رَبِّيْ فَيُؤْذَنُ فَاِذَا رَاَيْتُ رَبِّيْ وَقَعْتُ سَاجِدًا فَيَدَعُنِيْ مَا شَاءَ، ثُمَّ يُقَالُ اِرْفَعْ رَاْسَكَ ، وَسَلْ تُعْطَهْ ، وَقُلْ تُسْمَعْ ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ ، فَاَرْفَعُ رَاْسِيْ فَاَحْمَدُهُ بِتَحْمِيْدٍ يُعَلِّمُنِيْهِ ، ثُمَّ اَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِيْ حَدًّا فَاُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ ، ثُمَّ اَعُوْدُ اِلَيْهِ فَاِذَا رَاَيْتُ رَبِّيْ مِثْلَهُ ، ثُمَّ اَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِيْ حَدًّا فَاُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ ثُمَّ اَعُوْدُ الرَّابِعَةَ فَاَقُوْلُ مَا بَقِيَ فِي النَّارِ اِلاَّ مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْاٰنُ وَوَجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُوْدُ * قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ اِلاَّ مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْاٰنُ ، يَعْنِيْ قَوْلَ اللّٰهِ تَعَالٰى : خَالِدِيْنَ فِيْهَا ـ

৪১২৪। মুসলিম (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী (সা) বলেন, কিয়ামতের দিন মু'মিনগণ একত্রিত হবে এবং তারা বলবে, আমরা যদি আমাদের রবের কাছে আমাদের জন্য একজন সুপারিশকারী পেতাম। এরপর তারা আদম (আ)-এর কাছে আসবে এবং তাঁকে বলবে আপনি মানব জাতির পিতা। আপনাকে আল্লাহ্ তা'আলা নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন। তাঁর ফেরেশতা দ্বারা আপনাকে সিজদা করিয়েছেন এবং যাবতীয় বস্তুর নাম আপনাকে শিক্ষা দিয়েছেন। অতএব আপনি আপনার রবের কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করুন, যেন আমাদের কঠিন স্থান থেকে আরাম দিতে পারেন। তিনি বলবেন, তোমাদের এ কাজের জন্য আমার সাহস হচ্ছে না। তিনি নিজ ভুলের কথা স্মরণ করে

banglainternet.com

লজ্জাবোধ করবেন। (তিনি বলবেন) তোমরা নূহ্ (আ)-এর কাছে যাও। তিনিই প্রথম রাসূল (আ) যাকে আল্লাহ্ জগতবাসীর কাছে পাঠিয়েছেন। তখন তারা তাঁর শরণাপন্ন হবে। তিনিও বলবেন, তোমাদের এ কাজের জন্য আমার সাহস হচ্ছে না। তিনি তাঁর রবের কাছে প্রশ্ন করেছিলেন এমন বিষয়ে যা তাঁর জানা ছিল না। সেকথা স্মরণ করে তিনি লজ্জাবোধ করবেন। এবং বলবেন বরং তোমরা আল্লাহ্র খলীল (ইবরাহীম) (আ)-এর কাছে যাও। তারা তখন তাঁর কাছে আসবে, তখন তিনি বলবেন, তোমাদের এ কাজের জন্য আমার সাহস হচ্ছে না। তোমরা মূসা (আ)-এর কাছে যাও। তিনি এমন বান্দা যে তাঁর সাথে আল্লাহ্ কথা বলেছেন এবং তাঁকে তাওরাত গ্রন্থ দান করেছেন। তখন তারা তাঁর কাছে আসবে। তিনি বলবেন, তোমাদের এ কাজের জন্য আমার সাহস হচ্ছে না। এবং তিনি এক কিবতীকে বিনা দোষে হত্যা করার কথা স্মরণ করে তাঁর রবের নিকট লজ্জাবোধ করবেন। তিনি বলবেন, তোমরা ঈসা (আ)-এর কাছে যাও। তিনি আল্লাহ্র বান্দা ও রাসূল। এবং আল্লাহ্র বাণী ও রূহ্। (তারা সেখানে যাবে) তিনি বলবেন, তোমাদের এ কাজের জন্য আমার সাহস হচ্ছে না। তোমরা মুহাম্মদ (সা)-এর কাছে যাও। তিনি এমন এক বান্দা যার পূর্ব ও পরের ভুলত্রুটি আল্লাহ্ মাফ করে দিয়েছেন। তখন তারা আমার কাছে আসবে। তখন আমি আমার রবের কাছে যাব এবং অনুমতি চাব, আমাকে অনুমতি প্রদান করা হবে। আর আমি যখন আমার রবকে দেখব, তখন আমি সিজদায় লুটিয়ে পড়ব। আল্লাহ্ যতক্ষণ চান এ অবস্থায় আমাকে রাখবেন। তারপর বলা হবে, আপনার মাথা উঠান এবং চান দেওয়া হবে, বলুন শোনা হবে, সুপারিশ করুন কবূল করা হবে। তখন আমি আমার মাথা উঠাব এবং আমাকে যে প্রশংসাসূচক বাক্য শিক্ষা দিবেন তা দ্বারা আমি তাঁর প্রশংসা করব। তারপর সুপারিশ করব। আমাকে একটি সীমারেখা নির্দিষ্ট করে দেয়া হবে। (সেই সীমিত সংখ্যায়) আমি তাদের জান্নাতে প্রবেশ করাব। আমি পুনরায় রবের সমীপে ফিরে আসব। যখন আমি আমার রবকে দেখব তখন পূর্বের ন্যায় সবকিছু করব। তারপর আমি সুপারিশ করব। আবার আমাকে একটি সীমারেখা নির্দিষ্ট করে দেয়া হবে। তদনুসারে আমি তাদের জান্নাতে দাখিল করাব। (তারপর তৃতীয়বার) আমি আবার রবের দরবারে উপস্থিত হয়ে অনুরূপ করব। এরপর আমি চতুর্থবার ফিরে আসব এবং আরয করব এখন তারাই কেবল জাহান্নামে অবশিষ্ট রয়ে গেছে যারা কুরআনের ঘোষণা অনুযায়ী আটকে রয়েছে আর যাদের উপর চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামে থাকা অবধারিত রয়েছে।

আবূ আবদুল্লাহ্ বুখারী (র) বলেন, কুরআনের যে ঘোষণায় তারা জাহান্নামে আবদ্ধ রয়েছে তা হল মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ خَالِدِيْنَ فِيْهَا অর্থাৎ তারা চিরকাল জাহান্নামে থাকবে।

٢٢٥٦. بَابٌ قَالَ مُجَاهِدٌ : اِلٰى شَيَاطِيْنِهِمْ اَصْحَابِهِمْ مِنَ الْمُنَافِقِيْنَ وَالْمُشْرِكِيْنَ ، مُحِيْطٌ بِالْكَافِرِيْنَ اللّٰهُ جَامِعُهُمْ عَلَى الْخَاشِعِيْنَ عَلَي الْمُؤْمِنِيْنَ حَقًا ، قَالَ مُجَاهِدٌ : بِقُوَّةٍ يَعْمَلُ بِمَا فِيْهِ ، وَقَالَ اَبُو الْعَلِيَةِ مَرَضٌ شَكٌّ صِبْغَةُ دِيْنٌ وَمَا خَلْفَهَا عِبْرَةٌ لِمَا بَقِيَ لَا شِيَةَ فِيْهَا لَا بَيَاضَ وَقَالَ غَيْرُهُ يَسُوْسُوْنَكُمْ يَلُوْنَكُمُ الْوِلَايَةُ مَفْتُوْحَةٌ مَصْدَرُ الْوَلَاءِ وَهِيَ الرُّبُوْبِيَّةُ وَاِذَا كُسِرَتِ الْوَاوُ فَهِيَ الْاِمَارَةُ وَقَالَ بَعْضُهُمُ الْحَبُوْبُ الَّتِيْ

banglainternet.com

يُؤْكَلُ كُلُّهَا قُوْمٌ فَادَّارَأْتُمْ اخْتَلَفْتُمْ وَقَالَ قَتَادَةُ فَبَاؤُ انْقَلَبُوْا يَسْتَعِيْنُوْنَ يَسْتَنْصِرُوْنَ شَرَوْا بَاعُوْا رَاعِنَا مِنَ الرُّعُوْنَةِ اِذَا اَرَادُوْا اَنْ يُحْمَقُوْا اِنْسَانًا قَالُوْا رَاعِنَا لَا تُجْزِئُ لَا تُغْنِى اِبْتَلٰى اِخْتَبَرَ خُطُوَاتٍ مِنَ الْخُطْوِ وَالْمَعْنٰى اٰثَارُهُ

২২৫৬. অনুচ্ছেদ ঃ মুজাহিদ (র) বলেন, اِلٰى شَيَاطِيْنِهِمْ —তাদের সঙ্গী-সাথী মুনাফিক ও মুশরিক। مُحِيْطٌ بِالْكَافِرِيْنَ —আল্লাহ্ কাফিরদের পরিবেষ্টন করে রয়েছেন (২ ঃ ১৯) অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তাদের একত্রকারী। عَلَى الْخَاشِعِيْنَ —প্রকৃত মু'মিনদের নিকট। মুজাহিদ (র) বলেন بِقُوَّةٍ —তাতে যা আছে তা আমল করে। আবুল আলিয়া (র) বলেন, مَرَضٌ —সন্দেহ। صِبْغَةَ —দীন। وَمَا خَلْفَهَا —উপদেশ পরবর্তীদের জন্য। لَا شِيَةَ فِيْهَا —যাতে কোন দাগ না থাকে। অন্যরা বলেন, يَسُوْمُوْنَكُمْ —তারা তোমাদের কষ্ট দিত (২ ঃ ৪৯)। اَلْوَلَايَةُ —আল ওয়াও মাফতূহ্ অবস্থায় اَلْوَاوُ —আল-ওয়ালা এর ধাতু। অর্থ প্রভুত্ব, আর যখন 'ওয়াও'-কে যের দেয়া হবে, তখন অর্থ দাঁড়াবে নেতৃত্ব। কেউ কেউ বলেন, যে সমস্ত শস্য বীজ আহার করা হয় তাকে ফুম (فُوْمٌ) বলে। فَادَّارَأْتُمْ —তোমরা মতবিরোধ করছিলে। এবং কাতাদা (র) বলেন, فَبَاؤُ অর্থ انْقَلَبُوْا —তারা (আল্লাহ্র গযবের দিকে) প্রত্যাবর্তন করল। يَسْتَفْتِحُوْنَ —তারা সাহায্য চাইতো। شَرَوْا —তারা বিক্রি করল। رَاعِنَا (رَعُوْنَةٌ) থেকে নির্গত। যখন তারা মানুষকে আহাম্মক সাব্যস্ত করতে চাইত তখন বলত, رَاعِنَا

لَا تُجْزِئُ —কোন কাজে আসবে না। اِبْتَلٰى —পরীক্ষা করলেন। خُطُوَاتٍ (خَطْوٌ) থেকে নির্গত, অর্থ পদচিহ্ন

٢٢٥٧. بَابُ قَوْلُهُ تَعَالٰى فَلَا تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَّ اَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

২২৫৭. অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ কাজেই জেনেশুনে কাউকে তোমরা আল্লাহ্র সমকক্ষ দাঁড় করাবে না। (২ ঃ ২২)

٤١٢٥ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيْلَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سَاَلْتُ النَّبِىَّ (ص) اَىُّ الذَّنْبِ اَعْظَمُ عِنْدَ اللّٰهِ قَالَ اَنْ تَجْعَلَ لِلّٰهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ قُلْتُ اِنَّ ذٰلِكَ لَعَظِيْمٌ قُلْتُ ثُمَّ اَىٌّ قَالَ وَاَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ تَخَافُ اَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ قُلْتُ ثُمَّ اَىٌّ قَالَ اَنْ تُزَانِىَ حَلِيْلَةَ جَارِكَ۔

৪১২৫ উসমান ইব্ন আবূ শায়বা (র) ..... আবদুল্লাহ্ (ইব্ন মাসউদ) (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী (সা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম যে, কোন্ গুনাহ্ আল্লাহ্র কাছে সর্বাপেক্ষা বড়? তিনি বললেন, আল্লাহ্র জন্য সমকক্ষ দাঁড় করান। অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। আমি বললাম, এতো সত্যিই বড় গুনাহ্। আমি বললাম, তারপর কোন্ গুনাহ্? তিনি উত্তর দিলেন, তুমি তোমার সন্তানকে এই ভয়ে

banglainternet.com

হত্যা করবে যে সে তোমার সাথে আহার করবে। আমি আরয করলাম, এরপর কোনটি? তিনি উত্তর দিলেন, তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে তোমার ব্যভিচার করা।

٢٢٥٨. بَابُ قَوْلِهِ تَعَالَى وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَاَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى كُلُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُوْنَا وَلٰكِنْ كَانُوْا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ . وَقَالَ مُجَاهِدٌ : اَلْمَنُّ صَمْغَةٌ وَالسَّلْوٰى الطَّيْرُ

২২৫৮. অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ আমি মেঘ দ্বারা তোমাদের উপর ছায়া বিস্তার করলাম, তোমাদের নিকট মান্ন ও সাল্‌ওয়া প্রেরণ করলাম। (বলেছিলাম) তোমাদের জন্য যা পবিত্র যা আমি দান করেছি তা হতে আহার কর। তারা আমার প্রতি কোন জুলুম করেনি, বরং তারা তাদের নিজেদের প্রতিই জুলুম করেছিল। (২ ঃ ৫৭)। মুজাহিদ (র) বলেন, মান্ন শিশির জাতীয় সুস্বাদু খাদ্য (যা পাথর ও গাছের উপর নাযিল হতো পরে জমে ব্যাঙের ছাতার মত হত) আর সাল্‌ওয়া—পাখি।

٤١٢٦ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اَلْكَمْاَةُ مِنَ الْمَنِّ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ ـ

৪১২৬ আবূ নুআঈম (র) .... সাঈদ ইব্‌ন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্(সা) বলেছেন ঃ اَلْكَمْاَةُ —আল কামাআত (ব্যাঙের ছাতা) মান্ন জাতীয়। আর তার পানি চক্ষু রোগের শিফা।

٢٢٥٩ . بَابُ وَاِذْ قُلْنَا ادْخُلُوْا هٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوْا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَ قُوْلُوْا حِطَّةٌ نَغْفِرْلَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَ سَنَزِيْدُ الْمُحْسِنِيْنَ ، رَغَدًا وَاسِعٌ كَثِيْرٌ

২২৫৯. অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ স্মরণ করুন, যখন আমি বললাম, এই জনপদে প্রবেশ কর, যেথা ইচ্ছা স্বচ্ছন্দে আহার কর, নতশিরে প্রবেশ কর দ্বার দিয়ে এবং বল-حِطَّةٌ—'ক্ষমা চাই'। আমি তোমাদের অপরাধ সমূহ ক্ষমা করব এবং সৎকর্মপরায়ণ লোকদের প্রতি আমার দান বৃদ্ধি করব। (২ ঃ ৫৮)। رَغَدًا অর্থ প্রভূত স্বাচ্ছন্দ্য।

٤١٢٧ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِىٍّ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ (ص) قَالَ قِيْلَ لِبَنِىْ اِسْرَائِيْلَ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَّقُوْلُوْا حِطَّةٌ ، فَدَخَلُوْا يَزْحَفُوْنَ عَلٰى اَسْتَاهِهِمْ فَبَدَّلُوْا وَقَالُوْا حِطَّةٌ حَبَّةٌ فِىْ شَعْرَةٍ قَوْلُهُ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيْلَ وَقَالَ

banglainternet.com

عِكْرِمَةُ جَبْرٌ وَمِيكٌ وَسَرَافٌ عَبْدٌ أَيْلٌ اللّٰهُ ـ

৪১২৭ মুহাম্মদ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী (সা) বলেন, বনী ইসরাঈলকে বলা হয়েছিল যে, তোমরা সিজদা অবস্থায় শহর দ্বারে প্রবেশ কর এবং বল حِطَّةٌ (ক্ষমা চাই) কিন্তু তারা প্রবেশ করল নিতম্ব হেঁচড়িয়ে এবং নির্দেশিত শব্দকে পরিবর্তন করে তদস্থলে বলল, গম ও যবের দানা। আল্লাহ্‌র বাণী ঃ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيْلَ —যারা জিবরাঈলের শত্রুতা করবে। 'ইকরিমা (র) বলেন, জবর, মীক, সরাফ অর্থ 'আবদ–বান্দা, ঈল–আল্লাহ্‌। (অর্থ দাঁড়াল আবদুল্লাহ্‌–আল্লাহ্‌র বান্দা)

٤١٢٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُنِيْرٍ سَمِعَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ بَكْرٍ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ اَنَسٍ قَالَ سَمِعَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَلاَمٍ بِقُدُوْمِ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) وَهُوَ فِيْ اَرْضٍ يَخْتَرِفُ فَاَتَى النَّبِيَّ (ص) فَقَالَ اِنِّيْ سَائِلُكَ عَنْ ثَلاَثٍ لاَ يَعْلَمُهُنَّ اِلاَّ نَبِيٌّ فَمَا اَوَّلُ اَشْرَاطِ السَّاعَةِ وَمَا اَوَّلُ طَعَامٍ اَهْلُ الْجَنَّةِ وَمَا يَنْزِعُ الْوَلَدُ اِلَى اَبِيْهِ اَوْ اِلَى اُمِّهِ قَالَ اَخْبَرَنِيْ بِهِنَّ جِبْرِيْلُ ، اٰنِفًا قَالَ جِبْرِيْلُ قَالَ نَعَمْ قَالَ ذَاكَ عَدُوُّ الْيَهُوْدِ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ ، فَقَرَاَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ : مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيْلَ فَاِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلٰى قَلْبِكَ اَمَّا اَوَّلُ اَشْرَاطِ السَّاعَةِ فَنَارٌ تَحْشُرُ النَّاسَ مِنَ الْمَشْرِقِ اِلَى الْمَغْرِبِ وَاَمَّا اَوَّلُ طَعَامٍ يَاْكُلُهُ اَهْلُ الْجَنَّةِ فَزِيَادَةُ كَبِدِ حُوْتٍ وَاِذَا سَبَقَ مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَ الْمَرْاَةِ نَزَعَ الْوَلَدَ ، وَاِذَا سَبَقَ مَاءُ الْمَرْاَةِ نَزَعَتْ ، قَالَ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ ، وَاَشْهَدُ اَنَّكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ، يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، اِنَّ الْيَهُوْدَ قَوْمٌ بُهْتٌ ، وَاِنَّهُمْ اِنْ يَعْلَمُوْا بِاِسْلاَمِيْ قَبْلَ اَنْ تَسْاَلَهُمْ يَبْهَتُوْنِيْ فَجَاءَتِ الْيَهُوْدُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ (ص) اَيُّ رَجُلٍ عَبْدُ اللّٰهِ فِيْكُمْ ؟ قَالُوْا خَيْرُنَا وَابْنُ خَيْرِنَا ، وَسَيِّدُنَا وَابْنُ سَيِّدِنَا ، قَالَ اَرَاَيْتُمْ اِنْ اَسْلَمَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَلاَمٍ فَقَالُوْا اَعَاذَهُ اللّٰهُ مِنْ ذٰلِكَ ، فَخَرَجَ عَبْدُ اللّٰهِ فَقَالَ : اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ ، وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ ، فَقَالُوْا شَرُّنَا وَابْنُ شَرِّنَا ، وَانْتَقَصُوْهُ قَالَ فَهٰذَا الَّذِيْ كُنْتُ اَخَافُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ـ

৪১২৮ আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মুনীর (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন সালাম (রা) রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর শুভাগমন বার্তা শুনতে পেলেন। তখন তিনি (আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন সালাম) বাগানে ফল আহরণ করছিলেন। তিনি নবী (সা)-এর কাছে এসে বললেন, আমি আপনাকে তিনটি বিষয় জিজ্ঞাসা করব যা নবী (সা) ব্যতীত অন্য কেউ জানেন না। তাহল কিয়ামতের প্রথম লক্ষণ কি? জান্নাতীদের প্রথম খাদ্য কি হবে? এবং সন্তান কখন পিতার সদৃশ হয় আর কখন মাতার সদৃশ হয়? নবী (সা) বললেন, আমাকে জিবরাঈল (আ) এখনই এসব সম্পর্কে অবহিত করলেন, আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন সালাম বললেন, জিবরাঈল? নবী (সা) বলল, হ্যাঁ। ইব্‌ন সালাম বললেন, সে তো ফেরেশতাদের মধ্যে ইহুদীদের শত্রু। তখন নবী (সা) এই আয়াত পাঠ করলেন, যে ব্যক্তি জিবরাঈলের শত্রু হবে, এজন্য যে তিনি তো আপনার অন্তরে, (আল্লাহ্‌র হুকুমে) ওহী নাযিল করেন। (২ ঃ ৯৭)। কিয়ামতের প্রথম লক্ষণ হল, এক প্রকার আগুন বের হবে যা মানবকুলকে পূর্ব প্রান্ত থেকে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত একত্রিত করবে। আর

banglainternet.com

জান্নাতীরা যা প্রথমে আহার করবেন তা হল মাছের কলিজার টুকরা। আর যখন পুরুষের বীর্য স্ত্রীর উপর প্রাধান্য লাভ করে তখন সন্তান পিতার সদৃশ্য হয় এবং যখন স্ত্রীর বীর্য পুরুষের উপর প্রাধান্য লাভ করে তখন সন্তান মাতার সদৃশ্য হয়। তখন আবদুল্লাহ্ ইব্ন সালাম (রা) বললেন, আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই এবং আরও সাক্ষ্য দেই যে, আপনি নিঃসন্দেহে আল্লাহ্র রাসূল। ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ইয়াহূদরা সাংঘাতিক মিথ্যারোপকারী। যদি তারা আপনাকে প্রশ্ন করার পূর্বেই আমার ইসলাম গ্রহণের সংবাদ জেনে যায় তবে তারা আমার প্রতি অপবাদ আনবে। ইতিমধ্যে ইহুদীরা এসে গেল। তখন নবী (সা) ইহুদীদের জিজ্ঞাসা করলেন, আবদুল্লাহ্ তোমাদের মধ্যে কেমন লোক? তারা উত্তর দিল, তিনি আমাদের মধ্যে উত্তম এবং আমাদের মধ্যে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির পুত্র। তিনি আমাদের নেতা এবং আমাদের নেতার ছেলে। নবী (সা) বললেন, যদি আবদুল্লাহ্ ইব্ন সালাম ইসলাম গ্রহণ করেন, তবে তোমরা কেমন মনে করবে। তারা বলল, আল্লাহ্ তাকে এর থেকে পানাহ দিন। তখন [আবদুল্লাহ্ ইব্ন সালাম (রা)] বের হয়ে এসে বললেন, আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই এবং মুহাম্মদ (সা) নিঃসন্দেহে আল্লাহ্র প্রেরিত রাসূল। তখন তারা বলল, সে আমাদের মধ্যে মন্দ ব্যক্তি ও মন্দ ব্যক্তির ছেলে। তারপর তারা ইব্ন সালাম (রা)-কে দোষী সাব্যস্ত করে সমালোচনা করতে লাগল। তখন আবদুল্লাহ্ ইব্ন সালাম (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! এটাই আমি ভয় করছিলাম।

٢٢٦٠. بَابُ قَوْلِهِ : مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا

২২৬০. অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ 'আমি কোন আয়াত রহিত করলে কিংবা বিস্মৃতি হতে দিলে' (২ ঃ ১০৬)

٤١٢٩ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَحْيٰى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَبِيْبٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَقْرَؤُنَا اُبَيٌّ وَاَقْضَانَا عَلِيٌّ وَاِنَّا لَنَدَعُ مِنْ قَوْلِ اُبَيٍّ وَذَاكَ اَنَّ اُبَيًّا يَقُوْلُ لَا اَدَعُ شَيْئًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) وَقَدْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا ـ

৪১২৯ আমর ইব্ন আলী (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমর (রা) বলেন, উবাই (রা) আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম কারী, আর আলী (রা) আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বিচারক। কিন্তু আমরা উবাই (রা)-এর সব কথাই গ্রহণ করি না। কারণ উবাই (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে যা শুনেছি তা ছেড়ে দিতে পারি না। অথচ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, আমি যে আয়াত রহিত করি অথবা বিস্মৃত হতে দেই ..... (২ ঃ ১০৬)।

banglainternet.com

٢٢٦١. بَابُ قَوْلِهِ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ

২২৬১. অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ তারা বলে, আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণ করেছেন। তিনি অতি পবিত্র। (২ ঃ ১১৬)

٤١٣٠ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ حُسَيْنٍ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِىِّ (ص) قَالَ قَالَ اللّٰهُ كَذَّبَنِىْ ابْنُ اٰدَمَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذٰلِكَ ، وَشَتَمَنِىْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذٰلِكَ ، فَاَمَّا تَكْذِيْبُهُ اِيَّاىَ فَزَعَمَ اَنِّىْ لاَ اَقْدِرُ اَنْ اُعِيْدَهُ كَمَا كَانَ ، وَاَمَّا شَتْمُهُ فَقَوْلُهُ لِىْ وَلَدٌ فَسُبْحَانِىْ اَنْ اَتَّخِذَ صَاحِبَةً اَوْ وَلَدًا ـ

৪১৩০ আবুল ইয়ামান (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী (সা) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, আদম সন্তান আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছে। অথচ তার তা উচিত নয়। আমাকে গালি দিয়েছে অথচ তার জন্য এটা উচিত নয়। তার আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ হল, সে বলে যে, আমি তাকে পূর্বের ন্যায় পুনরুজ্জীবনে সক্ষম নই। আর আমাকে তার গালি প্রদান হল—তার বক্তব্য যে, আমার সন্তান আছে অথচ আমি স্ত্রী ও সন্তান গ্রহণ থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র।

٢٢٦٢. بَابُ قَوْلِهِ : وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى ، مَثَابَةً يَثُوْبُوْنَ يَرْجِعُوْنَ

২২৬২. অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ তোমরা মাকামে ইবরাহীমকে নামাযের স্থান নির্ধারণ কর। (২ ঃ ১২৫) مَثَابَةً —প্রত্যাবর্তন স্থল। يَثُوْبُوْنَ অর্থ লোকজন প্রত্যাবর্তন করে।

٤١٣١ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيٰى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ وَافَقْتُ اللّٰهَ فِىْ ثَلاَثٍ ، اَوْ وَافَقَنِىْ رَبِّىْ فِىْ ثَلاَثٍ ، قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ : لَوِ اتَّخَذْتَ مَقَامَ اِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى ، فَاَنْزَلَ اللّٰهُ وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَقَامِ اِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى ، وَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ يَدْخُلُ عَلَيْكَ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ فَلَوْ اَمَرْتَ اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ بِالْحِجَابِ ، فَاَنْزَلَ اللّٰهُ اٰيَةَ الْحِجَابِ ، قَالَ وَبَلَغَنِىْ مُعَاتَبَةُ النَّبِىِّ (ص) بَعْضَ نِسَائِهِ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِنَّ قُلْتُ اِنْ انْتَهَيْتُنَّ اَوْ لَيُبْدِلَنَّ اللّٰهُ رَسُوْلَهُ (ص) خَيْرًا مِنْكُنَّ حَتّٰى اَتَيْتُ اِحْدٰى نِسَائِهِ قَالَتْ يَا عُمَرُ اَمَا فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) مَا يَعِظُ نِسَاءَهُ حَتّٰى تَعِظَهُنَّ اَنْتَ ، فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَسٰى رَبُّهُ اِنْ طَلَّقَكُنَّ اَنْ يُبْدِلَهُ اَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ الْاٰيَةَ * وَقَالَ ابْنُ اَبِىْ مَرْيَمَ اَخْبَرَنَا يَحْيٰى بْنُ اَيُّوْبَ حَدَّثَنِىْ حُمَيْدٌ سَمِعْتُ اَنَسًا عَنْ عُمَرَ ـ

৪১৩১ মুসাদ্দাদ (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমর (রা) বলেছেন, তিনটি বিষয়ে আমার মতামত আল্লাহ্‌র ওহীর অনুরূপ হয়েছে অথবা (তিনি বলেছেন) তিনটি বিষয়ে আমার মতামতের অনুকূলে আল্লাহ্ ওহী নাযিল করেছেন। তা হলো, আমি বলেছিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! যদি আপনি মাকামে ইবরাহীমকে নামাযের স্থান হিসাবে গ্রহণ করতেন। এ বিষয়ে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন.....। তোমরা মাকামে ইবরাহীমকে নামাযের স্থান নির্ধারণ কর (২ ঃ ১২৫) আমি আরয করেছিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ আপনার কাছে ভাল ও মন্দ উভয় প্রকারের লোক আসে। কাজেই আপনি যদি উম্মাহাতুল মু'মিনীনদেরকে (আপনার স্ত্রীদের) পর্দা করার নির্দেশ দিতেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা পর্দার আয়াত নাযিল করেন। তিনি আরো বলেন, আমি জানতে পেরেছিলাম যে, নবী (সা) তাঁর কতক

banglainternet.com

বিবির প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন। তখন আমি তাদের কাছে উপস্থিত হই, এবং বলি যে, আপনারা এর থেকে বিরত হবেন অথবা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূল (সা)-কে আপনাদের চেয়েও উত্তম স্ত্রী প্রদান করবেন। এরপর আমি তাঁর কোন এক স্ত্রীর কাছে আসি, তখন তিনি বললেন, হে উমর! রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর স্ত্রীগণকে নসিহত করে থাকেন আর এখন তুমি তাদের উপদেশ দিতে আরম্ভ করেছ? তখন আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন ঃ عَسٰى رَبُّهٗ الخ —"নবী (সা) যদি তোমাদের সকলকে পরিত্যাগ করেন তবে তার রব সম্ভবত তোমাদের স্থলে তাঁকে দিবেন তোমাদের অপেক্ষা উত্তম স্ত্রী যারা হবে আত্মসমর্পণকারী। ..... (৬৬ ঃ ৫)

ইব্ন আবী মারয়াম (র) বলেন, আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, উমর (রা) আমার কাছে এরূপ বলেছেন।

٢٢٦٣. بَابُ قَوْلِهِ تَعَالٰى : وَاِذْ يَرْفَعُ اِبْرَاهِيْمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاِسْمٰعِيْلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ، اَلْقَوَاعِدُ اَسَاسُهُ وَاحِدَتُهَا قَاعِدَةٌ ، وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ وَاحِدُهَا قَاعِدٌ

২২৬৩. অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ স্মরণ করুন, যখন ইব্রাহীম ও ইসমাঈল (আ) কা'বা গৃহের প্রাচীর তুলছিলেন, তখন তারা বলেছিলেন, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের এই কাজ গ্রহণ করুন, নিশ্চয় আপনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাতা। (২ ঃ ১২৭)

আল্ কাওয়ায়িদ (اَلْقَوَاعِدُ) অর্থ ভিত্তি, একবচনে কায়িদাতুন (قَاعِدَةٌ)। আল কাওয়ায়িদ মহিলাদের সম্পর্কে বলা হলে এর অর্থ বৃদ্ধা নারী, তখন এর একবচন কায়িদুন (قَاعِدٌ) হবে।

٤١٣٢ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ اَخْبَرَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِىِّ (ص) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) قَالَ اَلَمْ تَرَى اَنَّ قَوْمَكِ بَنَوُ الْكَعْبَةَ وَاقْتَصَرُوْا عَنْ قَوَاعِدِ اِبْرَاهِيْمَ ، فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلاَ تَرُدُّهَا عَلٰى قَوَاعِدِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ لَوْلاَ حِدْثَانُ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ لَئِنْ كَانَتْ عَائِشَةُ سَمِعَتْ هٰذَا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) مَا اُرَى رَسُوْلُ اللّٰهِ(ص) تَرَكَ اِسْتِلاَمَ الرُّكْنَيْنِ اللَّذَيْنِ يَلِيَانِ الْحِجْرَ اِلاَّ اَنَّ الْبَيْتَ لَمْ يُتَمَّمْ عَلٰى قَوَاعِدِ اِبْرَاهِيْمَ-

৪১৩২ ইসমাঈল (র) ..... নবী (সা)-এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, তোমার কি জানা নেই যে তোমার সম্প্রদায় কুরাইশ কা'বা তৈরী করেছে এবং ইব্রাহীম (আ)-এর ভিত্তির থেকে ছোট নির্মাণ করেছে? আয়েশা (রা) বলেন, আমি তখন বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ আপনি কি ইব্রাহীম (আ)-এর ভিত্তির উপর কা'বাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে পারেন না? তিনি

banglainternet.com

বললেন, যদি তোমার গোত্রের কুফরীর যামানা নিকট অতীতে না হত। এ কথা শুনে আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) বললেন, যদি আয়েশা (রা) একথা রাসূলুল্লাহ্ (সা) হতে শুনে থাকেন, তবে আমার মনে হয় যে এ কারণেই রাসূলুল্লাহ্ (সা) হাতিমের দিকের দুই রোকনে (রোকনে ইরাকী ও রোকনে শামী) চুম্বন বর্জন করেছেন, যেহেতু বায়তুল্লাহ্ ইব্রাহীম (আ)-এর ভিত্তির উপর সম্পূর্ণভাবে নির্মিত নয়।

٢٢٦٤. بَابُ قَوْلِهِ قُوْلُوْا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْنَا

২২৬৪. অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ তোমরা বল, আমরা আল্লাহ্তে ঈমান এনেছি এবং যা আমাদের প্রতি নাযিল হয়েছে তার প্রতিও (২ ঃ ১৩৬)।

٤١٣٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ اَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ اَهْلُ الْكِتَابِ يَقْرَؤُنَ التَّوْرَاةَ بِالْعِبْرَانِيَّةِ وَيُفَسِّرُوْنَهَا بِالْعَرَبِيَّةِ لِاَهْلِ الْاِسْلَامِ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) لَا تُصَدِّقُوْا اَهْلَ الْكِتَابِ وَلَا تُكَذِّبُوْهُمْ وَقُوْلُوْا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ الْاٰيَةَ

৪১৩৩ মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আহলে কিতাব (ইহুদী) ইবরানী ভাষায় তাওরাত পাঠ করে মুসলিমদের জন্য তা আরবী ভাষায় ব্যাখ্যা করত। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, তোমরা আহলে কিতাবকে বিশ্বাস কর না আর অবিশ্বাসও কর না এবং (আল্লাহ্র বাণী) 'তোমরা বল আমরা আল্লাহ্তে ঈমান এনেছি এবং যা নাযিল করা হয়েছে তাতে.....।'

٢٢٦٥. بَابُ قَوْلِهِ سَيَقُوْلُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلّٰهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِيْ كَانُوْا عَلَيْهَا قُلْ لِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ

২২৬৫. অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ নির্বোধ লোকেরা অচিরেই বলবে যে, তারা এ যাবত যে কিবলা অনুসরণ করে আসছিল তা থেকে তাদেরকে কিসে ফিরিয়ে দিল! বলুন ঃ পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহ্রই। তিনি যাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালিত করেন। (২ ঃ ১৪২)

٤١٣٤ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ سَمِعَ زُهَيْرًا عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) صَلّٰى اِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا اَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا ، وَكَانَ يُعْجِبُهُ اَنْ تَكُوْنَ قِبْلَتُهُ قِبَلَ الْبَيْتِ وَاَنَّهُ صَلّٰى اَوَّلَ صَلَاةٍ صَلَاةَ الْعَصْرِ وَصَلّٰى مَعَهُ قَوْمٌ فَخَرَجَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ صَلّٰى مَعَهُ فَمَرَّ عَلٰى اَهْلِ الْمَسْجِدِ وَهُمْ رَاكِعُوْنَ، قَالَ اَشْهَدُ بِاللّٰهِ لَقَدْ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ (ص) قِبَلَ مَكَّةَ فَدَارُوْا كَمَا هُمْ قِبَلَ الْبَيْتِ وَكَانَ الَّذِيْ مَاتَ عَلَى الْقِبْلَةِ قَبْلَ اَنْ تُحَوَّلَ قِبَلَ الْبَيْتِ رِجَالٌ قُتِلُوْا لَمْ نَدْرِ مَا نَقُوْلُ فِيْهِمْ ، فَاَنْزَلَ اللّٰهُ : وَمَا كَانَ اللّٰهُ

banglainternet.com

لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُفٌ رَّحِيْمٌ۔

৪১৩৪ আবূ নুআঈম (র) ..... বারা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সা) মদীনাতে ষোল অথবা সতের মাস যাবত বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে নামায আদায় করেন। অথচ নবী (সা) বায়তুল্লাহ্‌র দিকে তার কিবলা হওয়াকে পছন্দ করতেন। নবী (সা) আসরের নামায (কাবার দিকে মুখ করে) আদায় করেন এবং লোকেরাও তাঁর সাথে নামায আদায় করেন। এরপর তাঁর সঙ্গে নামায আদায়কারী একজন বের হন এবং তিনি একটি মসজিদের লোকদের কাছ দিয়ে গেলেন তখন তারা রুকু অবস্থায় ছিলেন। তিনি বললেন, আমি আল্লাহ্‌কে সাক্ষী রেখে বলছি যে, আমি নবী (সা)-এর সঙ্গে মক্কার দিকে মুখ করে নামায আদায় করেছি। এ কথা শোনার পর তাঁরা যে অবস্থায় ছিলেন, সে অবস্থায় বায়তুল্লাহ্‌র দিকে ফিরে গেলেন। আর যারা কিবলা বায়তুল্লাহ্‌র দিকে পরিবর্তের পূর্বে বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে নামায আদায় অবস্থায় মারা গিয়েছেন, শহীদ হয়েছেন, তাদের সম্পর্কে আমরা কি বলব তা আমাদের জানা ছিল না। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন—"আল্লাহ্ এরূপ নন যে, তোমাদের ঈমানকে তিনি ব্যর্থ করে দিবেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ মানুষের প্রতি দয়ার্দ্র, পরমদয়ালু। (২ ঃ ১৪৩)

٢٢٦٦ . بَابُ قَوْلِهِ وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا

২২৬৬. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ এভাবে আমি তোমাদেরকে এক মধ্যপন্থী জাতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছি, যাতে তোমরা মানব জাতির জন্য সাক্ষীস্বরূপ হবে এবং রাসূল (সা) তোমাদের জন্য সাক্ষীস্বরূপ হবেন (২ ঃ ১৪৩)

٤١٣٥ حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ رَاشِدٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ وَاَبُوْ اُسَامَةَ وَاللَّفْظُ لِجَرِيْرٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ وَقَالَ اَبُوْ اُسَامَةَ حَدَّثَنَا اَبُوْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) يُدْعٰى نُوْحٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَيَقُوْلُ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ يَا رَبِّ ، فَيَقُوْلُ هَلْ بَلَّغْتَ ؟ فَيَقُوْلُ نَعَمْ، فَيُقَالُ لِاُمَّتِهِ هَلْ بَلَّغَكُمْ ، فَيَقُوْلُوْنَ مَا اَتَانَا مِنْ نَذِيْرٍ ، فَيَقُوْلُ مَنْ يَشْهَدُ لَكَ ؟ فَيَقُوْلُ مُحَمَّدٌ وَاُمَّتُهُ فَيَشْهَدُوْنَ اَنَّهُ قَدْ بَلَّغَ ، وَيَكُوْنُ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا ، فَذٰلِكَ قَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا ، وَالْوَسَطُ الْعَدْلُ۔

৪১৩৫ ইউসুফ ইব্‌ন রাশিদ (র) ..... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা) বলেছেন, কিয়ামতের দিন নূহ (আ)-কে ডাকা হবে। তখন তিনি উত্তর দিবেন এ বলে ঃ হে আমাদের রব! আমি আপনার পবিত্র দরবারে উপস্থিত। তখন আল্লাহ্ জিজ্ঞাসা করবেন, তুমি কি (আল্লাহ্‌র পয়গাম লোকদের) পৌঁছে দিয়েছিলে? তিনি বলবেন, হ্যাঁ। এরপর তার উম্মতকে জিজ্ঞাসা করা হবে, [নূহ (আ) কি] তোমাদের নিকট (আল্লাহ্‌র পয়গাম) পৌঁছে দিয়েছে? তারা তখন বলবে, আমাদের কাছে কোন

banglainternet.com

সতর্ককারী আগমন করেনি। তখন আল্লাহ্ তা'আলা [নূহ্ (আ)-কে] বলবেন, তোমার দাবির প্রতি সাক্ষি কে? তিনি বলবেন, মুহাম্মদ (সা) এবং তাঁর উম্মতগণ। তখন তারা সাক্ষ্য প্রদান করবে যে, নূহ্ (আ) তাঁর উম্মতের নিকট আল্লাহ্‌র পয়গাম প্রচার করেছেন এবং রাসূল (সা) তোমাদের প্রতি সাক্ষ্য হবেন। এটাই মহান আল্লাহ্‌র বাণী وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا كُمْ اُمَّةً الْوَسَطُ الْعَدْلُ। ওয়াসাত শব্দের অর্থ ন্যায়নিষ্ঠ।

٢٢٦٧ . بَابُ قَوْلِهِ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِيْ كُنْتَ عَلَيْهَا اِلاَّ لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُوْلَ مِمَّنْ يَّنْقَلِبُ عَلٰى عَقِبَيْهِ وَاِنْ كَانَتْ لَكَبِيْرَةً اِلاَّ عَلَى الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُفٌ رَّحِيْمٌ -

২২৬৭. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ আপনি এ যাবৎ যে কিবলার অনুসরণ করছিলেন তা আমি এ উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম যাতে জানতে পারি, কে রাসূলের অনুসরণ করে এবং কে ফিরে যায়? আল্লাহ্ যাদের সৎ পথে পরিচালিত করেন তারা ব্যতীত অপরের কাছে এটা নিশ্চয় কঠিন। আল্লাহ্ এরূপ নন যে, তোমাদের ঈমানকে ব্যর্থ করেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ মানুষের প্রতি দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু (২ ঃ ১৪৩)

٤١٣٦ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا بَيْنَا النَّاسُ يُصَلُّوْنَ الصُّبْحَ فِيْ مَسْجِدِ قُبَاءٍ اِذْ جَاءَ جَاءٍ فَقَالَ اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ (ص) قُرْاٰنًا اَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ فَاسْتَقْبِلُوْهَا ، فَتَوَجَّهُوْا اِلَى الْكَعْبَةِ -

৪১৩৬ মুসাদ্দাদ (র) .... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, একদিন লোকেরা কুবা মসজিদে ফজরের নামায আদায় করছিলেন। এমন সময় এক আগন্তুক এসে বলল, আল্লাহ্ তা'আলা নবী (সা)-এর প্রতি কুরআনের এ আয়াত নাযিল করেছেন যে, তিনি যেন কা'বার দিকে (নামাযে) মুখ করেন। কাজেই আপনারাও কা'বার দিকে মুখ করে নিন। সে মুতাবিক লোকেরা কা'বার দিকে মুখ করে নেন।

٢٢٦٨ . بَابُ قَوْلِهِ قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِى السَّمَاءِ، اِلٰى عَمَّا تَعْمَلُوْنَ

২২৬৮. অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ আকাশের দিকে আপনার বারবার তাকানোকে আমি অবশ্য লক্ষ্য করছি। তারা যা করে সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ অনবহিত নন (২ ঃ ১৪৪)

٤١٣٧ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَمْ يَبْقَ مِمَّنْ صَلَّى الْقِبْلَتَيْنِ غَيْرِيْ -

৪১৩৭ আলী ইবনে আবদুল্লাহ্ (র) .... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যাঁরা উভয় কিবলার (কা'বা ও বায়তুল মুকাদ্দাস)-এর দিকে ফিরে নামায আদায় করেছেন তাদের মধ্যে আমি ছাড়া আর কেউ জীবিত নেই।

banglainternet.com

٢٢٦٩ . بَابُ قَوْلِهِ وَلَئِنْ اَتَيْتَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ اٰيَةٍ مَا تَبِعُوْا قِبْلَتَكَ اِلٰى قَوْلِهِ اِنَّكَ اِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِيْنَ

২২৬৯. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছে আপনি যদি তাদের কাছে সকল দলীল পেশ করেন তবুও তারা আপনার কিবলার অনুসরণ করবে না; এবং আপনিও তাদের কিবলার অনুসারী নন, এবং তারা পরস্পর পরস্পরের কিবলার অনুসারী নয়। আপনার কাছে জ্ঞান আসার পর আপনি যদি তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করেন নিশ্চয়ই তখন আপনি জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবেন (২ ঃ ১৪৫)

٤١٣٨ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا بَيْنَمَا النَّاسُ فِى الصُّبْحِ بِقُبَاءٍ جَاءَ هُمْ رَجُلٌ فَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ(ص) قَدْ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْاٰنٌ، وَاُمِرَ اَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ ، اَلَا فَاسْتَقْبِلُوْهَا وَكَانَ وَجْهُ النَّاسِ اِلَى الشَّامِ، فَاسْتَدَارُوْا بِوُجُوْهِهِمْ اِلَى الْكَعْبَةِ ـ

৪১৩৮ খালিদ ইব্‌ন মাখলাদ (র) ..... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, একদা লোকেরা মসজিদে কুবায় ফজরের নামায আদায় করছিলেন। এমন সময় তাদের কাছে একজন লোক এসে বলল, এই রাত্রে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর কুরআনের আয়াত নাযিল হয়েছে এবং তিনি নির্দেশপ্রাপ্ত হয়েছেন কা'বার দিকে মুখ ফিরিয়ে নামায আদায় করার জন্য। অতএব আপনারা কা'বার দিকে মুখ ফিরান। আর তখন লোকদের চেহারা শামের দিকে ছিল। এরপর তারা তাদের চেহারা কা'বার দিকে ফিরিয়ে নিলেন।

٢٢٧٠ . بَابُ قَوْلِهِ اَلَّذِيْنَ وَاٰتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُوْنَهُ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَاءَ هُمْ وَاِنَّ فَرِيْقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُوْنَ الْحَقَّ اِلٰى قَوْلِهِ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ

২২৭০. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ আমি যাদের কিতাব দিয়েছি তারা তাঁকে সেরূপ জানে যেরূপ তারা নিজেদের সন্তানদের চিনে, এবং তাদের একদল জেনে-শুনে সত্য গোপন করে থাকে। আর সত্য আপনার প্রভুর পক্ষ হতে। সুতরাং আপনি যেন সন্দেহ ও সংশয় পোষণকারীদের অন্তর্ভুক্ত না হন (২ ঃ ১৪৬-১৪৭)

٤١٣٩ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ بَيْنَا النَّاسُ بِقُبَاءٍ فِىْ صَلَاةِ الصُّبْحِ اِذْ جَاءَ هُمْ آتٍ فَقَالَ اِنَّ النَّبِىَّ (ص) قَدْ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْاٰنٌ ، وَقَدْ اُمِرَ اَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ فَاسْتَقْبِلُوْهَا ، وَكَانَتْ وُجُوْهُهُمْ اِلَى الشَّامِ ، فَاسْتَدَارُوْا اِلَى الْكَعْبَةِ ـ

banglainternet.com

৪১৩৯ ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন কাযাআ (র) ..... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা লোকেরা কুবা মসজিদে ফজরের নামাযে রত ছিলেন, তখন তাদের নিকট একজন আগন্তুক এসে বললেন, নবী

(সা)-এর প্রতি এ রাতে কুরআনের আয়াত নাযিল করা হয়েছে, তাতে তাঁকে কা'বার দিকে মুখ ফিরানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অতএব আপনারা কা'বার দিকে মুখ ফিরিয়ে নিন। আর তখন তাদের মুখ সিরিয়ার দিকে ছিল। এরপর তাদের মুখ কা'বার দিকে ফিরে গেল।

٢٢٧١ . بَابُ قَوْلِهِ وَلِكُلٍّ وِّجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيْهَا فَاسْتَبِقُوْا الْخَيْرَاتِ اَيْنَمَا تَكُوْنُوْا يَاْتِ بِكُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ

২২৭১. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ প্রত্যেকের একটি দিক রয়েছে যেদিকে সে মুখ করে। অতএব তোমরা সৎকর্মে প্রতিযোগিতা কর। তোমরা যেখানেই থাক না কেন, আল্লাহ্ তোমাদের সকলকে একত্র করবেন। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান (২ ঃ ১৪৮)

٤١٤٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ اِسْحٰقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّيْنَا مَعَ النَّبِيِّ(ص) نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ اَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا، ثُمَّ صُرِفَهُ نَحْوَ الْقِبْلَةِ ـ

৪১৪০ মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র) ..... বারা (ইব্‌ন আযিব) (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী (সা)-এর সঙ্গে ষোল অথবা সতের মাস যাবত (মদীনাতে) বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে নামায আদায় করেছি। তারপর আল্লাহ্ তাঁকে কা'বার দিকে ফিরিয়ে দেন।

٢٢٧٢ . بَابُ قَوْلِهِ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ شَطْرَهُ تِلْقَاؤُهُ

২২৭২. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ যেখান হতেই তুমি বের হওনা কেন মসজিদুল হারামের দিকে মুখ ফিরাও। এ নিশ্চয় তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে প্রেরিত সত্য। তোমরা যা কর, সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ অনবহিত নন (২ ঃ ১৪৯)। শাতরাহু (شَطْرَهُ) অর্থ সেই দিকে।

٤١٤١ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دِيْنَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ بَيْنَا النَّاسُ فِي الصُّبْحِ بِقُبَاءٍ اِذْ جَاءَ هُمْ رَجُلٌ فَقَالَ اُنْزِلَ اللَّيْلَةَ قُرْاٰنٌ فَاُمِرَ اَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ فَاسْتَقْبِلُوْهَا وَاسْتَدَارُوْا كَهَيْئَتِهِمْ فَتَوَجَّهُوْا اِلَى الْكَعْبَةِ ، وَكَانَ وَجْهُ النَّاسِ اِلَى الشَّامِ ـ

৪১৪১ মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র) ..... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা কুবা মসজিদে সাহাবীগণ ফজরের নামাযে রত ছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে বলল, আজ রাতে [নবী (সা)-এর প্রতি] কুরআনের আয়াত নাযিল হয়েছে, তাতে নবী (সা)-কে কা'বার দিকে মুখ ফিরাতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অতএব আপনারা সেদিকে মুখ ফিরিয়ে নিন। তখন তারা আপন আপন অবস্থায় মুখ ফিরিয়ে নেন এবং কা'বার দিকে মুখ করেন। সে সময় তাদের মুখ সিরিয়ার দিকে ছিল।

banglainternet.com

٢٢٧٣ . بَابُ قَوْلِهِ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ اِلَى قَوْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ

২২৭৩. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ এবং তুমি যেখান হতেই বের হও না কেন মসজিদুল হারামের দিকে মুখ ফিরাও এবং তোমরা যেখানেই থাকনা কেন তার দিকে মুখ ফিরাবে, যাতে তোমরা সৎ পথে পরিচালিত হতে পার (২ ঃ ১৫০)

٤١٤٢ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ بَيْنَمَا النَّاسُ فِىْ صَلاَةِ الصُّبْحِ بِقُبَاءٍ اِذْ جَاءَهُمْ اٰتٍ فَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) قَدْ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ وَقَدْ اُمِرَ اَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ فَاسْتَقْبِلُوْهَا ، وَكَانَتْ وُجُوْهُهُمْ اِلَى الشَّامِ ، فَاسْتَدَارُوْا اِلَى الْقِبْلَةِ ـ

৪১৪২. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) ..... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা কুবাতে সাহাবীগণ ফজরের নামাযে রত ছিলেন, এমতাবস্থায় জনৈক আগন্তুক এসে বলল, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি আজ রাতে কুরআনের আয়াত নাযিল হয়েছে এবং তাকে কা'বার দিকে মুখ ফিরানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অতএব আপনারাও সেদিকে মুখ ফিরান। তাদের মুখ তখন সিরিয়ার দিকে ছিল। এরপর তারা কা'বার দিকে ফিরে গেলেন।

٢٢٧٤ . بَابُ قَوْلِهِ اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَاِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ شَعَائِرُ عَلاَمَاتٍ وَاحِدَاتُهَا شَعِيْرَةٌ وَقَالَ مِنْ عَبَّاسٍ الصَّفْوَانُ الْحَجَرُ ، وَيُقَالُ الْحِجَارَةُ الْمُلْسُ الَّتِىْ لاَ تُنْبِتُ شَيْئًا ، وَالْوَاحِدَةُ صَفْوَانَةٌ بِمَعْنَى الصَّفَا وَالصَّفَا لِلْجَمِيْعِ

২২৭৪. অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত। অতএব যে কেউ কা'বাগৃহে হজ্জ কিংবা উমরা সম্পন্ন করে এই দু'টির মধ্যে সায়ী (যাতায়াত) করলে তার কোন পাপ নেই। এবং কেউ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৎ কাজ করলে আল্লাহ্ তো পুরস্কারদাতা, সর্বজ্ঞ (২ ঃ ১৫৮)। শাআয়ির (شَعَائِرُ) শারাতুনের বহু বচন। অর্থ নিদর্শন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, সাফওয়ান অর্থ পাথর; বলা হতো এমন পাথর যা কিছু উৎপন্ন করে না। একবচনে صَفْوَانَةٌ হয়ে থাকে। ব্যবহৃত হয় صَفًا বহুবচনে।

٤١٤٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ (ص) وَاَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيْثُ السِّنِّ اَرَاَيْتِ قَوْلَ اللّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ، فَمَا اَرٰى عَلٰى اَحَدٍ شَيْئًا اَنْ لاَ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ،

banglainternet.com

فَقَالَتْ عَائِشَةُ كَلاَّ لَوْ كَانَتْ كَمَا تَقُوْلُ كَانَتْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ لاَ يَطَّوَّفَ بِهِمَا اِنَّمَا اُنْزِلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ فِى الْاَنْصَارِ كَانُوْا يُهِلُّوْنَ لِمَنَاةَ ، وَكَانَتْ مَنَاةُ حَذْوَ قُدَيْدٍ وَكَانُوا يَتَحَرَّجُوْنَ اَنْ يَطُوْفُوْا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَلَمَّا جَاءَ الْاِسْلاَمُ سَاَلُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) عَنْ ذٰلِكَ ، فَاَنْزَلَ اللّٰهُ : اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ـ

৪১৪৩ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র) ..... উরওয়া (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী (সা)-এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম আর আমি সে সময় অল্প বয়স্ক ছিলাম।

মহান আল্লাহ্র বাণী اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ এ আয়াত সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? "সাফা এবং মারওয়া পর্বতদ্বয় আল্লাহ্ তা'আলার নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত। কাজেই যে বায়তুল্লাহর হজ্জ বা উমরা করার ইচ্ছা করে তার জন্য উভয় পর্বতের মধ্যে সায়ীকরণে কোন দোষ নেই।" (২ ঃ ১৫৮) আমি মনে করি উক্ত দুই পর্বত সায়ী নাকরণে কোন ব্যক্তির উপর গুনাহ্ বর্তাবে না। তখন আয়েশা (রা) বললেন, কখনই এরূপ নয়। তুমি যা বলছ যদি তাই হত তাহলে বলা হত এভাবে فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا —"উভয় পর্বত তাওয়াফ না করায় কোন গুনাহ্ বর্তাবে না। বস্তুত এই আয়াত নাযিল হয়েছে আনসারদের শানে। তারা 'মানাত'-এর পূজা করত। আর 'মানাত' ছিল কুদায়েদের পথে অবস্থিত। আনসারগণ সাফা এবং মারওয়ার মধ্যে সায়ী করা মন্দ জানতো। ইসলামের আগমনের পর তারা এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করল। তখন আল্লাহ্ উক্ত আয়াত নাযিল করেন।

٤١٤٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ سَاَلْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ . فَقَالَ كُنَّا نَرٰى اَنَّهُمَا مِنْ اَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ . فَلَمَّا كَانَ الْاِسْلاَمُ اَمْسَكْنَا عَنْهُمَا فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى : اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ اِلٰى قَوْلِهِ اَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ـ

৪১৪৪ মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ (র) ..... আসিম ইব্ন সুলায়মান (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আনাস ইব্ন মালিক (রা)-কে সাফা ও মারওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, আমরা ঐ দু'টিকে জাহেলী যুগের প্রথা বলে বিবেচনা করতাম। এরপর যখন ইসলাম আসলো, তখন আমরা উভয়ের মধ্যে সায়ী করা থেকে বিরত থাকি। তখন উক্ত আয়াত নাযিল হয়।

٢٢٧٥ . بَابُ قَوْلِهِ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَنْدَادًا اَضْدَادًا وَاحِدُهَا نِدٌّ

২২৭৫. অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ তথাপি কেউ কেউ আল্লাহ্ ছাড়া অপরকে আল্লাহ্র সমকক্ষরূপে গ্রহণ করে (২ ঃ ১৬৫)। এখানে اَنْدَادًا শব্দের অর্থ সমকক্ষ ও বরাবর। এর একবচন نِدٌّ (নিদ্দুন)।

banglainternet.com

٤١٤٥ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ اَبِىْ حَمْزَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ (ص) كَلِمَةً وَقُلْتُ اُخْرٰى قَالَ النَّبِىُّ (ص) مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَدْعُوْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ نِدًّا دَخَلَ النَّارَ ، وَقُلْتُ اَنَا : مَنْ مَاتَ وَهُوَ لَا يَدْعُوْ لِلّٰهِ نِدًّا دَخَلَ الْجَنَّةَ ـ

৪১৪৫ আবদান (র) ..... 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা) একটি কথা বললেন, আর আমি আর একটি বললাম। নবী (সা) বললেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ছাড়া অন্যকে তাঁর সমকক্ষ স্থাপন করতঃ মৃত্যুবরণ করে, সে জাহান্নামে যাবে। আর আমি বললাম, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক ও সমকক্ষ স্থাপন না করা অবস্থায় মারা যায়, (তখন তিনি বললেন) সে জান্নাতে যাবে।

٢٢٧٦ . بَابُ قَوْلِهِ يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلٰى اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ اِلٰى قَوْلِهِ عَذَابٌ اَلِيْمٌ عُفِىَ تُرِكَ

২২৭৬. অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ হে মু'মিনগণ! নিহতদের ব্যাপারে তোমাদের জন্য কিসাসের১ বিধান দেয়া হয়েছে। স্বাধীন ব্যক্তির বদলে স্বাধীন ব্যক্তি, ক্রীতদাসের বদলে ক্রীতদাস ও নারীর বদলে নারী, কিন্তু তার ভাইয়ের পক্ষ হতে কিছুটা ক্ষমা প্রদর্শন করা হলে যথাযথ বিধির অনুসরণ করা ও সততার সাথে তার দেয় আদায় বিধেয়। এ হল তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে ভার লাঘব ও অনুগ্রহ। এরপরও যে সীমালংঘন করে তার জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রয়েছে (২ ঃ ১৭৮)। 'উফিয়ার (عُفِىَ) অর্থ পরিত্যাগ করে

٤١٤٦ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِىُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرٌو قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ كَانَ فِىْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ الْقِصَاصُ وَلَمْ تَكُنْ فِيْهِمُ الدِّيَةُ فَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى لِهٰذِهِ الْاُمَّةِ : كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلَى اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰى فَمَنْ عُفِىَ لَهُ مِنْ اَخِيْهِ شَىْءٌ فَالْعَفْوُ اَنْ يَقْبَلَ الدِّيَةَ فِى الْعَمْدِ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَدَاءٌ اِلَيْهِ بِاِحْسَانٍ يَتْبَعُ بِالْمَعْرُوْفِ وَيُؤَدِّىْ بِاِحْسَانٍ ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ مِمَّا كُتِبَ عَلٰى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ اَلِيْمٌ قَتَلَ بَعْدَ قَبُوْلِ الدِّيَةِ ـ

৪১৪৬ হুমায়দী (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়ে কিসাস প্রথা চালু ছিল কিন্তু দিয়াত২ তাদের মধ্যে চালু ছিল না। অনন্তর আল্লাহ্ তা'আলা এ উম্মতের জন্য এ আয়াত নাযিল করেন ঃ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ الخ উল্লিখিত আয়াতে আলআফ্‌ব (اَلْعَفْوُ) -এর অর্থ

banglainternet.com

১. কেউ কাউকে হত্যা করলে তার বিনিময়ে হত্যা করার বিধানকে কিসাস বলে।
২. হত্যার শাস্তি ক্ষমা করে দেওয়ার বিনিময়ে গৃহীত ক্ষতিপূরণের অর্থকে দিয়াত বলা হয়।

ইচ্ছাকৃত হত্যার বিনিময়ে দিয়াত গ্রহণ করে কিসাস ক্ষমা করে দেওয়া। "ফাত্তবাউন বিল মারুফি ওয়া আদাউন ইলাহি বি ইহসানিন' অর্থাৎ এ ব্যাপারে যথাযথ বিধির অনুসরণ করবে এবং সততার সাথে দিয়াত আদায় করে দেবে। তোমাদের প্রতি অবধারিতভাবে আরোপিত কেবল কিসাস হতে তোমাদের প্রতি দিয়াত ব্যবস্থা আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে তোমাদের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ ও হ্রাস ও লঘু শাস্তির বিধান। দিয়াত কবূল করার পরও যদি হত্যা করে তাহলে তার জন্য কঠিন শাস্তি রয়েছে।

٤١٤٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ اَنَّ اَنَسًا حَدَّثَتْهُمْ عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ كِتَابُ اللّٰهِ الْقِصَاصُ.

৪১৪৭ মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ আনসারী (র) ..... আনাস (রা) তাদের কাছে নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আল্লাহ্‌র কিতাবেই কিসাসের নির্দেশ রয়েছে।

٤١٤٨ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُنِيْرٍ سَمِعَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ بَكْرٍ السَّهْمِيَّ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ الرُّبَيِّعَ عَمَّتَهُ كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ فَطَلَبُوْا اِلَيْهَا الْعَفْوَ فَاَبَوْا ، فَعَرَضُوْا الْاَرْشَ فَاَبَوْا فَاَتَوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) وَاَبَوْا اِلاَّ الْقِصَاصَ ، فَاَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) بِالْقِصَاصِ، فَقَالَ اَنَسُ بْنُ النَّضْرِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَتُكْسَرُ ثَنِيَّةُ الرُّبَيِّعِ لاَ وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لاَ تُكْسَرُ ثَنِيَّتُهَا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) يَا اَنَسُ كِتَابُ اللّٰهِ الْقِصَاصُ فَرَضِيَ الْقَوْمُ فَعَفَوْا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اِنَّ مِنْ عِبَادِ اللّٰهِ مَنْ لَوْ اَقْسَمَ عَلَى اللّٰهِ لاَبَرَّهُ .

৪১৪৮ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুনীর (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, আনাসের ফুফু রুবাঈ জনৈক বাঁদির সামনের দাঁত ভেঙ্গে ফেলে। এরপর বাঁদির কাছে রুবাঈয়ের লোকেরা ক্ষমাপ্রার্থী হলে বাঁদির লোকেরা অস্বীকার করে। তখন তাদের কাছে দিয়াত পেশ করা হল, তখন তা তারা গ্রহণ করল না। অগত্যা তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা) সমীপে এসে ঘটনা জানাল। কিন্তু বাঁদির লোকেরা কিসাস ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণ করতে অস্বীকার করল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) কিসাসের নির্দেশ দিলেন। তখন আনাস ইব্‌ন নযর (রা) নিবেদন করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! রুবাঈয়ের সামনের দাঁত ভেঙ্গে দেয়া হবে? না যে সত্তা আপনাকে সত্য ধর্ম নিয়ে প্রেরণ করেছেন তাঁর শপথ, তাঁর দাঁত ভাঙ্গা হবে না। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, হে আনাস! আল্লাহ্‌র কিতাবই কিসাসের নির্দেশ দেয়। এরপর বাঁদির সম্প্রদায় রাযী হয়ে যায় এবং রুবাঈ'কে ক্ষমা করে দেয়। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ আল্লাহ্‌র বান্দাদের মধ্যে এমন লোকও আছে যিনি আল্লাহ্‌র নামে শপথ করেন, আল্লাহ্ তা পূরণ করেন।

٢٢٧٧ . بَابُ يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ

banglainternet.com

২২৭৭. অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ হে মু'মিনগণ! তোমাদের জন্য সিয়ামের বিধান দেয়া

হল, যেমন বিধান তোমাদের পূর্ববর্তিগণকে দেয়া হয়েছিল, যাতে তোমরা সাবধান হয়ে চলতে পার (২ ঃ ১৮৩)

٤١٤٩ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنِىْ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ عَاشُوْرَاءُ يَصُوْمُهُ اَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ ، فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ قَالَ مَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَصُمْهُ ـ

৪১৪৯ মুসাদ্দাদ (র) ..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জাহেলী যুগের লোকেরা আশুরার রোযা পালন করত। এরপর যখন রমযানের রোযার বিধান অবতীর্ণ হল, তখন নবী (সা) বললেন, যার ইচ্ছা সে আশুরার রোযা পালন করতে পারে আর যে চায় সে পালন না-ও করতে পারে।

٤١٥٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا كَانَ عَاشُوْرَاءُ يُصَامُ قَبْلَ رَمَضَانَ ، فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ قَالَ مَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ اَفْطَرَ ـ

৪১৫০ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রমযানের রোযা অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে আশুরার রোযা পালন করা হত। এরপর যখন রমযানের রোযার বিধান অবতীর্ণ হল, তখন নবী (সা) বললেন, যে ইচ্ছা করে সাওমে 'আশুরা পালন করবে, আর যে চায় সে রোযা পালন করবে না।

٤١٥١ حَدَّثَنَا مَحْمُوْدٌ اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ دَخَلَ عَلَيْهِ الْاَشْعَثُ وَهُوَ يَطْعَمُ فَقَالَ اَلْيَوْمُ عَاشُوْرَاءُ فَقَالَ كَانَ يُصَامُ قَبْلَ اَنْ يَنْزِلَ رَمَضَانُ ، فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ تُرِكَ فَادْنُ فَكُلْ ـ

৪১৫১ মাহমূদ (ইব্ন গায়লান) (র) ..... আবদুল্লাহ্ (ইব্ন মাসঊদ) (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তাঁর নিকট 'আশ'আস (রা) আসেন। এ সময় ইব্ন মাস'ঊদ (রা) পানাহার করছিলেন। তখন আশ'আছ (রা) বললেন, আজকে তো 'আশুরা। তিনি বললেন, রমযানের রোযার বিধান নাযিল হওয়ার পূর্বে 'আশুরার রোযা পালন করা হত। যখন রমযান নাযিল হল তখন তা পরিত্যাগ করা হয়েছে। এস, তুমিও খাও।

٤١٥٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا يَحْيٰى حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبِىْ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ يَوْمُ عَاشُوْرَاءَ تَصُوْمُهُ قُرَيْشٌ فِى الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ النَّبِىُّ (ص) يَصُوْمُهُ فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ صَامَهُ وَاَمَرَ بِصِيَامِهِ فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ كَانَ رَمَضَانُ الْفَرِيْضَةَ وَتُرِكَ عَاشُوْرَاءُ فَكَانَ مَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَصُمْهُ ـ

banglainternet.com

৪১৫২ মুহাম্মদ ইব্নুল মুসান্না ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জাহেলী যুগে কুরাইশগণ

আশুরার দিন রোযা পালন করত ঃ নবী (সা)-ও সে রোযা পালন করতেন ঃ যখন তিনি মদীনায় হিজরত করলেন তখনও তিনি সে রোযা পালন করতেন এবং অন্যদেরকেও তা পালনের নির্দেশ দিতেন। এরপর যখন রমযানের ফরয রোযার হুকুম নাযিল হল তখন আশুরার রোযা ছেড়ে দেয়া হল। এরপর যে চাইত সে উক্ত রোযা পালন করত আর যে চাইত পালন করত না।

٢٢٧٨ . بَابُ قَوْلِهِ أَيَّامًا مَّعْدُوْدَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا أَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ، وَقَالَ عَطَاءٌ يُفْطِرُ مِنَ الْمَرَضِ كُلِّهِ كَمَا قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَقَالَ الْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيْمُ فِي الْمَرِيْضِ وَالْحَامِلِ إِذَا خَافَتَا عَلٰى أَنْفُسِهِمَا أَوْ وَلَدِهِمَا تُفْطِرَانِ ثُمَّ تَقْضِيَانِ ، وَأَمَّا الشَّيْخُ الْكَبِيْرُ إِذَا لَمْ يُطِقِ الصِّيَامَ فَقَدْ أَطْعَمَ أَنَسٌ بَعْدَ مَا كَبِرَ عَامًا أَوْ عَامَيْنِ ، كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِيْنًا خُبْزًا وَلَحْمًا وَأَفْطَرَ ، قِرَاءَةُ الْعَامَّةِ يُطِيْقُوْنَهُ وَهُوَ أَكْثَرُ

২২৭৮. অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ (রোযা ফরয করা হয়েছে তা) নির্দিষ্ট কয়েক দিনের জন্য। তোমাদের মধ্যে কেউ পীড়িত হলে বা সফরে থাকলে অন্য সময় এ সংখ্যা পূরণ করে নিতে হবে। আর তা যাদের সাতিশয় কষ্ট দেয়, তাদের কর্তব্য এর পরিবর্তে ফিদয়া[১] একজন অভাবগ্রস্তকে খাদ্য দান করা। যদি কেউ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৎকাজ করে তবে তা তার পক্ষে অধিক কল্যাণকর। যদি তোমরা উপলব্ধি করতে তবে বুঝতে যে রোযা পালন করাই তোমাদের জন্য অধিকতর ফলপ্রসূ (২ ঃ ১৮৪)

ইমাম 'আতা (র) বলেন, সর্বপ্রকার রোগেই রোযা ভঙ্গ করা যাবে। যেমন আল্লাহ্ বলেছেন। পক্ষান্তরে ইমাম হাসান ও ইবরাহীম (র) বলেন, স্তন্যদাত্রী এবং গর্ভবতী স্ত্রীলোক যখন নিজ প্রাণ অথবা তাদের সন্তানের জীবনের প্রতি হুমকির আশংকা করে তখন তারা উভয়ে রোযা ভঙ্গ করতে পারবে। পরে তা আদায় করে নিতে হবে। অতিবৃদ্ধ ব্যক্তি যখন রোযা পালনে অক্ষম হয়ে পড়ে (তখন ফিদ্‌য়া আদায় করবে।) আনাস (রা) বৃদ্ধ হওয়ার পর এক বছর অথবা দু'বছর প্রতিদিন এক দরিদ্র ব্যক্তিকে রুটি ও গোশ্‌ত খেতে দিতেন এবং রোযা ছেড়ে দিতেন। অধিকাংশ লোকের কিরআত হল- يُطِيْقُوْنَهُ অর্থাৎ যারা রোযার সামর্থ্য রাখে, এবং সাধারণত এরূপই পড়া হয়।

٤١٥٣ حَدَّثَنِيْ إِسْحٰقُ أَخْبَرَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ إِسْحٰقَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ عَنْ عَطَاءٍ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقْرَأُ وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَيْسَتْ بِمَنْسُوْخَةٍ هُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيْرُ وَالْمَرْأَةُ الْكَبِيْرَةُ لَا يَسْتَطِيْعَانِ أَنْ يَصُوْمَا ، فَلْيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِيْنًا ـ

banglainternet.com

১. ফিদয়া—একদিনের রোযার পরিবর্তে একজন মিসকীনকে দুবেলা পেট ভরে খেতে দেয়া।

৪১৫৩ ইসহাক (র)...আতা (র) থেকে বর্ণিত, ইব্ন আব্বাস (রা)-কে পড়তে শুনেছেন وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ অর্থাৎ যাদের প্রতি রোযার বিধান আরোপ করা হয়েছে অথচ তারা এর সমর্থ নয়। তাদের প্রতি একজন মিসকীনকে খানা খাওয়ানোই ফিদ্‌য়া। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, এ আয়াত রহিত হয়নি। এর হুকুম সেই অতিবৃদ্ধ পুরুষ ও স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যারা রোযা পালনে সামর্থ্য রাখে না তখন প্রত্যেকদিনের রোযার পরিবর্তে একজন মিসকীনকে পেট ভরে আহার করাবে।

٢٢٧٩ . بَابُ قَوْلِهِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

২২৭৯. অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা এ মাস পাবে তারা যেন এ মাসে রোযা পালন করে (২ ঃ ১৮৫)

٤١٥٤ حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّهُ قَرَاَ فِدْيَةٌ طَعَامُ مَسَاكِيْنَ قَالَ هِيَ مَنْسُوْخَةٌ ـ

৪১৫৪ আইয়্যাশ ইব্নুল ওয়ালিদ (র) ..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি পাঠ করতেন فِدْيَةٌ طَعَامُ مَسَاكِيْنَ রাবী বলেন, এ আয়াত فَمَنْ شَهِدَ الخ আয়াত দ্বারা রহিত হয়ে গেছে।

٤١٥٥ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ يَزِيْدَ مَوْلَى سَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ عَنْ سَلَمَةَ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ ، كَانَ مَنْ اَرَادَ اَنْ يُفْطِرَ وَيَفْتَدِيَ ، حَتّٰى نَزَلَتِ الْاٰيَةُ الَّتِيْ بَعْدَهَا فَنَسَخَتْهَا قَالَ اَبُوْ عَبْدُ اللّٰهِ مَاتَ بُكَيْرٌ قَبْلَ يَزِيْدَ ـ

حَدَّثَنَا اَبُوْ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُجَاهِدٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ كَانَ يَقْرَاُ وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ يَقُوْلُ وَعَلَى الَّذِيْنَ يُحَمَّلُوْنَ قَالَ هُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيْرُ الَّذِيْ لاَ يُطِيْقُ الصَّوْمَ اُمِرَ اَنْ يُطْعِمَ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِيْنًا قَالَ وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا يَقُوْلُ وَمَنْ زَادَ وَاَطْعَمَ اَكْثَرَ مِنْ مِسْكِيْنٍ فَهُوَ خَيْرٌ ـ

৪১৫৫ কুতায়বা (র) ..... সালাম ইব্ন আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হল এবং যারা রোযা পালনের সামর্থ্য রাখে তারা একজন মিসকীনকে ফিদ্‌য়াস্বরূপ আহার্য দান করবে। তখন যে ইচ্ছা রোযা ভঙ্গ করত এবং তার পরিবর্তে ফিদ্‌য়া প্রদান করত। এরপর পরবর্তী আয়াত নাযিল হয় এবং পূর্বোক্ত আয়াতের হুকুম রহিত করে দেয়। আবূ আবদুল্লাহ্ (র) বলেন, ইয়াযীদের পূর্বে বুকায়র মারা যান।

আবূ মামার মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত, ইব্ন আব্বাস (রা) এ আয়াত এভাবে তিলাওয়াত করতেন وَعَلَى الَّذِيْنَ يُحَمَّلُوْنَهُ তিনি বলতেন, وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ —যাদের প্রতি রোযার বোঝা

banglainternet.com

চাপানো হয়েছে (আর সে হলো অতিবৃদ্ধ যে রোযা পালনে অসমর্থ। তাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে সে প্রতিদিন একজন মিসকীনকে খাদ্য দান করবে। আর وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا স্বতঃস্ফূর্তভাবে অতিরিক্ত নেক কাজ করবে তা তার জন্য উত্তম। ইব্ন 'আব্বাস (রা) বলেন, যে ব্যক্তি অতিরিক্ত করে এবং নির্ধারিত সংখ্যক মিসকীনদের অধিক জনকে খাদ্যদান করে তা তার জন্য কল্যাণকর হবে।

٢٢٨٠ . بَابُ قَوْلِهِ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوْ هُنَّ وَابْتَغُوْا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ

২২৮০. অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ রোযার রাত্রে তোমাদের জন্য স্ত্রীসম্ভোগ বৈধ করা হয়েছে। তারা তোমাদের পরিচ্ছদ এবং তোমরা তাদের পরিচ্ছদ। আল্লাহ্ জানতেন, তোমরা নিজেদের প্রতি অবিচার করছিলে। এরপর তিনি তোমাদের প্রতি ক্ষমাশীল হলেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করলেন। সুতরাং এখন তোমরা তাদের সাথে সংগত হও এবং আল্লাহ্ যা তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন তা কামনা কর (২ ঃ ১৮৭)

٤١٥٦ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا شُرَيْحُ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا نَزَلَ صَوْمُ رَمَضَانَ كَانُوا لَا يَقْرَبُونَ النِّسَاءَ رَمَضَانَ كُلَّهُ وَكَانَ رِجَالٌ يَخُونُونَ أَنْفُسَهُمْ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ -

৪১৫৩ উবায়দুল্লাহ ও আহমদ ইবন উসমান (র) .... বারা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রমযানের রোযার হুকুম নাযিল হলো তখন মুসলিমরা গোটা রমযান মাস স্ত্রী-সম্ভোগ থেকে বিরত থাকতেন আর কিছু সংখ্যক লোক এ ব্যাপারে নিজেদের উপরে (স্ত্রী-সম্ভোগ করে) অবিচার করে বসে তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَهُ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ الاية -"আল্লাহ জানতেন যে, তোমরা নিজেদের প্রতি অবিচার করছিলে। এরপর তিনি তোমাদের প্রতি ক্ষমাশীল হন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করেন। সুতরাং এখন তোমরা তাদের সাথে সঙ্গত হও এবং আল্লাহ যা তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন তা কামনা কর (২ ঃ ১৮৭)

٢٢٨١ . بَابُ قَوْلِهِ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوْ هُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ إِلَى قَوْلِهِ تَتَّقُوْنَ الْعَاكِفُ الْمُقِيمُ

banglainternet.com

২২৮১. অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ আর তোমরা পানাহার কর যতক্ষণ রাত্রের কৃষ্ণরেখা হতে

উষার শুভ্ররেখা স্পষ্টরূপে তোমাদের নিকট প্রতিভাত না হয়। এরপর নিশাগমন পর্যন্ত রোযা পূর্ণ কর। তোমরা মসজিদে ইতিকাফরত অবস্থায় তাদের সাথে সংগত হয়ো না। এগুলো আল্লাহর সীমারেখা। সুতরাং এগুলোর নিকটবর্তী হয়ো না। এভাবে আল্লাহ তার নির্দেশাবলি মানবজাতির জন্য সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন, যাতে তারা সাবধান হয়ে চলতে পারে (২ ঃ ১৮৭)

আল আকিফু- (اَلْعَاكِفُ) অর্থ (اَلْمُقِيْمُ) অবস্থানকারী।

٤١٥٧ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ حُصَيْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيٍّ قَالَ اَخَذَ عَدِيٌّ عِقَالاً اَبْيَضَ وَعِقَالاً اَسْوَدَ ، حَتّٰى كَانَ بَعْضُ اللَّيْلِ نَظَرَ فَلَمْ يَسْتَبِيْنَا فَلَمَّا اَصْبَحَ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ جَعَلْتُ تَحْتَ وِسَادَتِيْ قَالَ اِنَّ وِسَادَكَ اِذًا لَعَرِيْضٌ اِنْ كَانَ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ وَالْاَسْوَدُ تَحْتَ وِسَادَتِكَ ـ

৪১৫৭ মূসা ইবন ইসমাঈল (র) ..... 'আদী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি (আদী) একটি সাদা ও একটি কালো সুতা সঙ্গে রাখলেন। কিছু রাত অতিবাহিত হলে খুলে দেখলেন কিন্তু তার কাছে সাদা কালোর কোন ব্যবধান স্পষ্ট হলো না। যখন সকাল হলো তখন তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমি আমার বালিশের নিচে (সাদা ও কালো রংয়ের দুটি সুতা) রেখেছিলাম এবং তিনি রাতের ঘটনাটি উল্লেখ করলেন। তখন নবী (সা) বললেন, তোমার বালিশ তাহলে বেশ চওড়া ছিল, যদি কালো ও সাদা সুতা তোমার বালিশের নিচে থেকে থাকে।[১]

٤١٥٨ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، مَا الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ، اَهُمَا الْخَيْطَانِ قَالَ اِنَّكَ لَعَرِيْضُ الْقَفَا اِنْ اَبْصَرْتَ الْخَيْطَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ لاَ : بَلْ هُوَ سَوَادُ اللَّيْلِ وَبَيَاضُ النَّهَارِ ـ

৪১৫৮ কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) ..... আদী ইবন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! (আল্লাহর বাণীতে) الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ সাদা সুতা কালো সুতা থেকে বের হয়ে আসার অর্থ কি ? আসলে কি ঐ দুটি সুতা ? তিনি উত্তর দিলেন, তুমি অবশ্য চওড়া পিঠ ও পশ্চাৎ বিশিষ্ট দু'টি সুতা দেখতে। তারপর তিনি বললেন, তা নয় বরং এ হলো রাতের অন্ধকার ও দিনের শুভ্রতা।

٤١٥٩ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ مَرْيَمَ حَدَّثَنَا اَبُوْ غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ وَاُنْزِلَتْ : وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ وَلَمْ يَنْزِلْ مِنَ الْفَجْرِ ،

১. কুরআন পাকে কালো ও সাদা সুতা দ্বারা সুবহি কাজিব ও সুবহি সাদিক বোঝানো হয়েছে। আকাশে কালো রেখা থেকে যখন সাদা রেখা স্পষ্ট হয়ে উঠে তখন পর্যন্ত সাহরির সময়। সাহাবী আদী (রা) একে সত্যিকার সুতা মনে করেছেন এজন্য রাসূল (সা) তার বর্ণনা শুনে মজা করে এই কথা বলেছেন যে, গোটা পূর্বাকাশ যদি তোমার বালিশের নিচে রেখে থাক তবে সে বালিশ তো বেশ চওড়াই ছিল।

banglainternet.com

وَكَانَ رِجَالٌ اِذَا اَرَادُوا الصَّوْمَ رَبَطَ اَحَدُهُمْ فِيْ رِجْلَيْهِ الْخَيْطَ الاَبْيَضَ وَالْخَيْطَ الاَسْوَدَ ، وَلاَ يَزَالُ يَاْكُلُ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُ رُوْيَتُهُمَا ، فَاَنْزَلَ اللّٰهُ بَعْدَهُ مِنَ الْفَجْرِ، فَعَلِمُوْا اَنَّمَا يَعْنِى اللَّيْلَ مِنَ النَّهَارِ۔

৪১৫৯ ইব্ন আবূ মারয়াম (র) ..... সাহল ইব্ন সা'আদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا ..... اَلاَسْوَدِ এ আয়াত যখন নাযিল হয় তখন مِنَ الْفَجْرِ 'ফজর হতে' কথাটি নাযিল হয়নি। তাই লোকেরা রোযা পালনের ইচ্ছা করলে তখন তাদের কেউ কেউ দুই পায়ে সাদা ও কালো রঙের সুতা বেঁধে রাখতো। এরপর ঐ দুই সুতা পরিষ্কারভাবে দেখা না যাওয়া পর্যন্ত তারা পানাহার করতো। তখন আল্লাহ্ তা'আলা পরে مِنَ الْفَجْرِ শব্দটি নাযিল করেন। এতে লোকেরা জানতে পারেন যে, এ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো রাত ও দিন।

٢٢٨٢ . بَابُ قَوْلِهِ : وَلَيْسَ الْبِرُّ بِاَنْ تَاْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ ظُهُوْرِهَا وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقٰى وَاْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ اَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

২২৮২. অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ পশ্চাদদিক দিয়ে তোমাদের গৃহে প্রবেশ করাতে কোন পুণ্য নেই, কিন্তু পুণ্য আছে কেউ তাকওয়া অবলম্বন করলে। সুতরাং তোমরা সামনের দরজা দিয়ে গৃহে প্রবেশ কর, তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার (২ ঃ ১৮৯)

٤١٦٠ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كَانُوْا اِذَا اَحْرَمُوْا فِى الْجَاهِلِيَّةِ اَتَوُا الْبَيْتَ مِنْ ظَهْرِهِ ، فَاَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِاَنْ تَاْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ ظُهُوْرِهَا وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقٰى وَاْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ اَبْوَابِهَا ۔

৪১৬০ উবায়দুল্লাহ ইব্ন মূসা (র) ..... বারা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জাহেলীযুগে যখন লোকেরা ইহ্রাম বাঁধত, (এ সময়ে বাড়িতে আসার প্রয়োজন দেখা দিলে) তারা পেছনের দরজা দিয়ে ঘরে প্রবেশ করত। তখন আল্লাহ্ তা'আলা وَلَيْسَ الْبِرُّ الخ আয়াত নাযিল করেন।

٢٢٨٣ . بَابُ قَوْلِهِ وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لاَ تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَيَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ فَاِنِ انْتَهَوْا فَلاَ عُدْوَانَ اِلاَّ عَلَى الظّٰلِمِيْنَ

২২৮৩. অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকবে যাবত ফিতনা দূরীভূত না হয় এবং আল্লাহ্র দীন প্রতিষ্ঠিত না হয়। যদি তারা বিরত হয় তবে জালিমদের ব্যতীত আর কাউকেও আক্রমণ করা চলবে না (২ ঃ ১৯৩)

banglainternet.com

٤١٦١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ

عَنْهُمَا أَتَاهُ رَجُلاَنِ فِي فِتْنَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ فَقَالاَ إِنَّ النَّاسَ صَنَعُوا وَأَنْتَ ابْنُ عُمَرَ وَصَاحِبُ النَّبِيِّ (ص) فَمَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَخْرُجَ ؟ فَقَالَ يَمْنَعُنِي أَنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ دَمَ أَخِي . فَقَالاَ أَلَمْ يَقُلِ اللّٰهُ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ . فَقَالَ قَاتَلْنَا حَتَّى لَمْ تَكُنْ فِتْنَةٌ . وَكَانَ الدِّينُ لِلّٰهِ . وَأَنْتُمْ تُرِيدُونَ أَنْ تُقَاتِلُوا حَتَّى تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِغَيْرِ اللّٰهِ . وَزَادَ عُثْمَانُ ابْنُ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي فُلاَنٌ وَحَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَمْرٍو الْمَعَافِرِيِّ أَنَّ بُكَيْرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَهُ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ رَجُلاً أَتَى ابْنَ عُمَرَ قَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ مَا حَمَلَكَ عَلَى أَنْ تَحُجَّ عَامًا وَتَعْتَمِرَ عَامًا وَتَتْرُكَ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ . قَدْ عَلِمْتَ مَا رَغَّبَ اللّٰهُ فِيهِ . قَالَ يَا ابْنَ أَخِي بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ : إِيمَانٍ بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ . وَالصَّلاَةِ الْخَمْسِ . وَصِيَامِ رَمَضَانَ . وَأَدَاءِ الزَّكَاةِ . وَحَجِّ الْبَيْتِ قَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَلاَ تَسْمَعُ مَا ذَكَرَ اللّٰهُ فِي كِتَابِهِ : وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا إِلَى أَمْرِ اللّٰهِ . قَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ قَالَ فَعَلْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّٰهِ (ص) وَكَانَ الإِسْلاَمُ قَلِيلاً . فَكَانَ الرَّجُلُ يُفْتَنُ فِي دِينِهِ إِمَّا قَتَلُوهُ وَإِمَّا يُعَذِّبُوهُ حَتَّى كَثُرَ الإِسْلاَمُ فَلَمْ تَكُنْ فِتْنَةٌ . قَالَ فَمَا قَوْلُكَ فِي عَلِيٍّ وَعُثْمَانَ قَالَ أَمَّا عُثْمَانُ فَكَانَ اللّٰهُ عَفَا عَنْهُ وَأَمَّا أَنْتُمْ فَكَرِهْتُمْ أَنْ تَعْفُوا عَنْهُ . وَأَمَّا عَلِيٌّ فَابْنُ عَمِّ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ وَخَتَنُهُ . وَأَشَارَ بِيَدِهِ . فَقَالَ هٰذَا بَيْتُهُ حَيْثُ تَرَوْنَ .

৪১৬১ মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) .... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তাঁর কাছে দুই ব্যক্তি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়রকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট ফিতনার সময় আগমন করল এবং বলল, লোকেরা সব ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে আর আপনি 'উমর (রা)-এর পুত্র এবং নবী (সা)-এর সাহাবী ! কি কারণে আপনি বের হন না ? তিনি উত্তর দিলেন আমাকে নিষেধ করেছে এই কথা—'নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা আমার ভাইয়ের রক্ত হারাম করেছে। তারা দু'জন বললেন, আল্লাহ্ কি এ কথা বলেননি যে, তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ কর যাবত না ফিতনার অবসান ঘটে। তখন ইব্‌ন 'উমর (রা) বললেন, আমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছি যাবত না ফিতনার অবসান ঘটেছে এবং দীনও আল্লাহ্‌র জন্য হয়ে গেছে। আর তোমরা ফিতনা প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধ করার ইচ্ছা করছ আর যেন আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের জন্য দীন হয়ে গেছে।

উসমান ইব্‌ন সালিহ ইব্‌ন ওহাব (র) সূত্রে নাফে (র) থেকে কিছু বাড়িয়ে বলেন যে, এক ব্যক্তি ইব্‌ন উমর (রা)-এর নিকট এসে বলল, হে আবূ আবদুর রহমান ! কি কারণে আপনি একবছর হজ্জ করেন এবং একবছর উমরা করেন অথচ আপনি আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ পরিত্যাগ করেছেন ? আপনি পরিজ্ঞাত আছেন যে, আল্লাহ্ এ বিষয়ে জিহাদ সম্পর্কে কিভাবে উদ্বুদ্ধ করেছেন। ইব্‌ন উমর (রা) বললেন, হে ভাতিজা, ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে পাঁচটি বস্তুর উপর : আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সা)-এর প্রতি ঈমান আনা, পাঁচ ওয়াক্ত নামায প্রতিষ্ঠা, রমযানের রোযা পালন, যাকাত প্রদান এবং বায়তুল্লাহ্‌র হজ্জ উদযাপন। তখন সে ব্যক্তি বলল, হে আবূ আবদুর রহমান ! আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কিতাবে কি বর্ণনা করেছেন তা কি আপনি শুনেননি ? وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا.......حَتَّى

banglainternet.com

تَكُوْنَ فِتْنَةٌ অর্থাৎ মু'মিনদের দু'দল দ্বন্দ্বে লিপ্ত হলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিবে। এরপর তাদের একদল অপর দলকে আক্রমণ করলে তোমরা আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে যতক্ষণ না তারা আল্লাহ্‌র নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। যদি তারা ফিরে আসে—তবে তাদের মধ্যে ন্যায়ের সাথে ফায়সালা করবে এবং সুবিচার করবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ সুবিচারকারীদের ভালোবাসেন। (৪৯ ঃ ৯)

قَاتَلُوا الاٰيَةَ (এ আয়াতগুলো শ্রবণ করার পর) ইব্‌ন উমর (রা) বললেন, আমরা এ কাজ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যুগে করেছি এবং তখন ইসলামের অনুসারীর দল স্বল্পসংখ্যক ছিল। যদি কোন লোক দীন সম্পর্কে ফিতনায় নিপতিত হত তখন হয় তাকে হত্যা করা হত অথবা শাস্তি প্রদান করা হত। এভাবে ইসলামের অনুসারীর সংখ্যা বেড়ে গেল। তখন আর কোন ফিতনা রইল না। সে ব্যক্তি বলল, আলী ও উসমান (রা) সম্পর্কে আপনার অভিমত কি ? তিনি বললেন, উসমান (রা)-কে তো আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমা করেছেন অথচ তোমরা তাকে ক্ষমা করা পছন্দ কর না। আর আলী (রা)—তিনি তো রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চাচাতো ভাই এবং তাঁর জামাতা। তিনি নিজ হাত দ্বারা ইশারা করে বললেন, এই তো তার ঘর [রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ঘরের কাছে] যেমন তোমরা দেখতে পাচ্ছ।

٢٢٨٤ . بَابُ قَوْلِهِ وَاَنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلاَ تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ وَاَحْسِنُوْا اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ، التَّهْلُكَةُ وَالْهَلاَكُ وَاحِدٌ

২২৮৪. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় কর এবং তোমরা নিজের হতে নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করো না। তোমরা সৎকাজ কর, আল্লাহ্ সৎকর্মপরায়ণ লোককে ভালবাসেন (২ ঃ ১৯৫)। আয়াতে উল্লিখিত التَّهْلُكَةُ ও الْهَلاَكُ একই অর্থে ব্যবহৃত।

٤١٦٢ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ اَخْبَرَنَا النَّضْرُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ ، وَاَنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلاَ تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ ، قَالَ نَزَلَتْ فِي النَّفَقَةِ

৪১৬২ ইসহাক (র) ..... হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত যে, এ আয়াত আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করা সম্পর্কে নাযিল হয়েছে।

٢٢٨٥ . بَابُ قَوْلِهِ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضًا اَوْ بِهِ اَذًى مِنْ رَاْسِهِ

২২৮৫. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ তোমাদের মধ্যে যদি কেউ পীড়িত হয় কিংবা মাথায় ক্লেশ থাকে তবে রোযা কিংবা সাদকা অথবা কুরবানীর দ্বারা তার ফিদ্‌য়া দিবে (২ ঃ ১৯৬)

٤١٦٣ حَدَّثَنَا اٰدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْاَصْبَهَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مَعْقِلٍ قَالَ قَعَدْتُ اِلَى كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ فِيْ هٰذَا الْمَسْجِدِ يَعْنِيْ مَسْجِدَ الْكُوْفَةِ فَسَاَلْتُهُ عَنْ فِدْيَةٍ مِنْ صِيَامٍ فَقَالَ حُمِلْتُ اِلَى النَّبِيِّ (ص) وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلٰى وَجْهِيْ ، فَقَالَ مَا كُنْتُ اُرٰى اَنَّ الْجَهْدَ قَدْ بَلَغَ بِكَ هٰذَا اَمَا تَجِدُ شَاةً ؟

banglainternet.com

قُلْتُ لاَ، قَالَ صُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِيْنَ لِكُلِّ مِسْكِيْنٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ طَعَامٍ ، وَاحْلِقْ رَأْسَكَ ، فَنَزَلَتْ فِيَّ خَاصَّةً ، وَهِيَ لَكُمْ عَامَّةً ـ

৪১৬৩ আদম ..... আবদুল্লাহ ইব্‌ন মা'কিল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কা'ব ইব্‌ন উজরা-এর নিকট এই কূফার মসজিদে বসে থাকাকালে রোযার ফিদ্‌য়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, আমার চেহারায় উকুন ছড়িয়ে পড়া অবস্থায় আমাকে নবী (সা)-এর কাছে আনা হয়। তিনি তখন বললেন, আমি মনে করি যে, এতে তোমার কষ্ট হচ্ছে। তুমি কি একটি বকরী যোগাড় করতে পার? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, তুমি তিনদিন রোযা পালন কর অথবা ছয়জন দরিদ্রকে খাদ্য প্রদান কর। প্রতিটি দরিদ্রকে অর্ধ সা' খাদ্য প্রদান করতে হবে এবং তোমার মাথার চুল কামিয়ে ফেল। তখন আমার সম্পর্কে বিশেষভাবে আয়াত নাযিল হয়। তবে তা তোমাদের সকলের জন্য প্রযোজ্য।

٢٢٨٦ . بَابُ قَوْلِهِ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ

২২৮৬. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি হজ্জের প্রাক্কালে 'উমরা দ্বারা লাভবান হতে চায়, সে সহজলভ্য কুরবানী করবে (২ ঃ ১৯৬)

٤١٦٤ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عِمْرَانَ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أُنْزِلَتْ آيَةُ الْمُتْعَةِ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَفَعَلْنَاهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ (ص) وَلَمْ يُنْزِلْ قُرْآنٌ يُحَرِّمُهُ وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا حَتَّى مَاتَ قَالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ ـ

৪১৬৪ মুসাদ্দাদ (র) ..... ইমরান ইব্‌ন হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তামাত্তুর[১] আয়াত আল্লাহ্‌র কিতাবে নাযিল হয়েছে। এরপর আমরা নবী (সা)-এর সঙ্গে তা আদায় করেছি। এবং একে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে কুরআনের কোন আয়াত নাযিল হয়নি। এবং নবী (সা) ইন্তিকাল পর্যন্ত তা থেকে নিষেধও করেনি। এখন যে তা নিষেধ করতে চায় তা হচ্ছে তার নিজস্ব অভিমত।

٢٢٨٧ . بَابُ قَوْلِهِ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ

২২৮৭. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ সন্ধান করাতে তোমাদের কোন পাপ নেই (২ ঃ ১৯৮)

٤١٦٥ حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَتْ عُكَاظُ وَمَجَنَّةُ وَذُو الْمَجَازِ أَسْوَاقًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَتَأَثَّمُوا أَنْ يَتَّجِرُوا فِي الْمَوَاسِمِ، فَنَزَلَتْ : لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ فِي مَوَاسِمِ الْحَجِّ ـ

banglainternet.com

১. তামাত্তু—হজ্জের প্রকার বিশেষ। প্রথমে উমরার ইহ্‌রাম বেঁধে উমরা আদায় করা এবং ইহ্‌রাম ছেড়ে পুনরায় হজ্জের জন্য নতুন করে ইহ্‌রাম বাঁধা।

৪১৬৫ মুহাম্মদ (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উকায, মাজান্না এবং যুল-মাজায নামক তিনটি স্থানে জাহেলী যুগে বাজার ছিল। কুরাইশগণ তথায় হজ্জের মওসুমে ব্যবসা করতে যেত। তাই মুসলিমগণ সেখানে যাওয়া দোষ মনে করত। তাই এ আয়াত নাযিল হয়।

٢٢٨٨ . بَابُ ثُمَّ اَفِيْضُوْا مِنْ حَيْثُ اَفَاضَ النَّاسُ

২২৮৮. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ এরপর অন্যান্য লোক যেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করে তোমরাও সে স্থান থেকে প্রত্যাবর্তন করবে (২ ঃ ১৯৯)

٤١٦٦ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَازِمٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا كَانَتْ قُرَيْشٌ وَمَنْ دَانَ دِيْنَهَا يَقِفُوْنَ بِالْمُزْدَلِفَةِ وَكَانُوْا يُسَمُّوْنَ الْحُمْسَ وَكَانَ سَائِرُ الْعَرَبِ يَقِفُوْنَ بِعَرَفَاتٍ فَلَمَّا جَاءَ الْاِسْلَامُ اَمَرَ اللّٰهُ نَبِيَّهُ (ص) اَنْ يَاْتِيَ عَرَفَاتٍ ثُمَّ يَقِفَ بِهَا ثُمَّ يُفِيْضَ مِنْهَا ، فَذٰلِكَ قَوْلُهُ تَعَالٰى : ثُمَّ اَفِيْضُوْا مِنْ حَيْثُ اَفَاضَ النَّاسُ ـ

৪১৬৬ আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, কুরাইশ এবং যারা তাদের দীনের অনুসারী ছিল তারা (হজ্জের সময়) মুযদালাফায় অবস্থান করত। আর কুরাইশগণ নিজেদের সাহসী ও ধর্মে অটল বলে অভিহিত করত এবং অপরাপর আরবগণ আরাফাতে অবস্থান করত। এরপর যখন ইসলামের আগমন হল, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবী (সা)-কে আরাফাতে ওকুফের এবং এরপর সেখান থেকে প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ দিলেন। ثُمَّ اَفِيْضُوْا الخ আয়াতে সেদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

٤١٦٧ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ اَبِيْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ اَخْبَرَنِيْ كُرَيْبٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ يَطُوْفُ الرَّجُلُ بِالْبَيْتِ مَا كَانَ حَلَالاً حَتّٰى يُهِلَّ بِالْحَجِّ ، فَاِذَا رَكِبَ اِلٰى عَرَفَةَ فَمَنْ تَيَسَّرَ لَهُ هَدِيَّةٌ مِنَ الْاِبِلِ اَوِ الْبَقَرِ اَوِ الْغَنَمِ مَا تَيَسَّرَ لَهُ مِنْ ذٰلِكَ اَيُّ ذٰلِكَ شَاءَ غَيْرَ اَنْ لَمْ يَتَيَسَّرْ لَهُ فَعَلَيْهِ ثَلاَثَةُ اَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَذٰلِكَ قَبْلَ يَوْمِ عَرَفَةَ فَاِنْ كَانَ اٰخِرُ يَوْمٍ مِنَ الْاَيَّامِ الثَّلاَثَةِ يَوْمَ عَرَفَةَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ ثُمَّ لِيَنْطَلِقْ حَتّٰى يَقِفَ بِعَرَفَاتٍ مِنْ صَلاَةِ الْعَصْرِ اِلٰى اَنْ يَكُوْنَ الظَّلاَمُ ثُمَّ لِيَدْفَعُوْا مِنْ عَرَفَاتٍ اِذَا اَفَاضُوْا مِنْهَا حَتّٰى يَبْلُغُوْا جَمْعًا الَّذِيْ يَبِيْتُوْنَ بِهِ ثُمَّ لِيَذْكُرِ اللّٰهَ كَثِيْرًا ، وَاَكْثِرُوْا التَّكْبِيْرَ وَالتَّهْلِيْلَ قَبْلَ اَنْ تُصْبِحُوْا ، ثُمَّ اَفِيْضُوْا فَاِنَّ النَّاسَ كَانُوْا يُفِيْضُوْنَ ، وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى ثُمَّ اَفِيْضُوْا مِنْ حَيْثُ اَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ ، حَتّٰى تَرْمُوا الْجَمْرَةَ ـ

banglainternet.com

৪১৬৭ মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ বকর (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তামাত্তু আদায়কারী ব্যক্তি উমরা আদায়ের পরে যত দিন হালাল অবস্থায় থাকবে ততদিন বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ করবে। তারপর হজ্জের জন্য ইহ্‌রাম বাঁধবে। এরপর যখন আরাফাতে যাবে তখন উট, গরু, ছাগল প্রভৃতি যা মুহারিমের জন্য সহজলভ্য হয় তা মীনাতে কুরবানী করবে। আর যে কুরবানীর সঙ্গতি রাখে না সে হজ্জের দিনসমূহের মধ্যে তিনটি রোযা পালন করবে। আর তা আরাফার দিবসের পূর্বে হতে হবে। আর তিন দিনের শেষ দিন যদি আরাফার দিন হয়, তবে তাতে কোন দোষ নেই। তারপর আরাফাত ময়দানে যাবে এবং সেখানে নামাযে আসর হতে সূর্যাস্তের অন্ধকার পর্যন্ত ওকূফ (অবস্থান) করবে। এরপর আরাফা হতে প্রত্যাবর্তন করে মুযদালাফায় পৌঁছে সেখানে নেকী হাসিলের কাজ করতে থাকবে এবং অধিক পরিমাণে আল্লাহ্‌র যিক্‌র করবে। সেখানে ফজর হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তাকবীর ও তাহলীল পাঠ করবে। এরপর (মীনার দিকে) প্রত্যাবর্তন করবে যেভাবে অন্যান্য লোক প্রত্যাবর্তন করে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, "এরপর প্রত্যাবর্তন কর সেখান হতে, যেখান হতে লোকজন প্রত্যাবর্তন করে এবং আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর, নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমাশীল, দয়াময়।" তারপর জমরাতুল উকাবায় প্রস্তর নিক্ষেপ করবে।

٢٢٨٩ . بَابُ قَوْلِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُوْلُ رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ

২২৮৯. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ এবং তাদের মধ্যে যারা বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের দুনিয়াতে কল্যাণ দান করুন এবং আখিরাতেও কল্যাণ দান করুন এবং আমাদের অগ্নি যন্ত্রণা হতে রক্ষা করুন (২ ঃ ২০১)

٤١٦٨ حَدَّثَنَا اَبُوْ مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ (ص) يَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ـ

৪১৬৮ আবূ মা'মার (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সা) এই বলে দোয়া করতেন, اَللّٰهُمَّ.....وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ـ -"হে আমাদের রব! আমাদের দুনিয়াতে কল্যাণ দান করুন এবং আখিরাতেও কল্যাণ দান করুন এবং আমাদের জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করুন।" (২ ঃ ২০১)

٢٢٩٠ . بَابُ قَوْلِهِ وَهُوَ اَلَدُّ الْخِصَامِ ، وَقَالَ عَطَاءٌ النَّسْلُ الْحَيَوَانُ

২২৯০. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ প্রকৃতপক্ষে সে কিন্তু ঘোর বিরোধী (২ ঃ ২০৪)। النَّسْلُ অর্থ হল– الْحَيَوَانُ জানোয়ার।

banglainternet.com

٤١٦٩ حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ تَرْفَعُهُ قَالَ اَبْغَضُ

الـرِّجَالِ اِلَي الـلّٰهِ الْاَلَدُّ الْخَصِمُ وَقَالَ عَبْدُ الـلّٰهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِى ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ اَبِى مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِىِّ (ص) ـ

৪১৬৯ কাবীসা (র) .... আয়েশা (রা) নবী(সা) থেকে বর্ণনা করেন, নবী (সা) বলেন, আল্লাহ্‌র নিকট ঘৃণিত মানুষ হচ্ছে অতিরিক্ত ঝগড়াটে ব্যক্তি। আবদুল্লাহ বলেন, আমার কাছে সুফিয়ান হাদীস বর্ণনা করেন, সুফিয়ান বলেন আমার কাছে ইব্‌ন জুরায়জ ইব্‌ন আবূ মুলায়কা হতে আয়েশা (রা) সূত্রে নবী (সা) থেকে এই মর্মে বর্ণনা করেছেন।

٢٢٩١ . بَابُ قَوْلِهِ اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوْا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَاْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَاْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ اِلَى قَرِيْبٍ

২২৯১. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ তোমরা কি মনে কর যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, যদিও এখনও তোমাদের কাছে তোমাদের পূর্ববর্তীদের অবস্থা আসেনি? অর্থসঙ্কট ও দুঃখ-ক্লেশ তাদের স্পর্শ করেছিল এবং তারা ভীত ও কম্পিত হয়েছিল। এমন কি রাসূলুল্লাহ (সা) এবং তাঁর সাথে ঈমান আনয়নকারিগণ বলে উঠেছিল, 'আল্লাহ্‌র সাহায্য কখন আসবে? হ্যাঁ, হ্যাঁ, আল্লাহ্‌র সাহায্য নিকটেই (২ ঃ ২১৪)

٤١٧٠ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى اَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ اَبِى مُلَيْكَةَ يَقُوْلُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا حَتّٰى اِذَا اسْتَيْئَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوْا اَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوْا خَفِيْفَةً ذَهَبَ بِهَا هُنَاكَ وَتَلَا حَتّٰى يَقُوْلَ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهُ مَتٰى نَصْرُ اللّٰهِ اَلَا اِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ ، فَلَقِيْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ فَذَكَرْتُ لَهُ ذٰلِكَ فَقَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ مَعَاذَ اللّٰهِ مَا وَعَدَ اللّٰهُ وَرَسُوْلَهُ مِنْ شَىْءٍ قَطُّ ، اِلَّا عَلِمَ اَنَّهُ كَائِنٌ قَبْلَ اَنْ يَمُوْتَ ، وَلٰكِنْ لَمْ يَزَلِ الْبَلَاءُ بِالرُّسُلِ ، حَتّٰى خَافُوْا اَنْ يَكُوْنَ مَنْ مَعَهُمْ يُكَذِّبُوْنَهُمْ ، فَكَانَتْ تَقْرَؤُهَا وَظَنُّوْا اَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوْا مُثَقَّلَةً ـ

৪১৭০ ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মূসা (র) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আল্লাহ্‌র বাণী ঃ "অবশেষে যখন রাসূলগণ নিরাশ হলেন এবং লোকেরা ভাবলো যে, রাসূলগণকে মিথ্যা আশ্বাস দেয়া হয়েছে (১২ ঃ ১১০), তখন ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) এই আয়াতসহ সূরা বাকারার আয়াতের শরণাপন্ন হন ও তিলাওয়াত করেন, যেমন ঃ حَتّٰى يَقُوْلَ الرَّسُوْلُ .... نَصْرَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ এমন কি রাসূল (সা) এবং তাঁর সাথে ঈমান আনয়নকারিগণ বলে উঠেছিল—আল্লাহ্‌র সাহায্য কখন আসবে? হ্যাঁ, হ্যাঁ, আল্লাহ্‌র সাহায্য নিকটেই। (২ ঃ ২১৪)

banglainternet.com

রাবী বলেন, এরপর আমি 'উরওয়া ইব্‌ন যুবায়রের সাথে সাক্ষাৎ করে তাকে এ সম্পর্কে অবহিত করি, তখন তিনি বলেন যে, আয়েশা (রা) বলেছেন, আমি আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় চাচ্ছি, আল্লাহ্‌র কসম,

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূলের নিকট যেসব অঙ্গীকার করেছেন, তিনি জানতেন যে তা তাঁর মৃত্যুর পূর্বেই বাস্তবে পরিণত হবে। কিন্তু রাসূলগণের প্রতি সমূহ বিপদ-আপদ নিপতিত হতে থাকবে ; এমনকি তারা আশঙ্কা করবে যে, সঙ্গী-সাথীরা তাঁদেরকে মিথ্যুক প্রতিপন্ন করবে। এ প্রসঙ্গে আয়েশা (রা) এ আয়াত পাঠ করতেন- وَظَنُّوْا اَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوْا —তারা ভাবল যে, তারা তাদেরকে মিথ্যুক সাব্যস্ত করবে।

٢٢٩٢ . بَابُ قَوْلِهِ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ الْاٰيَةَ

২২৯২. অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ তোমাদের স্ত্রী তোমাদের শস্যক্ষেত্র। অতএব তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছা গমন করতে পার। পূর্বাহ্নে তোমরা তোমাদের জন্য কিছু করো এবং আল্লাহ্কে ভয় করো। আর জেনে রেখো যে, তোমরা আল্লাহ্র সম্মুখীন হতে যাচ্ছ এবং মু'মিনগণকে সুসংবাদ দাও (২ ঃ ২২৩)

٤١٧١ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ اَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ اَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اِذَا قَرَأَ الْقُرْاٰنَ لَمْ يَتَكَلَّمْ حَتّٰى يَفْرُغَ مِنْهُ ، فَاَخَذْتُ عَلَيْهِ يَوْمًا فَقَرَأَ سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ حَتّٰى انْتَهٰى اِلٰى مَكَانٍ قَالَ تَدْرِيْ فِيْمَا اُنْزِلَتْ ؟ قُلْتُ لاَ ، قَالَ اُنْزِلَتْ فِيْ كَذَا وَكَذَا ثُمَّ مَضٰى * وَعَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ حَدَّثَنِيْ اَيُّوْبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ فَاْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ قَالَ يَاْتِيْهَا فِيْ * رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ـ

৪১৭১ ইসহাক (র) ..... নাফি (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইব্ন উমর (রা) যখন কুরআন তিলাওয়াত করতেন তখন কুরআন তিলাওয়াত হতে অবসর না হয়ে কোন কথা বলতেন না। একদা আমি সূরা বাকারা পাঠ করা অবস্থায় তাঁকে পেলাম। পড়তে পড়তে এক স্থানে তিনি পৌঁছলেন। তখন তিনি বললেন, তুমি জান, কি উপলক্ষে এ আয়াত নাযিল হয়েছে? আমি বললাম, না। তিনি তখন বললেন, অমুক অমুক ব্যাপারে আয়াত নাযিল হয়েছে। তারপর আবার তিনি তিলাওয়াত করতে থাকেন। আবদুস সামাদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার কাছে হাদীস বর্ণনা করেন আমার পিতা, তিনি বলেন, আমার কাছে হাদীস বর্ণনা করেন আইয়ুব, তিনি নাফি' থেকে আর নাফি' ইব্ন উমর (রা) থেকে। فَاْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ -অতএব তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছা গমন করতে পার (২ ঃ ২২৩)। রাবী বলেন, স্ত্রীলোকের পশ্চাৎ দিক দিয়ে সহবাস করতে পারে। মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সাঈদ তাঁর পিতা থেকে, তিনি উবায়দুল্লাহ্ থেকে, তিনি নাফি' থেকে এবং তিনি ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন।

٤١٧٢ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ سَمِعْتُ جَابِرًا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَتِ الْيَهُوْدُ تَقُوْلُ اِذَا جَامَعَهَا مِنْ وَرَائِهَا جَاءَ الْوَلَدُ اَحْوَلَ ، فَنَزَلَتْ : نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَاْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ ـ

banglainternet.com

৪১৭২ আবূ নু'আইম (র) ..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইহুদীরা বলত যে, যদি কেউ স্ত্রীর পেছন দিক থেকে সহবাস করে তাহলে সন্তান টেরা চোখের হয়। তখন (তাদের এ ধারণা রদ করে) نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ আয়াত অবতীর্ণ হয়।

٢٢٩٣ . بَابُ قَوْلِهِ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ

২২৯৩. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ তোমরা যখন স্ত্রীদেরকে তালাক দাও এবং তারা তাদের ইদ্দতকাল পূর্ণ করে তবে স্ত্রীগণ নিজেদের স্বামীদেরকে বিয়ে করতে চাইলে তোমরা তাদের বাধা দিও না (যদি তারা পরস্পর সম্মত হয়) (২ ঃ ২৩২)

٤١٧٣ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ رَاشِدٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ قَالَ كَانَتْ لِيْ أُخْتٌ تُخْطَبُ إِلَيَّ * قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ إِبْرَاهِيْمُ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الْحَسَنِ حَدَّثَنِيْ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ أُخْتَ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا، فَتَرَكَهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَخَطَبَهَا فَأَبَى مَعْقِلٌ فَنَزَلَتْ : فَلاَ تَعْضُلُوْهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ-

৪১৭৩ উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন সাঈদ (র) ..... মা'কিল ইব্‌ন ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার এক বোনের বিয়ের পয়গাম আমার নিকট পেশ করা হয়। আবূ আবদুল্লাহ্ (র) বলেন যে, ইবরাহীম (র) ইউনুস (র) থেকে, তিনি হাসান বসরী (র) থেকে এবং তিনি মা'কিল ইব্‌ন ইয়াসার (র) থেকে বর্ণনা করেছেন। আবূ মা'মার (র).....হাসান (রা) থেকে বর্ণিত যে, মা'কিল ইব্‌ন ইয়াসার (রা)-এর বোনকে তার স্বামী তালাক দিয়ে তারপর পৃথক করে রাখে। যখন 'ইদ্দত পালন পূর্ণ হয় তখন তার স্বামী তাকে আবার পয়গাম পাঠায়। মা'কিল (রা) অমত পোষণ করে তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। فَلاَ تَعْضُلُوْهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ "তারা তাদের স্বামীর সাথে পুনরায় বিধিমত বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হতে চাইলে তাদের তোমরা বাধা দিও না। (২ ঃ ২৩২)

٢٢٩٤ . بَابُ قَوْلِهِ وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، إِلَى بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ، يَعْفُوْنَ يَهَبْنَ

২২৯৪. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রী রেখে মৃত্যুমুখে পতিত হয় তাদের স্ত্রীগণ চার মাস দশ দিন প্রতীক্ষায় থাকবে। যখন তারা তাদের 'ইদ্দতকাল পূর্ণ করবে তখন যথাবিধি নিজেদের জন্য যা করবে তাতে তোমাদের কোন অপরাধ নেই। তোমরা যা কর আল্লাহ্ সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত (২ ঃ ২৩৪)

banglainternet.com

٤١٧٤ حَدَّثَنَا اُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ حَبِيْبٍ عَنِ ابْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ، قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ قُلْتُ لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا قَالَ قَدْ نَسَخَتْهَا الْاٰيَةُ الْاُخْرٰى فَلِمْ تَكْتُبُهَا اَوْ تَدَعُهَا ، قَالَ يَا ابْنَ اَخِىْ لاَ اُغَيِّرُ شَيْئًا مِنْهُ مِنْ مَكَانِهِ ـ

৪১৭৪ উমাইয়া (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি উসমান ইব্ন 'আফ্ফান (রা)-কে উক্ত আয়াত সম্পর্কে বললাম যে, এ আয়াত তো অন্য আয়াত দ্বারা মানসূখ (রহিত) হয়ে গেছে। অতএব উক্ত আয়াত আপনি মুসহাফে লিখেছেন, (অথবা রাবী বলেন) কেন বর্জন করছেন না, তখন তিনি [উসমান (রা)] বললেন, হে ভাতিজা আমি মুসহাফের স্থান থেকে কোন জিনিস পরিবর্তন করব না।

٤١٧٥ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا شِبْلٌ عَنِ ابْنِ اَبِىْ نَجِيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا ، قَالَ كَانَتْ هٰذِهِ الْعِدَّةُ تَعْتَدُّ عِنْدَ اَهْلِ زَوْجِهَا وَاجِبٌ ، فَاَنْزَلَ اللّٰهُ : وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا وَّصِيَّةً لِاَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا اِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ اِخْرَاجٍ فَاِنْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا فَعَلْنَ فِىْ اَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوْفٍ ، قَالَ جَعَلَ اللّٰهُ لَهَا تَمَامَ السَّنَةِ سَبْعَةَ اَشْهُرٍ وَ عِشْرِيْنَ لَيْلَةً وَصِيَّةً ، اِنْ شَاءَتْ سَكَنَتْ فِىْ وَصِيَّتِهَا ، وَاِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ ، وَهُوَ قَوْلُ اللّٰهِ تَعَالٰى : غَيْرَ اِخْرَاجٍ فَاِنْ خَرَجْنَ فَلاَجُنَاحَ عَلَيْكُمْ ، فَالْعِدَّةُ كَمَا هِىَ وَاجِبٌ عَلَيْهَا زَعَمَ ذٰلِكَ عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَقَالَ عَطَاءٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَسَخَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ عِدَّتُهَا عِنْدَ اَهْلِهَا فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ وَهُوَ قَوْلُ اللّٰهِ تَعَالٰى : غَيْرَ اِخْرَاجٍ قَالَ عَطَاءٌ اِنْ شَاءَتِ اعْتَدَّتْ عِنْدَ اَهْلِهِ وَسَكَنَتْ فِىْ وَصِيَّتِهَا ، وَاِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ لِقَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا فَعَلْنَ ، قَالَ عَطَاءٌ ثُمَّ جَاءَ الْمِيْرَاثُ فَنَسَخَ السُّكْنٰى فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ وَلاَ سُكْنٰى لَهَا وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنِ ابْنِ اَبِىْ نَجِيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ بِهٰذَا * وَعَنِ ابْنِ اَبِىْ نَجِيْحٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَسَخَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ عِدَّتُهَا فِىْ اَهْلِهَا فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ لِقَوْلِ اللّٰهِ غَيْرَ اِخْرَاجٍ نَحْوَهُ ـ

৪১৭৫ ইসহাক (র) ..... মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا এ আয়াতে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর পরিবারে থেকে ইদ্দত পালন করা ওয়াজিব। আয়াতে উল্লিখিত يُعْفُوْنَ শব্দের অর্থ يَهَبْنَ দান করে। অনন্তর আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন ঃ وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا وَّصِيَّةً لِاَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا اِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ اِخْرَاجٍ فَاِنْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا فَعَلْنَ فِىْ اَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوْفٍ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ —"তোমাদের মধ্যে সপত্নীক অবস্থায় যাদের মৃত্যু আসন্ন তারা যেন তাদের স্ত্রীদের গৃহ হতে বহিষ্কার না করে তাদের এক বছরের ভরণ-পোষণেরও ওসীয়ত করে। কিন্তু যদি তারা বের হয়ে যায়

banglainternet.com

তবে বিধিমত নিজেদের জন্য তারা যা করবে তাতে তোমাদের কোন পাপ নেই। আল্লাহ্ পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়। (২ ঃ ২৪০)

রাবী বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা স্ত্রীর জন্য পূর্ণ বছর সতের মাস এবং বিশ রজনী নির্ধারিত করেছেন ওসীয়ত হিসেবে। সে ইচ্ছা করলে তার ওসীয়তে থাকতে পারে, ইচ্ছা করলে বের হয়েও যেতে পারে। এ কথারই ইঙ্গিত করে আল্লাহ্র বাণী ঃ غَيْرَ اِخْرَاجٍ فَاِنْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ মোটকথা যেভাবেই হোক স্ত্রীর উপর 'ইদ্দত পালন করা ওয়াজিব। মুজাহিদ থেকে এরূপই জানা গেছে। কিন্তু ইমাম আতা বলেন যে ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, এই আয়াত স্ত্রীর প্রতি তার স্বামীর বাড়িতে 'ইদ্দত পালন করার হুকুম রহিত করে দিয়েছে। সুতরাং স্ত্রী যথেচ্ছা 'ইদ্দত পালন করতে পারে। আল্লাহ্র এই বাণীর দলীল বলে ঃ غَيْرَ اِخْرَاجٍ ইমাম আতা বলেন, স্ত্রী ইচ্ছা করলে স্বামীর পরিজনের নিকট 'ইদ্দত পালন করতে পারে এবং তার ওসীয়ত থাকতে পারে অথবা তথা হতে চলেও যেতে পারে। فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ -এর আয়াতের মর্মানুসারে।

ইমাম আতা (র) বলেন, তারপর মিরাস বা উত্তরাধিকারের হুকুম وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হল। সুতরাং ঘর ও বাসস্থানের নির্দেশ রহিত হয়ে যায়। কাজেই যথেচ্ছা স্ত্রী 'ইদ্দত পালন করতে পারে। আর তার জন্য ঘরের বা বাসস্থানের দাবি অগ্রাহ্য।

মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হাদীস বর্ণনা করেন আমার নিকট ওরাকা' ইব্ন আবী নাজীহ্ থেকে আর তিনি মুজাহিদ থেকে এ সম্পর্কে। এবং আরও আবূ নাজীহ্ আতা থেকে এবং তিনি ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, এই আয়াত স্ত্রীর 'ইদ্দত পালন স্বামীর বাড়িতে ইদ্দত পালন করার হুকুম রহিত করে দেয়। সুতরাং স্ত্রী যথেচ্ছা 'ইদ্দত পালন করতে পারে। আল্লাহ্র এই বাণী ঃ غَيْرَ اِخْرَاجٍ এবং তদনুরূপ আয়াত এর দলীল মুতাবিক।

٤١٧٦ حَدَّثَنَا حِبَّانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ جَلَسْتُ اِلَى مَجْلِسٍ فِيْهِ عُظْمٌ مِنَ الْاَنْصَارِ وَفِيْهِمْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اَبِيْ لَيْلٰى ، فَذَكَرْتُ حَدِيْثَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ فِيْ شَأْنِ سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ وَلٰكِنَّ عَمَّهُ كَانَ لاَ يَقُوْلُ ذٰلِكَ ، فَقُلْتُ اِنِّيْ لَجَرِيْءٌ اِنْ كَذَبْتُ عَلٰى رَجُلٍ فِيْ جَانِبِ الْكُوْفَةِ وَرَفَعَ صَوْتَهُ ، قَالَ ثُمَّ خَرَجْتُ فَلَقِيْتُ مَالِكَ بْنَ عَامِرٍ ، اَوْ مَالِكَ بْنَ عَوْفٍ ، قُلْتُ كَيْفَ كَانَ قَوْلُ ابْنِ مَسْعُوْدٍ فِي الْمُتَوَفّٰى عَنْهَا زَوْجُهَا ، وَهِيَ حَامِلٌ فَقَالَ : قَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ اَتَجْعَلُوْنَ عَلَيْهَا التَّغْلِيْظَ وَلاَ تَجْعَلُوْنَ لَهَا الرُّخْصَةَ نَزَلَتْ سُوْرَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرٰى بَعْدَ الطُّوْلٰى وَقَالَ اَيُّوْبُ عَنْ مُحَمَّدٍ لَقِيْتُ اَبَا عَطِيَّةَ مَالِكَ بْنَ عَامِرٍ ـ

banglainternet.com

৪১৭৬ হিব্বান (র) ..... মুহাম্মদ ইব্ন সীরীন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এমন একটি জলসায় (সভায়) উপবিষ্ট ছিলাম যেখানে নেতৃস্থানীয় আনসারদের কতেক ছিলেন, এবং তাঁদের মাঝে আবদুর রহমান বিন্ আবূ লায়লা (র)-ও ছিলেন। এরপর সুবাইয়া বিন্তে হারিস (র) প্রসঙ্গে বর্ণিত আবদুল্লাহ্ বিন উত্বা (র) হাদীসটি উত্থাপন করলাম, এরপর আবদুর রহমান (র) বললেন, "পক্ষান্তরে তাঁর চাচা এ রকম বলতেন না" অনন্তর আমি বললাম, কূফায় বসবাসরত ব্যক্তিটি সম্পর্কে যদি আমি মিথ্যা বলি তবে আমি হব চরম ধৃষ্ট এবং তিনি তাঁর স্বর উঁচু করলেন, তিনি বললেন, তারপর আমি বের হলাম এবং মালিক বিন আমির (রা) মালিক ইব্ন আউফ (র)-এর সাথে আমি বললাম, গর্ভাবস্থায় বিধবা রমণীর ব্যাপারে ইব্ন মাসউদ (রা)-এর মন্তব্য কি ছিল, বললেন যে ইব্ন মাসউদ (রা) বলেছেন, তোমরা কি তার উপর কঠোরতা অবলম্বন করছ আর তার জন্যে সহজ বিধানটি অবলম্বন করছ না, সংক্ষিপ্ত "সূরা নিসাটি (সূরা ত্বালাক) দীর্ঘটির পরে অবতীর্ণ হয়েছে। আইয়ুব (র) মুহাম্মদ (র) থেকে বর্ণনা করেছেন, "আবূ আতিয়াহ মালিক বিন আমির (র)-এর সাথে আমি সাক্ষাৎ করেছিলাম।

٢٢٩٥ . بَابُ قَوْلِهِ حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطٰى

২২৯৫. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্র বাণী ঃ তোমরা নামাযের প্রতি যত্নবান হবে বিশেষত মধ্যবর্তী নামাযের (২ ঃ ২৩৮)

٤١٧٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ اَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبِيْدَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ النَّبِيُّ (ص) ح وَحَدَّثَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ هِشَامٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ عَبِيْدَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ (ص) قَالَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ حَبَسُوْنَا عَنْ صَلاَةِ الْوُسْطٰى حَتّٰى غَابَتِ الشَّمْسُ مَلأَ اللّٰهُ قُبُوْرَهُمْ وَبُيُوْتَهُمْ اَوْ اَجْوَافَهُمْ شَكَّ يَحْيٰى نَارًا ـ

৪১৭৭ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ (র) ..... আলী (রা) থেকে বর্ণিত যে নবী (সা) বলেছেন, হা. আবদুর রহমান.....আলী (রা) হতে বর্ণিত যে, নবী (সা) বলেন, খন্দক যুদ্ধের দিন কাফেরগণ আমাদের মধ্যবর্তী নামায থেকে বিরত রাখে এমনকি এ অবস্থায় সূর্য অস্তে চলে যায়। আল্লাহ্ তাদের কবর ও তাদের ঘরকে অথবা পেটকে আগুন দ্বারা পূর্ণ করুক। এখানে নবী (সা) ঘর না পেট বলেছেন তাতে ইয়াহ্ইয়া রাবীর সন্দেহ রয়েছে।

٢٢٩٦ . بَابُ قَوْلِهِ وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ مُطِيْعِيْنَ

banglainternet.com

২২৯৬. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্র বাণী ঃ এবং আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে তোমরা বিনীতভাবে দাঁড়াবে। قَانِتِيْنَ অর্থ مُطِيْعِيْنَ —অনুগত, বিনীত

٤١٧٨ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ اَبِىْ خَالِدٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ شُبَيْلٍ عَنْ اَبِىْ عَمْرٍو الشَّيْبَانِىِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِى الصَّلٰوةِ يُكَلِّمُ اَحَدُنَا اَخَاهُ فِىْ حَاجَتِهٖ حَتّٰى نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ ، فَاُمِرْنَا بِالسُّكُوْتِ ـ

৪১৭৮ মুসাদ্দাদ (র) ..... যায়িদ ইব্‌ন আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নামাযের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করতাম আর আমাদের কেউ তার ভাইয়ের প্রয়োজন প্রসঙ্গে কথা বলতেন। তখন এ আয়াত নাযিল হয় ঃ حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ তখন আমাদেরকে চুপ থাকার ও নামাযের মধ্যে কথা না বলার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়।

٢٢٩٧ . بَابُ قَوْلِهٖ فَاِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً اَوْ رُكْبَانًا فَاِذَا اَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ وَقَالَ ابْنُ جُبَيْرٍ : كُرْسِيُّهٗ عِلْمُهٗ، يُقَالُ بَسْطَةً زِيَادَةً وَفَضْلاً اَفْرِغْ اَنْزِلْ، وَلاَ يَؤُدُهٗ لاَ يُثْقِلُهٗ اَدَنِىْ اَثْقَلَنِىْ وَالْاَدُ وَالْاَيْدُ الْقُوَّةُ ، السَّنَةُ نُعَاسٌ ، يَتَسَنَّهْ يَتَغَيَّرْ ، فَبُهِتَ ذَهَبَتْ حُجَّتُهٗ، خَاوِيَةٌ لاَ اَنِيْسَ فِيْهَا ، عُرُوْشُهَا اَبْنِيَتُهَا، السَّنَةُ نُعَاسٌ، نُنْشِزُهَا نُخْرِجُهَا، اِعْصَارٌ رِيْحٌ عَاصِفٌ تَهُبُّ مِنَ الْاَرْضِ اِلَى السَّمَاءِ كَعَمُوْدٍ فِيْهِ نَارٌ * وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : صَلْدًا لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ * وَقَالَ عِكْرِمَةُ : وَابِلٌ مَطَرٌ شَدِيْدٌ ، الطَّلُّ النَّدٰى ، وَهٰذَا مَثَلُ عَمَلِ الْمُؤْمِنِ ، يَتَسَنَّهْ يَتَغَيَّرْ ـ

২২৯৭. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ যদি তোমরা আশংকা কর তবে পদচারী অথবা আরোহী অবস্থায়; যখন তোমরা নিরাপদ বোধ কর তখন আল্লাহ্‌কে স্মরণ করবে, যেভাবে তিনি তোমাদের শিক্ষা দিয়েছেন যা তোমরা জানতে না। ইব্‌ন যুবায়র (রা) বলেন, اَلْكُرْسِيُّ আল্লাহ্‌র কুরসীর অর্থ হল ঃ عِلْمُهٗ তাঁর জ্ঞান। আর بَسْطَةً অর্থ হল-অতিরিক্ত ও বেশি। اَفْرِغْ অর্থ নাযিল কর। يَؤُدُهٗ অর্থ ঃ ভারী ও বোঝা বোধ হয় না তাঁর। যেমন اَدَنِىْ অর্থ اَثْقَلَنِىْ শক্ত ও ভারী করেছে আমাকে। اَلْاَدُ وَالْاَيْدُ শব্দের অর্থ হল ঃ اَلْقُوَّةُ —শক্ত ও শক্তি। فَبُهِتَ শব্দের অর্থ হল ঃ তার দলীল-প্রমাণ শেষ হয়ে গেছে

٤١٧٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا كَانَ اِذَا سُئِلَ عَنْ صَلاَةِ الْخَوْفِ ، قَالَ يَتَقَدَّمُ الْاِمَامُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ النَّاسِ، فَيُصَلِّىْ بِهِمُ الْاِمَامُ رَكْعَةً وَتَكُوْنُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْعَدُوِّ لَمْ يُصَلُّوْا فَاِذَا صَلّٰى الَّذِيْنَ مَعَهٗ رَكْعَةً اسْتَاْخَرُوْا مَكَانَ الَّذِيْنَ لَمْ يُصَلُّوْا وَلاَ يُسَلِّمُوْنَ ، وَيَتَقَدَّمُ الَّذِيْنَ لَمْ يُصَلُّوْا فَيُصَلُّوْنَ مَعَهٗ رَكْعَةً ثُمَّ يَنْصَرِفُ الْاِمَامُ وَقَدْ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ فَيَقُوْمُ كُلُّ

banglainternet.com

وَاحِدٍ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ فَيُصَلُّوْنَ لاَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً بَعْدَ اَنْ يَنْصَرِفَ الْاِمَامُ فَيَكُوْنُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ قَدْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، فَاِنْ كَانَ خَوْفٌ هُوَ اَشَدُّ مِنْ ذٰلِكَ صَلَّوْا رِجَالاً قِيَامًا عَلٰى اَقْدَامِهِمْ اَوْ رُكْبَانًا مُسْتَقْبِلِى الْقِبْلَةِ اَوْ غَيْرَ مُسْتَقْبِلِيْهَا قَالَ مَالِكٌ قَالَ نَافِعٌ لاَ اُرٰى عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ ذَكَرَ ذٰلِكَ اِلاَّ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص)-

৪১৭৯ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র) ..... নাফি' (র) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা)-কে যখন সালাতুল খাওফ (যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুভয়ের মধ্যে নামায) প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হত তখন তিনি বলতেন, ইমাম সাহেব সামনে যাবেন এবং একদল লোকও জামাতে শামিল হবে। তিনি তাদের সঙ্গে এক রাকাত নামায আদায় করবেন এবং তাদের আর একদল জামাতে শামিল না হয়ে তাদের ও শত্রুর মাঝখানে থেকে যারা নামায আদায় করছে তাদের পাহারা দিবে। ইমামের সাথে যারা এক রাকাত নামায আদায় করেছে তারা পেছনে গিয়ে যারা এখনও নামায আদায় করেনি তাদের স্থানে দাঁড়াবে কিন্তু সালাম ফেরাবে না। যারা নামায আদায় করেনি তারা আগে বাড়বে এবং ইমামের সাথে এক রাকাত আদায় করবে। তারপর ইমাম নামায হতে অবসর গ্রহণ করবে। কেননা তিনি দু' রাকাত নামায আদায় করেছেন। এরপর উভয় দল দাঁড়িয়ে নিজে নিজে বাকি এক রাকাত ইমামের নামাযের শেষে আদায় করে নেবে। তাহলে প্রত্যেক জনেরই দু' রাকাত নামায আদায় হয়ে যাবে। আর যদি ভয়-ভীতি ভীষণতর হয় নিজে নিজে দাঁড়িয়ে অথবা যানবাহনে আরোহিত অবস্থায় কিবলার দিকে মুখ করে অসুবিধা হলে যেদিকে সম্ভব মুখ করে নামায আদায় করবে। ইমাম মালিক (র) বলেন, ইমাম নাফি' (রা) বলেন, আমি অবশ্য মনে করি ইব্ন উমর (রা) নবী (সা) থেকে শুনেই এই হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٢٢٩٨ . بَابُ قَوْلِهِ وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِاَزْوَاجِهِمْ

২২৯৮. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্র বাণী ঃ তোমাদের সপত্নীক অবস্থায় যাদের মৃত্যু আসন্ন তারা যেন তাদের স্ত্রীদের গৃহ হতে বহিষ্কার না করে তাদের ভরণ-পোষণের ওসীয়ত করে। কিন্তু যদি তারা বের হয়ে যায় তবে বিধিমত নিজেদের জন্য তারা যা করে তাতে তোমাদের কোন পাপ নেই। আল্লাহ্ পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময় (২ ঃ ২৪০)

٤١٨٠ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِى الْاَسْوَدِ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ الْاَسْوَدِ وَيَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالاَ حَدَّثَنَا حَبِيْبُ بْنُ الشَّهِيْدِ عَنِ ابْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ قَالَ قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ قُلْتُ لِعُثْمَانَ هٰذِهِ الْاٰيَةُ الَّتِىْ فِى الْبَقَرَةِ : وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا اِلٰى قَوْلِهِ غَيْرَ اِخْرَاجٍ قَدْ نَسَخَتْهَا الْاُخْرٰى فَلِمَ تَكْتُبُهَا قَالَ تَدَعُهَا يَا ابْنَ اَخِىْ اُغَيِّرُ شَيْئًا مِنْهُ مِنْ مَكَانِهِ قَالَ حُمَيْدٌ اَوْ نَحْوَ هٰذَا -

banglainternet.com

৪১৮০ আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবুল আসওয়াদ (র) ..... ইব্ন আবূ মুলায়কা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্ন যুবায়র (রা) বললেন, আমি উসমান (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম যে, সূরা বাকারার এ

আয়াতটি وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ.....غَيْرَ اِخْرَاجٍ কে তো অন্য একটি আয়াত রহিত করে দিয়েছে। তারপরও আপনি এভাবে লিখছেন কেন? জবাবে উসমান (রা) বললেন, ভ্রাতুষ্পুত্র। আমরা তা যথাস্থানে রেখে দিয়েছি। আপন স্থান থেকে কোন কিছুই আমরা পরিবর্তন করিনি। হুমাইদ (র) বললেন, "অথবা প্রায় এ রকমই উত্তর দিয়ে দিলেন।"

٢٢٩٩. بَابُ قَوْلِهِ وَاِذْ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ رَبِّ اَرِنِيْ كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتٰى

২২৯৯. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ আর যখন ইবরাহীম (আ) বললেন, হে আমার প্রতিপালক! কিভাবে তুমি মৃত্যুকে জীবিত কর তা আমাকে দেখাও (২ ঃ ২৬০)

٤١٨١ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ وَسَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) نَحْنُ اَحَقُّ بِالشَّكِّ مِنْ اِبْرَاهِيْمَ اِذْ قَالَ رَبِّ اَرِنِيْ كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتٰى قَالَ اَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلٰى وَلٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِيْ فَصُرْهُنَّ-

৪১৮১ আহমাদ ইব্‌ন সালিহ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন যে, ইবরাহীম (আ) যখন رَبِّ اَرِنِيْ كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتٰى —প্রভু! তুমি আমাকে দেখাও কেমন করে তুমি মৃতকে জীবিত কর? তখন তার তুলনায় আমার সন্দেহ পোষণের ক্ষেত্র অধিক যোগ্য ছিলাম। فَصُرْهُنَّশব্দের অর্থ হচ্ছে 'সেগুলোকে টুকরো টুকরো করুন'।

٢٣٠٠. بَابُ قَوْلِهِ : اَيَوَدُّ اَحَدُكُمْ اَنْ تَكُوْنَ لَهُ جَنَّةٌ اِلٰى قَوْلِهِ تَتَفَكَّرُوْنَ

২৩০০. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ তোমাদের কেউ কি চায় যে, তার খেজুর ও আঙ্গুরের একটি বাগান থাকে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত এবং যাতে সর্বপ্রকার ফলমূল বিরাজ করে। যখন সে ব্যক্তি বার্ধক্যে উপনীত হয় এবং তার সন্তান-সন্ততি দুর্বল, তারপর উক্ত বাগানের উপর এক অগ্নিস্ফুরা ঘূর্ণিঝড় আপতিত হয় এবং তা জ্বলে পুড়ে যায়? এভাবে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নিদর্শন তোমাদের জন্য সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন, যাতে তোমরা অনুধাবন করতে পার (২ ঃ ২৬৬)।

٤١٨٢ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ اَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ اَبِيْ مُلَيْكَةَ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ ح وَسَمِعْتُ اَخَاهُ اَبَا بَكْرِ بْنَ اَبِيْ مُلَيْكَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَوْمًا لِاَصْحَابِ النَّبِيِّ (ص) فِيْمَ تَرَوْنَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ نَزَلَتْ : اَيَوَدُّ اَحَدُكُمْ اَنْ تَكُوْنَ لَهُ جَنَّةٌ ، قَالُوْا اَللّٰهُ اَعْلَمُ فَغَضِبَ عُمَرُ فَقَالَ قُوْلُوْا نَعْلَمُ ، اَوْ لَا نَعْلَمُ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِيْ نَفْسِيْ مِنْهَا شَيْءٌ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ ، قَالَ عُمَرُ يَا ابْنَ اَخِيْ قُلْ وَلَا تَحْقِرْ نَفْسَكَ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ضُرِبَتْ مَثَلًا لِعَمَلٍ ، قَالَ عُمَرُ اَيُّ عَمَلٍ ؟ قَالَ

banglainternet.com

ابْنُ عَبَّاسٍ لِعُمَرَ، قَالَ عُمَرُ لِرَجُلٍ غَنِيٍّ يَعْمَلُ بِطَاعَةِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ بَعَثَ اللّٰهُ لَهُ الشَّيْطَانَ فَعَمِلَ بِالْمَعَاصِي حَتّٰى اَغْرَقَ اَعْمَالَهُ۔

৪১৮২ ইবরাহীম ..... উবায়দ ইব্‌ন উমায়র (রা) হতে বর্ণিত যে, একদা উমর (রা) নবী (সা)-এর সাহাবীদের জিজ্ঞাসা করলেন যে, اَيَوَدُّ اَحَدُكُمْ اَنْ تَكُوْنَ لَهُ جَنَّةٌ رَبِّهِ এ আয়াতটি যে উপলক্ষে অবতীর্ণ হয়েছে, সে ব্যাপারে আপনাদের মতামত কি? তখন তারা বললেন, আল্লাহ্‌ই জানেন। উমর (রা) এতে রেগে গিয়ে বললেন, আমরা জানি অথবা জানি না এ দুটোর একটি বল। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! এ ব্যাপারে আমার অন্তরে কিছুটা ধারণা আছে। উমর (রা) বললেন, বৎস! বলে ফেল এবং নিজেকে তুচ্ছ ভেবো না। তখন ইব্‌ন আব্বাস (রা) বললেন, এটা কর্মের দৃষ্টান্ত হিসেবে পেশ করা হয়েছে। উমর (রা) বললেন, কোন কর্মের? ইব্‌ন আব্বাস (রা) বললেন, একটি কর্মের। উমর (রা) বললেন, এটি উদাহরণ হচ্ছে সেই ধনবান ব্যক্তির, যে আল্লাহ্‌র ইবাদত করতে থাকে, এরপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রতি শয়তানকে প্রেরণ করেন। অনন্তর সে পাপ কার্যে লিপ্ত হয় এবং তাঁর সকল সৎকর্ম নষ্ট করে দেয়।

٢٣٠١ . بَابُ قَوْلِهِ : لاَ يَسْاَلُوْنَ النَّاسَ اِلْحَافًا . يُقَالُ اَلْحَفَ عَلَيَّ وَاَلَحَّ عَلَيَّ وَاَحْفَانِيْ بِالْمَسْئَلَةِ فَيُحْفِكُمْ يُجْهِدْكُمْ

২৩০১. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ তারা মানুষের নিকট নাছোড় হয়ে যাচঞা করে না। اَلَحَّ عَلَى এবং اَلْحَفَ عَلَيَّ এবং اَحْفَانِيْ بِالْمَسْئَلَةِ সবই একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। فَيُحْفِكُمْ অর্থ জোর প্রচেষ্টা চালায়।

٤١٨٣ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ مَرْيَمَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ شَرِيْكُ بْنُ اَبِيْ نَمِرٍ اَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ وَعَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ اَبِيْ عَمْرَةَ الْاَنْصَارِيَّ قَالاَ سَمِعْنَا اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ قَالَ النَّبِيُّ (ص) لَيْسَ الْمِسْكِيْنُ الَّذِيْ تَرُدُّهُ التَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ ، وَلاَ اللُّقْمَةُ وَلاَ اللُّقْمَتَانِ ، اِنَّمَا الْمِسْكِيْنُ الَّذِيْ يَتَعَفَّفُ وَاقْرَءُوْا اِنْ شِئْتُمْ يَعْنِيْ قَوْلَهُ : لاَ يَسْاَلُوْنَ النَّاسَ اِلْحَافًا ۔

৪১৮৩ ইব্‌ন আবূ মারয়াম (র) ..... আতা ইব্‌ন ইয়াসার এবং আবূ আমরা আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত, তাঁরা উভয়ে বলেন যে, আমরা আবূ হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, নবী (সা) বলেছেন, একটি খেজুর কি দু'টি খেজুর আর এক গ্রাস খাদ্য কি দু' গ্রাস খাদ্য যাকে দ্বারে দ্বারে ঘোরাতে থাকে সে প্রকৃত মিসকীন নয়। মিসকীন সে ব্যক্তিই, যে ভিক্ষা করা থেকে বেঁচে থাকে। তোমরা ইচ্ছা করলে আল্লাহ্‌র বাণী পাঠ করতে পার। لاَ يَسْاَلُوْنَ النَّاسَ اِلْحَافًا

banglainternet.com

٢٣٠٢ . بَابُ قَوْلِهِ : وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا الْمَسُّ الْجُنُوْنُ

২৩০২. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ অথচ আল্লাহ্ তা'আলা বেচা-কেনাকে বৈধ করেছেন এবং সূদকে অবৈধ করেছেন (২ ঃ ২৭৫)। الْمَسُّ অর্থ পাগলামি।

٤١٨٤ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمَّا نَزَلَتِ الْاٰيَاتُ مِنْ اٰخِرِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ فِى الرِّبَا ، قَرَاَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) عَلَى النَّاسِ ، ثُمَّ حَرَّمَ التِّجَارَةَ فِى الْخَمْرِ۔

৪১৮৪ উমর ইব্‌ন হাফ্‌স ইব্‌ন গিয়াস (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সূদ সম্পর্কিত সূরা বাকারার শেষ আয়াতগুলো অবতীর্ণ হলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) লোকদের নিকট তা পাঠ করে শোনালেন। তারপর মদের ব্যবসা নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেন।

٢٣٠٣ . بَابُ قَوْلِهِ : يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبَا - قَالَ اَبُوْ عَبْدُ اللّٰهِ يُذْهِبُهُ

২৩০৩. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ আল্লাহ্ সূদকে নিশ্চিহ্ন করেন (২ ঃ ২৭৬)। ইমাম বুখারী (র) বলেন, বিদূরিত করেন

٤١٨٥ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ سَمِعْتُ اَبَا الضُّحٰى يُحَدِّثُ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ لَمَّا اُنْزِلَتِ الْاٰيَاتُ الْاَوَاخِرُ مِنْ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) فَتَلَاهُنَّ عَلَيْكُمْ فِى الْمَسْجِدِ ، فَحَرَّمَ التِّجَارَةَ فِى الْخَمْرِ۔

৪১৮৫ বিশ্‌র ইব্‌ন খালিদ (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, সূরা বাকারার শেষ আয়াতগুলো যখন অবতীর্ণ হল, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঘর থেকে বের হলেন এবং মসজিদে গিয়ে লোকদের নিকট তা পাঠ করে শোনালেন। এরপর মদের ব্যবসা নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেন।

٢٣٠٤ . بَابُ قَوْلِهِ : فَاِنْ لَمْ تَفْعَلُوْا فَاْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ فَاعْلَمُوْا

২৩০৪. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ যদি তোমরা না ছাড় তবে জেনে রাখ যে, এটা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সা)-এর সাথে যুদ্ধ। (২ ঃ ২৭৯) [ইমাম বুখারী (র) বলেন ঃ] فَاْذَنُوْا অর্থ জেনে রাখ

٤١٨٦ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اَبِى الضُّحٰى عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا نَزَلَتِ الْاٰيَاتُ مِنْ اٰخِرِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ قَرَاَهُنَّ النَّبِىُّ (ص) عَلَيْكُمْ فِى الْمَسْجِدِ وَحَرَّمَ التِّجَارَةَ فِى الْخَمْرِ۔

banglainternet.com

৪১৮৬ মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সূরা বাকারার শেষ আয়াতগুলো যখন অবতীর্ণ হল, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) উঠে গিয়ে তা পাঠ করে আমাদের শুনান এবং মদের ব্যবসা নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেন।

٢٣٠٥ . بَابُ قَوْلِهِ : وَاِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلٰى مَيْسَرَةٍ وَاَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

২৩০৫. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ যদি খাতক অভাবগ্রস্ত হয়, তবে সচ্ছলতা পর্যন্ত তাকে অবকাশ দেয়া বিধেয়। আর যদি তোমরা ছেড়ে দাও তবে তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা জানতে (২ ঃ ২৮০)

٤١٨٧ وَقَالَ لَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُوْرٍ وَالْاَعْمَشِ عَنْ اَبِى الضُّحٰى عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا اُنْزِلَتِ الْاٰيَاتُ مِنْ اٰخِرِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) فَقَرَاَهُنَّ عَلَيْنَا ثُمَّ حَرَّمَ التِّجَارَةَ فِى الْخَمْرِ۔

৪১৮৭ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইউসুফ (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সূরা বাকারার শেষ দিকের আয়াতগুলো যখন অবতীর্ণ হল, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) দাঁড়ালেন এবং আমাদের সম্মুখে তা পাঠ করলেন। তারপর মদের ব্যবসা নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেন।

٢٣٠٦ . بَابُ قَوْلِهِ : وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ اِلَى اللّٰهِ

২৩০৬. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ তোমরা সে দিনকে ভয় কর যে দিন তোমরা আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে (২ ঃ ২৮১)

٤١٨٨ حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ ابْنُ عُقْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ اٰخِرُ اٰيَةٍ نَزَلَتْ عَلَى النَّبِىِّ (ص) اٰيَةُ الرِّبَا۔

৪১৮৮ কাবীসা ইব্‌ন উকবা (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর অবতারিত শেষ আয়াতটি হচ্ছে সুদ সম্পর্কিত।

٢٣٠٧ . بَابُ قَوْلِهِ : وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِىْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاءُ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ

banglainternet.com

২৩০৭. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ তোমাদের মনে যা আছে তা প্রকাশ কর অথবা গোপন কর,

আল্লাহ্ তার হিসাব তোমাদের থেকে গ্রহণ করবেন। এরপর যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন আর যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেবেন। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে শক্তিমান (২ ঃ ২৮৪)

٤١٨٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا مِسْكِيْنٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ عَنْ مَرْوَانَ الْأَصْفَرِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ (ص) وَهُوَ ابْنُ عُمَرَ أَنَّهَا قَدْ نُسِخَتْ وَإِنْ تُبْدُوْا مَا فِيْ أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوْهُ الْآيَةَ

৪১৮৯ মুহাম্মদ (র) ...... মারওয়ান আল আসফার (রা) নবী (সা)-এর সাহাবীদের কোন একজন থেকে বর্ণনা করেন, আর তিনি হচ্ছেন ইব্‌ন উমর (রা)—যে إِنْ تُبْدُوْا مَا فِيْ أَنْفُسِكُمْ আয়াতটি রহিত হয়ে গেছে।

٢٣٠٨ . بَابُ قَوْلِهِ : أٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِصْرًا عَهْدًا ، وَيُقَالُ غُفْرَانَكَ مَغْفِرَتَكَ فَاغْفِرْلَنَا

২৩০৮. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অবতারিত বিষয়ের প্রতি ঈমান এনেছেন এবং মু'মিনগণও (২ ঃ ২৮৫)

ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, غُفْرَانَكَ অর্থ مَغْفِرَتَكَ . আর مَغْفِرَتَكَ অর্থ فَاغْفِرْلَنَا —আমাদের মার্জনা করুন। (২ ঃ ২৮৫)

٤١٩٠ حَدَّثَنِيْ إِسْحٰقُ أَخْبَرَنَا رَوْحٌ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ عَنْ مَرْوَانَ الْأَصْفَرِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) أَحْسِبُهُ ابْنَ عُمَرَ إِنْ تُبْدُوْا مَا فِيْ أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوْهُ، قَالَ نَسَخَتْهَا الْآيَةُ الَّتِيْ بَعْدَهَا .

৪১৯০ ইসহাক (র) ...... মারওয়ানুল আসফার (রা) একজন সাহাবী (রা) থেকে বর্ণনা করেন আর তিনি ধারণা করেন যে, তিনি ইব্‌ন উমর (রা) হবেন। إِنْ تُبْدُوْا مَا فِيْ أَنْفُسِكُمْ আয়াতটি রহিত হয়ে গিয়েছে।

سُوْرَةُ اٰلِ عِمْرَانَ

সূরা আলে ইমরান

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

تُقَاةٌ وَتَقِيَّةٌ وَاحِدَةٌ صِرٌّ بَرْدٌ شَفَا حُفْرَةٍ مِثْلُ شَفَا الرَّكِيَّةِ وَهُوَ حَرْفُهَا تُبَوِّئُ تَتَّخِذُ مُعَسْكَرًا الْمُسَوَّمُ الَّذِيْ لَهُ سِيْمَاءٌ بِعَلَامَةٍ أَوْ بِصُوْفَةٍ أَوْ بِمَا كَانَ ، رِبِّيُّوْنَ الْجَمِيْعُ وَالْوَاحِدُ رِبِّيٌّ تَحُسُّوْنَهُمْ تَسْتَأْصِلُوْنَهُمْ قَتْلًا غُزًّا

banglainternet.com

وَاحِدُهَا غَازٍ سَنَكْتُبُ سَنَحْفَظُ نُزُلاً ثَوَابًا وَيَجُوْزُ وَمُنْزَلٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ كَقَوْلِكَ اَنْزَلْتُهُ • وَقَالَ مُجَاهِدٌ وَالْخَيْلُ الْمُسَوَّمَةُ الْمُطَهَّمَةُ الْحِسَانُ وَقَالَ ابْنُ جُبَيْرٍ وَحَصُوْرًا لاَيَاْتِي النِّسَاءَ وَقَالَ عِكْرِمَةُ مِنْ فَوْرِهِمْ مِنْ غَضَبِهِمْ يَوْمَ بَدْرٍ ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ : يُخْرِجُ الْحَيَّ النُّطْفَةُ تَخْرُجُ مَيِّتَةً ، وَيُخْرِجُ مِنْهَا الْحَيَّ الْاِبْكَارُ اَوَّلُ الْفَجْرِ ، وَالْعَشِيِّ مَيْلُ الشَّمْسِ أُرَاهُ اِلَى اَنْ تَغْرُبَ

تُقَاةً – تَقِيَّةً একই অর্থে ব্যবহৃত অর্থাৎ ভীতি ও সংযম, صِرٌّ ঠাণ্ডা। شَفَا حُفْرَةٍ – شَفَا رَكِيَّةٍ এর ন্যায় অর্থাৎ গর্তের তীর ও কিনারা। تُبَوِّئُ অর্থ অস্ত্রে সজ্জিত সৈনিককে সারিবদ্ধ করছিল। اَلْمُسَوَّمُ কোন প্রতীক কিংবা অন্য কিছু দ্বারা চিহ্নিত করা। رِبِّيُّوْنَ বহুবচন। একবচনে رِبِّيٌّ অর্থ আল্লাহ্ তা'আলা ও আল্লাহ্পন্থী। تَحُسُّوْنَهُمْ —তোমরা তাদের হত্যার মাধ্যমে সমূলে উৎপাটিত করছিলে। غُزًّا বহুবচন। এক বচনে غَازٍ অর্থ যোদ্ধা। سَنَكْتُبُ সত্বর ও অচিরে আমি সংরক্ষণ করব। نُزُلاً প্রতিদান ও আতিথেয়তা হিসাবে। اَنْزَلَ اللهُ -এর ন্যায়। مُنْزَلٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ পড়াও বৈধ। মুফাস্সির ইমাম মুজাহিদ (র)-এর মতে اَلْخَيْلُ الْمُسَوَّمَةُ —পরিপূর্ণ সুন্দর অশ্বপাল, ইবন জুবায়র (রা) বলেন, حَصُوْرًا অর্থ কামভাব নিয়ে কোন মহিলার বায়না। ইকরামা (রা) বলেন, مِنْ فَوْرِهِمْ অর্থ বদরের দিনে তাদের ক্রোধ নিয়ে, মুজাহিদ (র) বলেন, يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ বীর্য যা নিষ্প্রাণ নির্গত হয় এরপর তা থেকে জীবিত বের হয়। اَلْاِبْكَارُ। —উষালগ্ন। اَلْعَشِيُّ —সূর্য ঢলে যাওয়া থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত।

২৩০৯ . بَابُ قَوْلِهِ : مِنْهُ اٰيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ : اَلْحَلاَلُ وَالْحَرَامُ وَاُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضًا ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى : وَمَا يُضِلُّ بِهِ اِلاَّ الْفَاسِقِيْنَ وَكَقَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ : وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لاَ يَعْقِلُوْنَ ، وَكَقَوْلِهِ : وَالَّذِيْنَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى زَيْغٌ شَكٌّ اِبْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ الْمُشْتَبِهَاتِ وَالرَّاسِخُوْنَ يَعْلَمُوْنَ يَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِهِ ـ

২৩০৯. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্র বাণী ঃ مِنْهُ اٰيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ যার কতক আয়াত সুস্পষ্ট দ্ব্যর্থহীন। ইমাম মুজাহিদ (র) বলেন যে, সেটি হচ্ছে হালাল আর হারাম সম্পর্কিত। وَاُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ আর অন্যগুলো রূপক, একটি অন্যটির সত্যতা প্রমাণ করে। যেমন ঃ আল্লাহ্র বাণী ঃ وَمَا يُضِلُّ بِهِ اِلاَّ الْفَاسِقِيْنَ। —বস্তুত তিনি পথ পরিত্যাগকারীরা ব্যতীত কাউকে বিভ্রান্ত করেন না। আবার— وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لاَ يَعْقِلُوْنَ —যারা অনুধাবন করে না আল্লাহ্ তাদের কলুষলিপ্ত করেন (১০ ঃ ১০০)

তদুপরি আল্লাহ্র বাণী ঃ وَالَّذِيْنَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى —যারা সৎপথ অবলম্বন করে আল্লাহ্ তাদের সৎ পথে চলার শক্তি-সামর্থ্য বৃদ্ধি করেন। (৪৭ ঃ ১৭) زَيْغٌ —সন্দেহ, اِبْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ - রূপক। اَلرَّاسِخُوْنَ فِى الْعِلْمِ অর্থ যারা জ্ঞানে সু-গভীর তারা জানে এবং বলে আমরা তা বিশ্বাস করি।

banglainternet.com

٤١٩١ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ التُّسْتَرِيُّ عَنِ ابْنِ اَبِيْ مُلَيْكَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ تَلاَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) هٰذِهِ الْاٰيَةَ : هُوَ الَّذِيْ اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ اٰيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ اُمُّ الْكِتَابِ وَاُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَاَمَّا الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَاْوِيْلِهِ اِلٰى قَوْلِهِ : اُولُو الْاَلْبَابِ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) فَاِذَا رَاَيْتَ الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَاُولٰئِكَ الَّذِيْنَ سَمَّى اللّٰهُ فَاحْذَرُوْهُمْ وَاِنِّيْ اُعِيْذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ-

৪১৯১ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আয়াতটি هُوَ الَّذِيْ اَنْزَلَ الْكِتَابَ مِنْهُ اٰيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ وَاُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ.....اُولُو الْاَلْبَابِ— তিনিই তোমার প্রতি এ কিতাব অবতীর্ণ করেছেন যার কতক আয়াত সুস্পষ্ট, দ্ব্যর্থহীন। এগুলো কিতাবের মূল অংশ; আর অন্যগুলো রূপক; যাদের অন্তরে সত্য-লংঘন প্রবণতা রয়েছে শুধু তারাই ফিত্না এবং ভুল ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে যা রূপক তার অনুসরণ করে। আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কেউ এর ব্যাখ্যা জানে না। আর যারা জ্ঞানে সুগভীর, তাঁরা বলেন, আমরা এসব বিশ্বাস করি, সমস্তই আমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে আগত; এবং বোধশক্তিসম্পন্নেরা ব্যতীত অপর কেউ শিক্ষা গ্রহণ করে না। (৩ ঃ ৭) পাঠ করলেন। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঘোষণা করেছেন যে, যারা মুতাশাবাহাত আয়াতের পেছনে ছুটে তাদের যখন তুমি দেখবে তখন মনে করবে যে তাদের কথাই আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনে উল্লেখ করেছেন। সুতরাং তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাকবে। আল্লাহ্র বাণী ঃ وَاِنِّيْ اُعِيْذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ —অভিশপ্ত শয়তান থেকে তার ও তার বংশধরদের জন্য তোমার শরণ ও আশ্রয় চাচ্ছি। (৩ ঃ ৩৬)

٤١٩٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ (ص) قَالَ مَا مِنْ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ اِلاَّ وَالشَّيْطَانُ يَمَسُّهُ حِيْنَ يُوْلَدُ فَيَسْتَهِلُّ صَارِخًا مِنْ مَسِّ الشَّيْطَانِ اِيَّاهُ اِلاَّ مَرْيَمَ وَابْنَهَا ، ثُمَّ يَقُوْلُ اَبُوْ هُرَيْرَةَ ، وَاقْرَؤُا اِنْ شِئْتُمْ : وَاِنِّيْ اُعِيْذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ –

৪১৯২ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সা) বলেন, প্রত্যেক নবপ্রসূত বাচ্চা জন্মগ্রহণ করার সময় শয়তান তাকে স্পর্শ করেই। যার ফলশ্রুতিতে শয়তানের স্পর্শমাত্র সে চীৎকার করে উঠে। কিন্তু মরিয়ম (আ) ও তাঁর পুত্র ঈসা (আ)-কে পারেনি। তারপর আবূ হুরায়রা (রা) বলতেন, যদি তোমরা ইচ্ছা কর তাহলে পড় ঃ وَاِنِّيْ اُعِيْذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

banglainternet.com

٢٣١٠ . بَابُ قَوْلِهِ : اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلاً اُولٰئِكَ لاَ خَلاَقَ

لَهُمْ لاَ خَيْرَ ، اَلِيْمٌ مُؤْلِمٌ مُوْجِعٌ مِنَ الاَلَمِ وَهُوَ فِيْ مَوْضِعِ مُفْعِلٍ ـ

২৩১০. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ যারা আল্লাহ্‌র সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি এবং নিজেদের শপথকে তুচ্ছমূল্যে বিক্রয় করে, আখিরাতে তাদের কোন অংশ নেই।" (৩ ঃ ৭৭) لاَ خَلاَقَ —কোন কল্যাণ নেই। اَلِيْمٌ শব্দটি مُفْعِلٍ -এর আকৃতিতে اَلِمٌ থেকে গঠিত। অর্থাৎ জ্বালাময়ী।

٤١٩٢ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنِ الاَعْمَشِ عَنْ اَبِيْ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مَنْ حَلَفَ يَمِيْنَ صَبْرٍ لِيَقْطَعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ ، لَقِيَ اللّٰهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ ، فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَصْدِيْقَ ذٰلِكَ : اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلاً اُولٰئِكَ لاَ خَلاَقَ لَهُمْ فِي الاٰخِرَةِ اِلَى اٰخِرِ الاٰيَةِ . قَالَ فَدَخَلَ الاَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ وَقَالَ : مَا يُحَدِّثُكُمْ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قُلْنَا كَذَا وَكَذَا قَالَ فِيَّ اُنْزِلَتْ لِيْ بِئْرٌ فِيْ اَرْضِ ابْنِ عَمٍّ لِيْ قَالَ النَّبِيُّ (ص) بَيِّنَتُكَ اَوْ يَمِيْنُهُ فَقُلْتُ اِذًا يَحْلِفَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ النَّبِيُّ (ص) مَنْ حَلَفَ عَلٰى يَمِيْنِ صَبْرٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَهُوَ فِيْهَا فَاجِرٌ لَقِيَ اللّٰهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ ـ

৪১৯৩ হাজ্জাজ ইব্‌ন মিনহাল (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, কোন মুসলিম ব্যক্তির সম্পত্তি আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে যে মিথ্যা শপথ করে, সে আল্লাহ্‌র সম্মুখীন হবে এমন অবস্থায় যে, আল্লাহ্ তার উপর ক্রুদ্ধ থাকবেন। এর সত্যতা প্রমাণের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা অবতীর্ণ করেন ঃ اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ ..... فِي الاٰخِرَةِ বর্ণনাকারী বললেন, এরপর আশআস ইব্‌ন কায়েস (র) সেখানে প্রবেশ করলেন এবং বললেন, আবূ আবদুর রহমান (রা) তোমাদের নিকট কোন হাদীস বর্ণনা করেছেন? আমরা বললাম, এ রকম এ রকম বলেছে। তখন তিনি বললেন, এ আয়াত তো আমাকে উপলক্ষ করেই অবতীর্ণ হয়েছে। আমার চাচাত ভাইয়ের এলাকায় আমার একটি কূপ ছিল। এ ঘটনা জ্ঞাত হয়ে নবী (সা) বললেন, হয়তো তুমি প্রমাণ উপস্থাপন করবে নতুবা সে শপথ করবে। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! সে তো শপথ করে বসবে। অনন্তর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের সম্পত্তি হরণ করার উদ্দেশ্যে মিথ্যা শপথ করে সে আল্লাহ্‌র সম্মুখীন হবে এমন অবস্থায় যে, আল্লাহই তার উপর ক্রুদ্ধ থাকবেন।

٤١٩٤ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ هُوَ ابْنُ اَبِيْ هَاشِمٍ سَمِعَ هُشَيْمًا اَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ اَوْفٰى رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَجُلاً اَقَامَ سِلْعَةً فِي السُّوْقِ فَحَلَفَ فِيْهَا لَقَدْ اَعْطٰى بِهَا مَا لَمْ يُعْطِهِ لِيُوْقِعَ فِيْهَا رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ، فَنَزَلَتْ اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلاً اِلٰى اٰخِرِ الاٰيَةِ ـ

banglainternet.com

৪১৯৪ আলী (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ আওফা (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি বাজারে তার একটি দ্রব্য উপস্থিত করল এবং মুসলিমদের আটক করার জন্য শপথ সহকারে প্রচার করল যে, এর যে মূল্য দেওয়ার কথা হচ্ছে এর চেয়ে অধিক দিতে কোন ক্রেতা রাযী হয়েছিল। তখন এ আয়াত নাযিল হল ঃ اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ الخ

٤١٩٥ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ نَصْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دَاوُدَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ اَبِيْ مُلَيْكَةَ اَنَّ امْرَاَتَيْنِ كَانَتَا تَخْرِزَانِ فِي الْبَيْتِ اَوْ فِي الْحُجْرَةِ فَخَرَجَتْ اِحْدَاهُمَا وَقَدْ اُنْفِذَ بِاشْفًا فِيْ كَفِّهَا فَادَّعَتْ عَلَى الْاُخْرٰى فَرُفِعَ اِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَذَهَبَ دِمَاءُ قَوْمٍ وَاَمْوَالُهُمْ . ذَكِّرُوْهَا بِاللّٰهِ ، وَاقْرَؤُا عَلَيْهَا : اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ فَذَكَّرُوْهَا فَاعْتَرَفَتْ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ النَّبِيُّ (ص) اَلْيَمِيْنُ عَلَى الْمُدَّعٰى عَلَيْهِ .

৪১৯৫ নসর ইব্ন আলী (র) ..... ইব্ন আবূ মুলায়কা (রা) থেকে বর্ণিত যে, দু'জন মহিলা একটি ঘর কিংবা একটি কক্ষে সেলাই করছিল। হাতের তালুতে সুই বিদ্ধ হয়ে তাদের একজন বেরিয়ে পড়ল এবং অপরজনের বিরুদ্ধে সুই ফুটিয়ে দেয়ার অভিযোগ করল। এই ব্যাপারটি ইব্ন আব্বাস (রা)-এর নিকট উপস্থাপন করা হলে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, যদি শুধুমাত্র দাবির উপর ভিত্তি করে মানুষের দাবি পূরণ করা হয়, তাহলে তাদের জান ও মালের নিরাপত্তা থাকবে না। সুতরাং তোমরা বিবাদীদের আল্লাহ্র নামে শপথ করাও এবং এ আয়াত করীমা তার সম্মুখে পাঠ কর। এরপর তারা তাকে শপথ করাল এবং সে নিজ দোষ স্বীকার করল। ইব্ন আব্বাস (রা) বললেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, শপথ করা বিবাদীর জন্য প্রযোজ্য।

٢٣١١ - بَابُ قَوْلِهِ : قُلْ يَا اَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَنْ لاَ نَعْبُدَ اِلاَّ اللّٰهَ ، سَوَاءٌ قَصْدٌ

২৩১১. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্র বাণী ঃ তুমি বল, হে কিতাবিগণ! এস সে কথায় যা তোমাদের ও আমাদের মধ্যে একই ; যেন আমরা আল্লাহ্ ব্যতীত কারো ইবাদত না করি (৩ ঃ ৬৪)। سَوَاءٌ অর্থ সঠিক ও ন্যায়।

٤١٩٦ حَدَّثَنِيْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى عَنْ هِشَامٍ عَنْ مَعْمَرٍ ح * وَحَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِيْ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ سُفْيَانَ مِنْ فِيْهِ اِلٰى فِيَّ قَالَ انْطَلَقْتُ فِي الْمُدَّةِ الَّتِيْ كَانَتْ بَيْنِيْ وَبَيْنَ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) قَالَ فَبَيْنَا اَنَا بِالشَّامِ اِذْ جِيْءَ بِكِتَابٍ مِنَ النَّبِيِّ (ص) اِلٰى هِرَقْلَ قَالَ وَكَانَ دِحْيَةُ الْكَلْبِيُّ جَاءَ بِهِ فَدَفَعَهُ اِلٰى

banglainternet.com

عَظِيْمِ بُصْرٰى ، فَدَفَعَهُ عَظِيْمُ بُصْرٰى اِلٰى هِرَقْلَ ، قَالَ فَقَالَ هِرَقْلُ هَلْ هٰهُنَا اَحَدٌ مِنْ قَوْمِ هٰذَا الرَّجُلِ الَّذِىْ يَزْعَمُ اَنَّهُ نَبِى ، فَقَالُوْا نَعَمْ ، قَالَ فَدُعِيْتُ فِىْ نَفَرٍ مِنْ قُرَيْشٍ ، فَدَخَلْنَا عَلٰى هِرَقْلَ ، فَاَجْلَسَنَا بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَقَالَ اَيُّكُمْ اَقْرَبُ نَسَبًا مِنْ هٰذَا الرَّجُلِ الَّذِىْ يَزْعَمُ اَنَّهُ نَبِىٌّ ، فَقَالَ اَبُوْ سُفْيَانَ فَقُلْتُ اَنَا فَاَجْلَسُوْنِىْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَاَجْلَسُوْا اَصْحَابِىْ خَلْفِىْ ، ثُمَّ دَعَا بِتَرْجُمَانِهِ ، فَقَالَ قُلْ لَهُمْ اِنِّىْ سَائِلٌ هٰذَا عَنْ هٰذَا الرَّجُلِ الَّذِىْ يَزْعَمُ اَنَّهُ نَبِىٌّ (ص) فَاِنْ كَذَبَنِىْ فَكَذِّبُوْهُ ، قَالَ اَبُوْ سُفْيَانَ وَاَيْمُ اللّٰهِ لَوْ لاَ اَنْ يُؤْثَرُوْا عَلَىَّ الْكَذِبَ لَكَذَبْتُ ، ثُمَّ قَالَ لِتُرْجُمَانِهِ سَلْهُ كَيْفَ حَسَبُهُ فِيْكُمْ؟ قَالَ قُلْتُ هُوَ فِيْنَا ذُوْ حَسَبٍ ، قَالَ فَهَلْ كَانَ مِنْ اٰبَائِهِ مَلِكٌ؟ قَالَ قُلْتُ قَالَ فَهَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُوْنَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ اَنْ يَقُوْلَ مَا قَالَ قُلْتُ لاَ ، قَالَ اَيَتْبَعُهُ اَشْرَافُ النَّاسِ اَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ؟ قَالَ قُلْتُ بَلْ ضُعَفَاؤُهُمْ ، قَالَ يَزِيْدُوْنَ اَوْ يَنْقُصُوْنَ؟ قَالَ قُلْتُ لاَ بَلْ يَزِيْدُوْنَ ، قَالَ هَلْ يَرْتَدُّ اَحَدٌ مِنْهُمْ عَنْ دِيْنِهِ بَعْدَ اَنْ يَدْخُلَ فِيْهِ سَخْطَةً لَهُ؟ قَالَ قُلْتُ لاَ ، قَالَ فَهَلْ قَاتَلْتُمُوْهُ؟ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ، قَالَ فَكَيْفَ كَانَ قِتَالُكُمْ اِيَّاهُ؟ قَالَ قُلْتُ تَكُوْنُ الْحَرْبُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ سِجَالاً يُصِيْبُ مِنَّا وَنُصِيْبُ مِنْهُ ، قَالَ فَهَلْ يَغْدِرُ؟ قَالَ قُلْتُ لاَ وَنَحْنُ مِنْهُ فِىْ هٰذِهِ الْمُدَّةِ لاَ نَدْرِىْ مَا هُوَ صَانِعٌ فِيْهَا قَالَ وَاللّٰهِ مَا اَمْكَنَنِىْ مِنْ كَلِمَةٍ اُدْخِلُ فِيْهَا شَيْئًا غَيْرَ هٰذِهِ ، قَالَ فَهَلْ قَالَ هٰذَا الْقَوْلَ اَحَدٌ قَبْلَهُ؟ قُلْتُ لاَ ، ثُمَّ قَالَ لِتُرْجُمَانِهِ قُلْ لَهُ اِنِّىْ سَاَلْتُكَ عَنْ حَسَبِهِ فِيْكُمْ ، فَزَعَمْتَ اَنَّهُ فِيْكُمْ ذُوْ حَسَبٍ ، وَكَذٰلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِىْ اَحْسَابِ قَوْمِهَا ، وَسَاَلْتُكَ وَهَلْ كَانَ فِىْ اٰبَائِهِ مَلِكٌ فَزَعَمْتَ اَنْ لاَ ، فَقُلْتُ لَوْ كَانَ مِنْ اٰبَائِهِ مَلِكٌ ، قُلْتُ رَجُلٌ يَطْلُبُ مُلْكَ اٰبَائِهِ ، وَسَاَلْتُكَ عَنْ اَتْبَاعِهِ اَضُعَفَاؤُهُمْ اَمْ اَشْرَافُهُمْ فَقُلْتَ بَلْ ضُعَفَاؤُهُمْ وَهُمْ اَتْبَاعُ الرُّسُلِ وَسَاَلْتُكَ هَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُوْنَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ اَنْ يَقُوْلَ مَا قَالَ ، فَزَعَمْتَ اَنْ لاَ ، فَعَرَفْتُ اَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَدَعَ الْكَذِبَ عَلَى النَّاسِ ، ثُمَّ يَذْهَبَ عَلَى اللّٰهِ ، وَسَاَلْتُكَ هَلْ يَرْتَدُّ اَحَدٌ مِنْهُمْ عَنْ دِيْنِهِ بَعْدَ اَنْ يَدْخُلَ فِيْهِ سَخْطَةً لَهُ ، فَزَعَمْتَ اَنْ لاَ ، وَكَذٰلِكَ الْاِيْمَانُ اِذَا خَالَطَ بَشَاشَةَ الْقُلُوْبِ ، وَسَاَلْتُكَ هَلْ يَزِيْدُوْنَ اَمْ يَنْقُصُوْنَ ، فَزَعَمْتَ اَنَّهُمْ يَزِيْدُوْنَ وَكَذٰلِكَ الْاِيْمَانُ حَتّٰى يَتِمَّ ، وَسَاَلْتُكَ هَلْ قَاتَلْتُمُوْهُ ، فَزَعَمْتَ اَنَّكُمْ قَاتَلْتُمُوْهُ فَتَكُوْنُ الْحَرْبُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ سِجَالاً يَنَالُ مِنْكُمْ وَتَنَالُوْنَ مِنْهُ وَكَذٰلِكَ الرُّسُلُ تُبْتَلٰى ثُمَّ تَكُوْنُ لَهُمُ الْعَاقِبَةُ ، وَسَاَلْتُكَ هَلْ يَغْدِرُ فَزَعَمْتَ اَنَّهُ لاَ يَغْدِرُ ، وَكَذٰلِكَ الرُّسُلُ لاَ تَغْدِرُ ، وَسَاَلْتُكَ هَلْ قَالَ اَحَدٌ هٰذَا الْقَوْلَ قَبْلَهُ ، فَزَعَمْتَ اَنْ لاَ ، فَقُلْتُ لَوْ كَانَ قَالَ هٰذَا الْقَوْلَ اَحَدٌ قَبْلَهُ ، قُلْتُ رَجُلٌ اِئْتَمَّ بِقَوْلٍ قِيْلَ قَبْلَهُ ، قَالَ فَبِمَ يَاْمُرُكُمْ ، قَالَ قُلْتُ يَاْمُرُنَا بِالصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ وَالصِّلَةِ وَالْعَفَافِ ، قَالَ اِنْ يَكُ مَا تَقُوْلُ فِيْهِ حَقًّا فَاِنَّهُ نَبِىٌّ وَقَدْ كُنْتُ اَعْلَمُ اَنَّهُ خَارِجٌ وَلَمْ اَكُ اَظُنُّهُ مِنْكُمْ وَلَوْ اَنِّىْ

banglainternet.com

أَعْلَمُ أَنِّيْ أَخْلُصُ إِلَيْهِ لَاحْبَبْتُ لِقَاءَهُ ، وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْهِ وَلَيَبْلُغَنَّ مُلْكُهُ مَا تَحْتَ قَدَمَيَّ، قَالَ ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) فَقَرَأَهُ فَاِذَا فِيْهِ : بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ، مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) اِلَى هِرَقْلَ عَظِيْمِ الرُّوْمِ سَلَامٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى ، اَمَّا بَعْدُ فَاِنِّيْ اَدْعُوْكَ بِدِعَايَةِ الْاِسْلَامِ ، اَسْلِمْ تَسْلَمْ، وَاَسْلِمْ يُؤْتِكَ اللّٰهُ اَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ ، فَاِنْ تَوَلَّيْتَ فَاِنَّ عَلَيْكَ اِثْمَ الْاَرِيْسِيِّيْنَ ، وَيَا اَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا اِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَنْ لَا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ ، اِلَى قَوْلِهِ اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ الْكِتَابِ ، ارْتَفَعَتِ الْاَصْوَاتُ عِنْدَهُ وَكَثُرَ اللَّغَطُ ، وَاُمِرْنَا فَاُخْرِجْنَا ، قَالَ فَقُلْتُ لِاَصْحَابِيْ حِيْنَ خَرَجْنَا لَقَدْ اَمِرَ اَمْرُ ابْنِ اَبِيْ كَبْشَةَ اِنَّهُ لَيَخَافُهُ مَلِكُ بَنِي الْاَصْفَرِ ، فَمَا زِلْتُ مُوْقِنًا بِاَمْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) اَنَّهُ سَيَظْهَرُ حَتّٰى اَدْخَلَ اللّٰهُ عَلَيَّ الْاِسْلَامَ ، قَالَ الزُّهْرِيُّ : فَدَعَا هِرَقْلُ عُظَمَاءَ الرُّوْمِ فَجَمَعَهُمْ فِيْ دَارِلَهُ فَقَالَ يَامَعْشَرَ الرُّوْمِ هَلْ لَكُمْ فِي الْفَلَاحِ وَالرُّشْدِ اَخِرِ الْاَبَدِ وَاَنْ يَثْبُتَ لَكُمْ مُلْكُكُمْ ، قَالَ فَحَاصُوْا حَيْصَةَ حُمُرِ الْوَحْشِ اِلَى الْاَبْوَابِ فَوَجَدُوْهَا قَدْ غُلِّقَتْ فَقَالَ عَلَيَّ بِهِمْ فَدَعَا بِهِمْ فَقَالَ اِنِّيْ اِنَّمَا اخْتَبَرْتُ شِدَّتَكُمْ عَلَى دِيْنِكُمْ فَقَدْ رَاَيْتُ مِنْكُمُ الَّذِيْ اَحْبَبْتُ فَسَجَدُوْا لَهُ وَرَضُوْا عَنْهُ۔

৪১৯৬ ইবরাহীম ইব্‌ন মূসা (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূ সুফিয়ান (রা) আমাকে সামনাসামনি হাদীস শুনিয়েছেন। আবূ সুফিয়ান বলেন, আমাদের আর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির মেয়াদে আমি ভ্রমণে বের হয়েছিলাম। আমি তখন সিরিয়ায় অবস্থান করছিলাম। তখন নবী (সা)-এর পক্ষ থেকে হিরাক্লিয়াসের নিকট একখানা পত্র পৌঁছান। দাহ্‌ইয়াতুল কালবী এ চিঠিটা বসরাধিপতিকে দিয়েছিলেন। এরপর তিনি হিরাক্লিয়াসের নিকট পৌঁছিয়ে দিলেন। পত্র পেয়ে হিরাক্লিয়াস নবীর দাবিদার ব্যক্তির গোত্রস্থিত কেউ এখানে আছে কিনা জিজ্ঞাসা করলেন। তারা বলল, হ্যাঁ আছে। কয়েকজন কুরাইশীসহ আমাকে ডাকা হলে আমরা হিরাক্লিয়াসের নিকট গেলাম এবং আমাদেরকে তাঁর সম্মুখে বসালেন। এরপর তিনি বললেন, নবীর দাবিদার ব্যক্তির তোমাদের মধ্যে নিকটতম আত্মীয় কে? আবূ সুফিয়ান বলেন, উত্তরে বললাম আমিই। তারা আমাকে তাদের সম্মুখে এবং আমার সাথীদেরকে আমার পেছনে বসালেন। তারপর দোভাষীকে ডাকলেন এবং বললেন, এদেরকে জানিয়ে দাও যে, আমি নবীর দাবিদার ব্যক্তিটি সম্পর্কে আবূ সুফিয়ানকে কিছু জিজ্ঞাসা করলে সে যদি আমার নিকট মিথ্যা বলে তোমরা তার মিথ্যাচারিতা ধরিয়ে দেবে। আবূ সুফিয়ান বলেন, যদি তাদের পক্ষ থেকে আমাকে মিথ্যুক প্রমাণের আশংকা না থাকত তাহলে আমি মিথ্যা বলতামই। এরপর দোভাষীকে বললেন, একে জিজ্ঞাসা কর যে, তোমাদের মধ্যে এ ব্যক্তির বংশীয় মর্যাদা কেমন? আবূ সুফিয়ান বললেন, তিনি আমাদের মধ্যে অভিজাত বংশের অধিকারী। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন যে, তাঁর পূর্বপুরুষদের কেউ কি রাজা-বাদশাহ ছিলেন? আমি বললাম, না। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তাঁর

banglainternet.com

সাম্প্রতিক বক্তব্যের পূর্বে তোমরা তাঁকে কখনো মিথ্যাচারের অপবাদ দিতে পেরেছ ? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ তাঁর অনুসরণ করছে, না দুর্বলগণ? আমি বললাম, বরং দুর্বলগণ। তিনি বললেন, তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, না হ্রাস পাচ্ছে। আমি বললাম, বরং বৃদ্ধি পাচ্ছে। তিনি বললেন, তাঁর ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পর তাঁর প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে কেউ কি ধর্ম ত্যাগ করে? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, তোমরা তাঁর বিরুদ্ধে কোন যুদ্ধ করেছ কি? বললাম, জী হ্যাঁ। তিনি বললেন, তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধের ফলাফল কি? আমি বললাম, আমাদের ও তাদের মধ্যে যুদ্ধের ফলাফল হল ঃ একবার তিনি জয়ী হন, আর একবার আমরা জয়ী হই। তিনি বললেন, তিনি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন কি? বললাম, না। তবে বর্তমানে আমরা একটি সন্ধির মেয়াদে আছি। দেখি এতে তিনি কি করেন। আবূ সুফিয়ান বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ এর সাথে আর অতিরিক্ত কিছু বক্তব্য সংযোজন করার সাহস আমার ছিল না। বললেন, তাঁর পূর্বে আর কেউ কি এমন দাবি করেছে? বললাম, না। তারপর তিনি তাঁর দোভাষীকে বললেন যে, একে জানিয়ে দাও যে আমি তোমাকে তোমাদের সাথে সে ব্যক্তির বংশমর্যাদা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম ঃ তারপর তুমি বলেছ যে, সে আমাদের মধ্যে কুলীন। তদ্রূপ রাসূলগণ শ্রেষ্ঠ বংশেই জন্মগ্রহণ করে থাকেন। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে তাঁর পূর্বপুরুষের কেউ রাজা-বাদশাহ ছিলেন কিনা? তুমি বলেছ 'না'। তাই আমি বলছি যে, যদি তাঁর পূর্বপুরুষের কেউ রাজা-বাদশাহ থাকতেন তাহলে বলতাম, তিনি তাঁর পূর্বপুরুষদের রাজত্ব পুনরুদ্ধার করতে চাচ্ছেন। আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, দুর্বলগণ তাঁর অনুসারী, না সম্ভ্রান্তগণ? তুমি বলেছ, দুর্বলগণই। আমি বলেছি যে, যুগে যুগে দুর্বলগণই রাসূলদের অনুসারী হয়ে থাকে। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, এ দাবির পূর্বে তোমরা কখনও তাঁকে মিথ্যাচারের অপবাদ দিয়েছিলে কি? তুমি উত্তরে বলেছ যে, না। তাতে আমি বুঝেছি যে, যে ব্যক্তি প্রথমে মানুষদের সাথে মিথ্যাচার ত্যাগ করেন, তারপর আল্লাহ্‌র সাথে মিথ্যাচারিতা করবেন, তা হতে পারে না। আমি তোমাদের জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, তাঁর ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পর তাঁর প্রতি বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট হয়ে কেউ ধর্ম ত্যাগ করে কিনা? তুমি বলেছ, না। আমি বলেছি, ঈমান যখন অন্তরের অন্তস্থলে একবার প্রবিষ্ট হয় তখন এ রকমই হয়। আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তাঁর অনুসারীরা বৃদ্ধি পাচ্ছে না হ্রাস পাচ্ছে? তুমি বলেছ, ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমি বলেছি, ঈমান পূর্ণতা লাভ করলে এ অবস্থাই হয়। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, তোমরা তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছ কি? তুমি বলেছ যে, যুদ্ধ করেছ এবং তাঁর ফলাফল হচ্ছে পানি উত্তোলনের বালতির ন্যায়। কখনো তোমাদের বিরুদ্ধে তারা জয়লাভ করে আবার কখনো তাদের বিরুদ্ধে তোমরা জয়লাভ কর। এমনিভাবেই রাসূলদের পরীক্ষা করা হয়, তারপর চূড়ান্ত বিজয় তাদের পক্ষেই হয়ে থাকে। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তিনি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেন কিনা? তুমি বলেছ, না। তদ্রূপ রাসূলগণ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেন না। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তাঁর পূর্বে কেউ এ দাবি উত্থাপন করেছিল কিনা? তুমি বলেছ, না। আমি বলি যদি কেউ তাঁর পূর্বে এ ধরনের দাবি করে থাকত তাহলে আমি মনে করতাম এ ব্যক্তি পূর্ববর্তী দাবির অনুসরণ করছে। আবূ সুফিয়ান বলেন,

banglainternet.com

তারপর হিরাক্লিয়াস জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি তোমাদের কি কাজের নির্দেশ দেন? আমি বললাম, নামায কায়েম করতে, যাকাত প্রদান করতে, আত্মীয়তা রক্ষা করতে এবং পাপাচারিতা থেকে পবিত্র থাকার নির্দেশ দেন। হিরাক্লিয়াস বললেন, তাঁর সম্পর্কে তোমার বক্তব্য যদি সঠিক হয়, তাহলে তিনি ঠিকই নবী (সা), তিনি আবির্ভূত হবেন তা আমি জানতাম বটে তবে তোমাদের মধ্যে আবির্ভূত হবেন তা মনে করিনি। যদি আমি তাঁর সান্নিধ্যে পৌঁছবার সুযোগ পেতাম তাহলে আমি তাঁর সাক্ষাতকে অগ্রাধিকার দিতাম। যদি আমি তাঁর নিকট অবস্থান করতাম তাহলে আমি তাঁর পদযুগল ধুইয়ে দিতাম। আমার পায়ের নিচের জমিন পর্যন্ত তাঁর রাজত্ব বিস্তৃতি লাভ করবে।

আবূ সুফিয়ান বলেন, তারপর হিরাক্লিয়াস রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পত্রখানি আনতে বললেন। এরপর পাঠ করতে বললেন। চিঠির বক্তব্য এই ঃ

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে, আল্লাহ্‌র রাসূল মুহাম্মদ (সা)-এর পক্ষ থেকে রোমের অধিপতি হিরাক্লিয়াসের প্রতি। হেদায়েতের অনুসারীর প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। এরপর আমি আপনাকে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছি, ইসলাম গ্রহণ করুন, মুক্তি পাবেন। ইসলাম গ্রহণ করুন, আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে দ্বিগুণ প্রতিদান দেবেন। আর যদি মুখ ফিরিয়ে থাকেন তাহলে সকল প্রজার পাপরাশিও আপনার উপর নিপতিত হবে। হে কিতাবিগণ! এসো সে কথায়, যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই যে, আমরা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করব না, কোন কিছুতেই তাঁর সাথে শরীক না করি। আর আমাদের একে অন্যকে আল্লাহ্ ব্যতীত প্রতিপালকরূপে গ্রহণ না করি। যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে বল, তোমরা সাক্ষী থাক, আমরা মুসলিম।

যখন তিনি পত্র পাঠ সমাপ্ত করলেন চতুর্দিকে উচ্চ রব উঠল এবং গুঞ্জন বৃদ্ধি পেল। তারপর তাঁর নির্দেশে আমাদের বাইরে নিয়ে আসা হল। আবূ সুফিয়ান বলেন, আমরা বেরিয়ে আসার পর আমি আমার সাথীদের বললাম যে, আবূ কাবশার সন্তানের ব্যাপারে তো বিস্তর প্রভাব লাভ করেছে। রোমীয় রাষ্ট্রনায়ক পর্যন্ত তাঁকে ভয় পায়। তখন থেকে আমার মনে এ দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছিল যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দীন অতি সত্বর বিজয় লাভ করবে। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে ইসলামে দীক্ষিত করলেন। ইমাম যুহরী (র) বলেন, তারপর হিরাক্লিয়াস রোমের নেতৃবৃন্দকে ডেকে একটি কক্ষে একত্রিত করলেন এবং বললেন, হে রোমকগণ! তোমরা কি আজীবন সৎপথ ও সফলতার প্রত্যাশী এবং তোমাদের রাজত্ব অটুট থাকুক? এতে তারা তাঁর প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে বন্য-গর্দভের ন্যায় পলায়নরত হল। কিন্তু দরজাগুলো সবই বন্ধ পেল। এরপর বাদশাহ্ নির্দেশ দিলেন যে, তাদের সবাইকে আমার নিকট নিয়ে এসো। তিনি তাদের সবাইকে ডাকলেন এবং বললেন, তোমাদের ধর্মের উপর তোমাদের আস্থা কতটুকু আছে তা আমি পরীক্ষা করলাম। আমি যা আশা করেছিলাম তা তোমাদের থেকে পেয়েছি। অনন্তর সবাই তাঁকে সিজদা করল এবং তাঁর উপর সন্তুষ্ট থাকল।

banglainternet.com

٢٣١٢ . بَابُ قَوْلِهِ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ اِلٰى بِهٖ عَلِيْمٌ

২৩১২. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ তোমরা যা ভালবাস তা হতে ব্যয় না করা পর্যন্ত কখনও পুণ্য লাভ করতে পারবে না। আর তোমরা যা কিছু ব্যয় কর আল্লাহ্ সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত (৩ ঃ ৯২)

٤١٩٧ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ طَلْحَةَ اَنَّهُ سَمِعَ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ : كَانَ اَبُوْ طَلْحَةَ اَكْثَرَ اَنْصَارِيٍّ بِالْمَدِيْنَةِ نَخْلاً ، وَكَانَ اَحَبُّ اَمْوَالِهِ اِلَيْهِ بَيْرُحَاءَ ، وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ ، وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيْهَا طَيِّبٍ ، فَلَمَّا اُنْزِلَتْ : لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ، قَامَ اَبُوْ طَلْحَةَ ، فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَقُوْلُ : لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ، وَاِنَّ اَحَبَّ اَمْوَالِيْ اِلَيَّ بَيْرُحَاءَ ، وَاِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلّٰهِ اَرْجُوْ بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللّٰهِ فَضَعْهَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ حَيْثُ اَرَاكَ اللّٰهُ ، قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) بَخٍ ذٰلِكَ مَالٌ رَابِحٌ ذٰلِكَ مَالٌ رَابِحٌ ، وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ ، وَاِنِّيْ اَرَى اَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْاَقْرَبِيْنَ ، قَالَ اَبُوْ طَلْحَةَ اَفْعَلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، فَقَسَمَهَا اَبُوْ طَلْحَةَ فِيْ اَقَارِبِهِ ، وَ بَنِيْ عَمِّهِ ، قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ وَرَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، ذٰلِكَ مَالٌ رَابِحٌ ـ

৪১৯৭ ইসমাঈল (র) ..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) বলেন, মদীনা মনোয়ারায় আবূ তালহা (রা)-ই অধিক সংখ্যক খেজুর বৃক্ষের মালিক ছিলেন। তাঁর নিকট সর্বাধিক প্রিয় সম্পত্তি ছিল "বীরাহা" নামক বাগান। আর তা ছিল মসজিদের সম্মুখে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সেখানে এসে সেখানকার (কূপের) সুমিষ্ট পানি পান করতেন। যখন لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ الخ আয়াতটি নাযিল হল, তখন আবূ তালহা (রা) উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আল্লাহ্ বলছেন, "তোমরা যা ভালবাস তা হতে ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা কখনও পুণ্য লাভ করতে পারবে না।" (৩ ঃ ৯২) আমার সর্বাধিক প্রিয় সম্পত্তি বীরাহা। এটা আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে আমি দান করে দিলাম। আমি আল্লাহ্‌র নিকট পুণ্য ও সঞ্চয় চাই। আল্লাহ্ আপনাকে যেখানে নির্দেশ দেন আপনি সেখানে তা ব্যয় করুন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, বাহ! ওটি তো ক্ষয়িষ্ণু সম্পদ, ওটা তো ক্ষয়িষ্ণু সম্পদ, তুমি যা বলেছ আমি তা শুনেছি। তুমি তা তোমার নিকট-আত্মীয়কে দিয়ে দাও, আমি এ রায় দিচ্ছি। আবূ তালহা (রা) বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি তা করব। তারপর আবূ তালহা (রা) সেটা তাঁর চাচাত ভাই-বোন ও আত্মীয়দের মধ্যে বন্টন করে দিলেন। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউসুফ ও ইব্‌ন উবাদাহ্ (রা)-এর বর্ণনায় "ওটা তো লাভজনক সম্পত্তি" বলে উল্লিখিত হয়েছে।

٤١٩٨ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ يَحْيٰى قَالَ قَرَاْتُ عَلٰى مَالِكٍ مَالٌ رَابِحٌ

banglainternet.com

৪১৯৮ ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র) বলেন, আমি মালিক (র)-এর নিকট مَالٌ رَابِحٌ —"ক্ষয়িষ্ণু সম্পদ"পড়েছি।"

٤١٩٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا الْاَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَنْ ثُمَامَةَ عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ فَجَعَلَهَا لِحَسَّانَ وَاَبَيٍّ وَاَنَا اَقْرَبُ اِلَيْهِ وَلَمْ يَجْعَلْ لِيْ مِنْهَا شَيْئًا ـ

৪১৯৯ মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ আনসারী (রা) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এরপর আবূ তালহা (রা) হাস্‌সান ইব্ন সাবিত এবং উবায় ইব্ন কা'আবের মধ্যে বন্টন করে দিলেন। আমি তাঁর নিকটাত্মীয় ছিলাম। কিন্তু আমাকে তা থেকে কিছুই দেননি।

٢٣١٣ . بَابُ قَوْلِهِ قُلْ فَاْتُوْا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوْهَا اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ

২৩১৩. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ বল, যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে তাওরাত আন এবং পাঠ কর (৩ ঃ ৯৩)

٤٢٠٠ حَدَّثَنِيْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا اَبُوْ ضَمْرَةَ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ الْيَهُوْدَ جَاؤُا اِلَى النَّبِيِّ (ص) بِرَجُلٍ مِنْهُمْ وَاِمْرَاَةٍ قَدْ زَنَيَا فَقَالَ لَهُمْ كَيْفَ تَفْعَلُوْنَ بِمَنْ زَنٰى مِنْكُمْ قَالُوْا نُحَمِّمُهُمَا وَنَضْرِبُهُمَا فَقَالَ لَا تَجِدُوْنَ فِي التَّوْرَاةِ الرَّجْمَ فَقَالُوْا لَا نَجِدُ فِيْهَا شَيْئًا فَقَالَ لَهُمْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَلَامٍ كَذَبْتُمْ فَاْتُوْا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوْهَا اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ ، فَوَضَعَ مِدْرَاسُهَا الَّذِيْ يُدَرِّسُهَا مِنْهُمْ كَفَّهُ عَلٰى اٰيَةِ الرَّجْمِ فَطَفِقَ يَقْرَاُ مَا دُوْنَ يَدِهِ وَمَا وَرَاءَهَا وَلَا يَقْرَاُ اٰيَةَ الرَّجْمِ فَنَزَعَ يَدَهُ عَنْ اٰيَةِ الرَّجْمِ فَقَالَ مَا هٰذِهِ ، فَلَمَّا رَاَوْا ذٰلِكَ قَالُوْا هِيَ اٰيَةُ الرَّجْمِ فَاَمَرَ بِهِمَا فَرُجِمَا قَرِيْبًا مِنْ حَيْثُ مَوْضِعُ الْجَنَائِزِ عِنْدَ يَجْنَا الْمَسْجِدِ ، فَرَاَيْتُ صَاحِبَهَا يَجْنَا عَلَيْهَا يَقِيْهَا الْحِجَارَةَ ـ

৪২০০ ইব্‌রাহীম ইব্ন মুনযির ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছে এমন দু'জন পুরুষ ও মহিলা নিয়ে ইহুদীগণ নবী করীম (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হল। নবী (সা) তাদের বললেন, তোমাদের ব্যভিচারীদেরকে তোমরা কিভাবে শাস্তি দাও? তারা বলল, আমরা তাদের চেহারা কালিমালিপ্ত করি এবং তাদের প্রহার করি। রাসূল (সা) বললেন, তোমরা তাওরাতে প্রস্তর নিক্ষেপের বিধান পাও না? তারা বলল, আমরা তাতে এতদসম্পর্কিত কোন কিছু পাই না। তখন আবদুল্লাহ্ ইব্ন সালাম (রা) বললেন, তোমরা মিথ্যা বলছ। তাওরাত আন এবং তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তবে তা পাঠ কর। এরপর তাওরাত পাঠের সময় তাদের পণ্ডিত-পাঠক প্রস্তর নিক্ষেপ বিধির আয়াতের উপর স্বীয় হস্ত রেখে তা থেকে কেবল পূর্ব ও পরের অংশ পড়তে লাগল। রজমের[১] আয়াত পড়ছিল না। আবদুল্লাহ্ ইব্ন সালাম (রা) তার হাতটি তুলে ফেলে বললেন, এটা কি? যখন তারা পরিস্থিতি বেগতিক দেখল তখন বলল, এটি রজমের আয়াত। অনন্তর রাসূলুল্লাহ (সা) তাদেরকে রজম করার নির্দেশ দিলেন। এবং মসজিদের পার্শ্বে জানাযাগাহের[২] নিকটে উভয়কে 'রজম' করা হল।

banglainternet.com

১. প্রস্তর নিক্ষেপ দ্বারা শাস্তির আয়াত
২. যেখানে মৃত ব্যক্তিকে জানাযা দেয়া হয়।

ইব্‌ন উমর (রা) বলেন, আমি সেই পুরুষটিকে দেখেছি যে নিজে মহিলার উপর উপুড় হয়ে তাকে প্রস্তরাঘাত হতে বাঁচানোর চেষ্টা করছে।

٢٣١٤ . بَابُ قَوْلِهِ : كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ

২৩১৪. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ তোমরা শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানব জাতির জন্যে তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে (৩ ঃ ১১০)

٤٢٠١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَيْسَرَةَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ، قَالَ خَيْرَ النَّاسِ لِلنَّاسِ ، تَأْتُونَ بِهِمْ فِي السَّلاَسِلِ فِي أَعْنَاقِهِمْ حَتَّى يَدْخُلُوا فِي الإِسْلاَمِ.

৪২০১ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইউসুফ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ الخ আয়াত সম্পর্কে বলেন, মানুষের জন্যে মানুষ কল্যাণজনক তখনই হয় যখন তাদের গ্রীবাদেশে শিকল লাগিয়ে নিয়ে আসে। এরপর তারা ইসলামে প্রবেশ করে।

٢٣١٥ . بَابُ قَوْلِهِ : إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلاَ

২৩১৫. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ যখন তোমাদের মধ্যে দু'দলের সাহস হারানোর উপক্রম হয়েছিল এবং আল্লাহ্ তাদের অভিভাবক (৩ ঃ ১২২)

٤٢٠٢ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ قَالَ عَمْرٌو سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ فِينَا نَزَلَتْ : إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلاَ وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا ، قَالَ نَحْنُ الطَّائِفَتَانِ بَنُو حَارِثَةَ وَبَنُو سَلِمَةَ وَمَا نُحِبُّ وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً وَمَا يَسُرُّنِي أَنَّهَا لَمْ تَنْزِلْ لِقَوْلِ اللَّهِ وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا.

৪২০২ আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) ..... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلاَ وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا আয়াতটি আমাদেরকে উপলক্ষ করেই অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি বলেন, আমরা দু'দল বনী হারিছা আর বনী সালিমা। যেহেতু এ আয়াতে وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا —"আল্লাহ্ উভয়ের সহায়ক" উল্লেখ আছে, সেহেতু এটা অবতীর্ণ না হোক তা আমরা পছন্দ করতাম না। সুফিয়ান (র)-এর এক বর্ণনায় وَمَا يَسُرُّنِي —'আমাকে ভাল লাগেনি' আছে।

banglainternet.com

٢٣١٦ . بَابُ قَوْلِهِ : لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَىْءٌ

২৩১৬. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ এই বিষয়ে আপনার করণীয় কিছুই নেই (৩ ঃ ১২৮)

٤٢٠٣ حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوْسٰى اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِيْ سَالِمٌ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) اِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ فِي الرَّكْعَةِ الْاٰخِرَةِ مِنَ الْفَجْرِ يَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ الْعَنْ فُلَانًا وَفُلَانًا وَفُلَانًا بَعْدَ مَا يَقُوْلُ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ، فَاَنْزَلَ اللّٰهُ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ اِلٰى قَوْلِهِ فَاِنَّهُمْ ظَالِمُوْنَ * رَوَاهُ اِسْحٰقُ بْنُ رَاشِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ-

৪২০৩ হিব্বান (র) ..... সালিম (র) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে শুনেছেন যে, তিনি ফজরের নামাযের শেষ রাকাতে রুকূ থেকে মাথা তুলে 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদা, রাব্বানা ওয়ালাকাল হামদ'[১] বলার পর এটা বলতেন ঃ হে আল্লাহ্! অমুক, অমুক এবং অমুককে লানত[২] দিন। তখন আল্লাহ্ এ আয়াত নাযিল করলেন। لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ اَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ اَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَاِنَّهُمْ ظٰلِمُوْنَ —তিনি তাদের প্রতি ক্ষমাশীল হবেন অথবা তাদের শাস্তি দিবেন, এ বিষয়ে তোমার করণীয় কিছুই নেই। কারণ তারা জালিম।[৩] (৩ ঃ ১২৮) ইসহাক ইব্ন রাশিদ (র) ইমাম যুহরী (র) থেকে এটা বর্ণনা করেছেন।

٤٢٠٤ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَاَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) كَانَ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَدْعُوَ عَلٰى اَحَدٍ اَوْ يَدْعُوَ لِاَحَدٍ قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوْعِ فَرُبَّمَا قَالَ اِذْ قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ اَللّٰهُمَّ اَنْجِ الْوَلِيْدَ بْنَ الْوَلِيْدِ وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ وَعَيَّاشَ بْنَ اَبِيْ رَبِيْعَةَ اَللّٰهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلٰى مُضَرَ وَاجْعَلْهَا سِنِيْنَ كَسِنِيْ يُوْسُفَ ، يَجْهَرُ بِذٰلِكَ وَكَانَ يَقُوْلُ فِيْ بَعْضِ صَلَاتِهِ فِيْ صَلَاةِ الْفَجْرِ : اَللّٰهُمَّ الْعَنْ فُلَانًا وَفُلَانًا ، لِاَحْيَاءٍ مِنَ الْعَرَبِ حَتّٰى اَنْزَلَ اللّٰهُ : لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ اَلْاٰيَةَ-

৪২০৪ মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) কারো জন্যে বদদোয়া অথবা দোয়া করার মনস্থ করতেন, তখন নামাযের রুকূর পরেই কুনূতে নাযিলা[৪] পড়তেন। কখনো কখনো সামিআল্লাহু লিমান হামিদা, আল্লাহুম্মা রাব্বানা লাকাল হাম্দ বলার পর বলতেন, হে আল্লাহ্! ওয়ালিদ ইব্ন ওয়ালিদ, সালমা ইব্ন হিশাম এবং আইয়াশ ইব্ন আবূ রাবিয়াকে মুক্ত করুন। হে আল্লাহ্! মুদার গোত্রের উপর শাস্তি কঠোর করুন। এ শাস্তিকে ইউসুফ (আ)-এর যুগের দুর্ভিক্ষের ন্যায় দুর্ভিক্ষে রূপান্তরিত করে দিন। নবী (সা) এ কথাগুলোকে উচ্চস্বরে বলতেন। কখনো কখনো তিনি কয়েকটি আরব গোত্রের নাম উল্লেখ করে ফজরের নামাযে বলতেন, হে আল্লাহ্! অমুক এবং অমুককে লানত দিন। অবশেষে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন ঃ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ الخ

১. আল্লাহ্ তাঁর প্রশংসাকারীর প্রশংসা শোনেন। হে প্রভু তোমার জন্য সমস্ত প্রশংসা।
২. অভিশাপ।
৩. অত্যাচারী।
৪. বদদোয়া ও হিফাজতের জন্য অবতারিত দোয়া।

banglainternet.com

٢٣١٧ . بَابُ قَوْلِهِ : وَالرَّسُوْلُ يَدْعُوْكُمْ فِيْ أُخْرَاكُمْ ، وَهُوَ تَأْنِيْثُ أُخْرِكُمْ - وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ فَتْحًا أَوْ شَهَادَةً .

২৩১৭. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ রাসূল (সা) তোমাদের পেছনের দিক থেকে আহ্বান করছিলেন। أُخْرَاكُمْ -এর স্ত্রীলিঙ্গ أُخْرِكُمْ, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, দু' কল্যাণের একটি, এর অর্থ হলো বিজয় অথবা শহীদ হওয়া

٤٢٠٥ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُوْ إِسْحٰقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ ابْنَ عَازِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ جَعَلَ النَّبِيُّ (ص) عَلَى الرَّجَّالَةِ يَوْمَ أُحُدٍ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ جُبَيْرٍ فَأَقْبَلُوْا مُنْهَزِمِيْنَ فَذَاكَ : إِذْ يَدْعُوْهُمُ الرَّسُوْلُ فِيْ أُخْرَاهُمْ ، وَلَمْ يَبْقَ مَعَ النَّبِيِّ (ص) غَيْرُ اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلاً .

৪২০৫ আমর ইব্‌ন খালিদ (র) ..... বারা ইব্‌ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উহুদ যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) পদাতিক বাহিনীর উপর আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র (রা)-কে সেনাপতি নির্ধারণ করেন। এরপর তাদের কতক পরাজিত হলে পালাতে লাগল, এটাই হল, রাসূল (সা) যখন তোমাদের পেছন দিক থেকে ডাকছিলেন। মাত্র বারজন ছাড়া আর কেউ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে ছিলেন না।

٢٣١٨ . بَابُ قَوْلِهِ : أَمَنَةً نُعَاسًا

২৩১৮. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ "প্রশান্তি তন্দ্রারূপে"।

٤٢٠٦ حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَبُوْ يَعْقُوْبَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَنَسٌ أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ قَالَ غَشِيَنَا النُّعَاسُ وَنَحْنُ فِيْ مَصَافِّنَا يَوْمَ أُحُدٍ ، قَالَ فَجَعَلَ سَيْفِيْ يَسْقُطُ مِنْ يَدِيْ وَآخُذُهُ وَيَسْقُطُ وَآخُذُهُ .

৪২০৬ ইসহাক ইব্‌রাহীম (র) ..... আবূ তালহা (রা) বলেন, আমরা উহুদ যুদ্ধের দিন আপন আপন সারিতে ছিলাম। তন্দ্রা আমাদের আচ্ছাদিত করে ফেলেছিল। তিনি বলেন, আমার তরবারি আমার হাত থেকে পড়ে যাচ্ছিল, আর আমি তা উঠাচ্ছিলাম, আবার পড়ে যাচ্ছিল, আবার আমি উঠাচ্ছিলাম।

٢٣١٩ . بَابُ قَوْلِهِ : اَلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِيْنَ أَحْسَنُوْا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيْمٌ ، اَلْقَرْحُ الْجِرَاحُ اسْتَجَابُوْا أَجَابُوْا ، يَسْتَجِيْبُ يُجِيْبُ

banglainternet.com

২৩১৯. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ যখম হওয়ার পরও যারা আল্লাহ্‌র ও রাসূলের ডাকে সাড়া দিয়েছে তাদের মধ্যে যারা সৎকার্য করে এবং তাকওয়া অবলম্বন করে চলে, তাদের জন্য

মহাপুরস্কার রয়েছে। (৩ ঃ ১৭২)। اَلْقَرْحُ -যখম। اِسْتَجَابُوْا - ডাকে সাড়া দিন। يَسْتَجِيْبُ - সাড়া দেয়

٢٣٢٠ . بَابُ قَوْلِهِ : اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ الْاٰيَةَ

২৩২০. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ তোমাদের বিরুদ্ধে লোক জমায়েত হয়েছে (৩ ঃ ১৭৩)

٤٢٠٧ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ اُرَاهُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ عَنْ اَبِىْ حَصِيْنٍ عَنْ اَبِى الضُّحٰى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ قَالَهَا اِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ وَالسَّلاَمُ حِيْنَ اُلْقِىَ فِى النَّارِ وَقَالَهَا مُحَمَّدٌ (ص) حِيْنَ قَالُوْا اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا وَقَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ۔

৪২০৭ আহমদ ইব্‌ন ইউনুস (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ বাক্যটি ইব্‌রাহীম (আ) বলেছিলেন, যখন তিনি অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন। আর মুহাম্মদ (সা) বলেছিলেন যখন লোকেরা বলল, "তোমাদের বিরুদ্ধে লোক জমায়েত হয়েছে, সুতরাং তোমরা তাদেরকে ভয় কর কিন্তু এটি তাদের ঈমান দৃঢ়তর করেছিল এবং তারা বলেছিল "আল্লাহ্‌ই আমাদের জন্যে যথেষ্ট এবং তিনি কত উত্তম কর্ম বিধায়ক" (৩ ঃ ১৭৩)

٤٢٠٨ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ اَبِىْ حَصِيْنٍ عَنْ اَبِى الضُّحٰى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ اٰخِرَ قَوْلِ اِبْرَاهِيْمَ حِيْنَ اُلْقِىَ فِى النَّارِ حَسْبِىَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ۔

৪২০৮ মালিক ইব্‌ন ইসমাঈল (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, ইব্‌রাহীম (আ) যখন অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন তখন তাঁর শেষ বক্তব্য ছিল حَسْبِىَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ ঃ "আমার জন্য আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট" তিনি কত উত্তম কর্ম বিধায়ক।

٢٣٢١ . بَابُ قَوْلِهِ : وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَا اٰتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ الْاٰيَةَ سَيُطَوَّقُوْنَ كَقَوْلِكَ طَوَّقْتُهُ بِطَوْقٍ

২৩২১. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ এবং আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে যা তোমাদেরকে দিয়েছেন, তাতে যারা কৃপণতা করে তাদের জন্যে তা মঙ্গল, এটা যেন তারা কিছুতেই মনে না করে। না, এটা তাদের জন্যে অমঙ্গল। যাতে তারা কৃপণতা করবে কিয়ামতের দিন তা তাদের গলার বেড়ি হবে, আসমান এবং যমীনের স্বত্বাধিকার একমাত্র আল্লাহ্‌রই। তোমরা যা কর, আল্লাহ্ তা বিশেষভাবে অবহিত। (৩ ঃ ১৮০)। سَيُطَوَّقُوْنَ এটা আরবী বাক্য طَوَّقْتُهُ بِطَوْقٍ (তাকে বেড়ি লাগিয়ে দিয়েছি)-এর ন্যায়

banglainternet.com

٤٢٠٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُنِيْرٍ سَمِعَ اَبَا النَّضْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ اَبِيْهِ

عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مَنْ اَتَاهُ اللّٰهُ مَالاً فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ شُجَاعًا اَقْرَعَ لَهُ زَبِيْبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ يَعْنِىْ بِشِدْقَيْهِ يَقُوْلُ اَنَا مَالُكَ اَنَا كَنْزُكَ ، ثُمَّ تَلاَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ : وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَا اٰتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ اِلَى اٰخِرِ الْاٰيَةِ ـ

৪২০৯ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুনীর (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, যাকে আল্লাহ্ তা'আলা ধন-সম্পদ দেন, তারপর সে তার যাকাত পরিশোধ করে না — কিয়ামত দিবসে তার ধন-সম্পদকে তার জন্যে লোমবিহীন কালো-চিহ্ন বিশিষ্ট সর্পে রূপান্তরিত করা হবে এবং তার গলায় পরিয়ে দেয়া হবে। মুখের দু'ধার দিয়ে সে তাকে দংশন করতে থাকবে এবং বলবে, 'আমি তোমার সম্পদ, আমি তোমার সঞ্চয়।' এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَا اٰتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ.....

٢٣٢٢ . بَابُ قَوْلِهِ : وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا اَذًى كَثِيْرًا

২৩২২. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্র বাণী ঃ তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল তাদের এবং মুশরিকদের কাছ থেকে তোমরা অনেক কষ্টদায়ক কথা শুনবে (৩ ঃ ১৮৬)

٤٢١٠ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ اَخْبَرَنِىْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ اَنَّ اُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) رَكِبَ عَلَى حِمَارٍ عَلَى قَطِيْفَةٍ فَدَكِيَّةٍ ، وَاَرْدَفَ اُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ وَرَاءَهُ يَعُوْدُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ فِىْ بَنِى الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ قَبْلَ وَقْعَةِ بَدْرٍ قَالَ حَتّٰى مَرَّ بِمَجْلِسٍ فِيْهِ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اُبَىٍّ ابْنُ سَلُوْلَ ، وَذٰلِكَ قَبْلَ اَنْ يُسْلِمَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اُبَىٍّ فَاِذَا فِى الْمَجْلِسِ اَخْلاَطٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُشْرِكِيْنَ وَعَبَدَةِ الْاَوْثَانِ وَالْيَهُوْدِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَفِى الْمَجْلِسِ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَوَاحَةَ ، فَلَمَّا غَشِيَتِ الْمَجْلِسَ عَجَاجَةُ الدَّابَّةِ خَمَّرَ عَبْدُ ابْنُ اُبَىٍّ اَنْفَهُ بِرِدَائِهِ ، ثُمَّ قَالَ لاَ تُغَبِّرُوْا عَلَيْنَا ، فَسَلَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) عَلَيْهِمْ ثُمَّ وَقَفَ ، فَنَزَلَ فَدَعَاهُمْ اِلَى اللّٰهِ ، وَقَرَاَ عَلَيْهِمُ الْقُرْاٰنَ، فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اُبَىٍّ ابْنِ سَلُوْلَ اَيُّهَا الْمَرْءُ اِنَّهُ لاَ اَحْسَنَ مِمَّا تَقُوْلُ، اِنْ كَانَ حَقًّا ، فَلاَ تُؤْذِيْنَا بِهِ فِىْ مَجْلِسِنَا ، اِرْجِعْ اِلَى رَحْلِكَ ، فَمَنْ جَاءَكَ فَاقْصُصْ عَلَيْهِ ، فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَوَاحَةَ بَلَى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، فَاغْشَنَا بِهِ فِىْ مَجَالِسِنَا ، فَاِنَّا نُحِبُّ ذٰلِكَ ، فَاسْتَبَّ الْمُسْلِمُوْنَ وَالْمُشْرِكُوْنَ وَالْيَهُوْدُ حَتّٰى كَادُوْا يَتَثَاوَرُوْنَ فَلَمْ يَزَلِ النَّبِىُّ (ص) يُخَفِّضُهُمْ حَتّٰى سَكَتُوْا ثُمَّ رَكِبَ النَّبِىُّ (ص) دَابَّتَهُ فَسَارَ حَتّٰى دَخَلَ عَلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ (ص) يَا سَعْدُ اَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالَ اَبُوْ

banglainternet.com

حُبَابٍ يُرِيْدُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ اُبَيٍّ قَالَ كَذَا وَكَذَا قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، اُعْفُ عَنْهُ ، وَاصْفَحْ عَنْهُ ، فَوَالَّذِيْ اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ لَقَدْ جَاءَ اللّٰهُ بِالْحَقِّ الَّذِيْ اَنْزَلَ عَلَيْكَ لَقَدْ اصْطَلَحَ اَهْلُ هٰذِهِ الْبُحَيْرَةِ عَلَي اَنْ يُتَوِّجُوْهُ فَيُعَصِّبُوْنَهُ بِالْعِصَابَةِ فَلَمَّا اَبَى اللّٰهُ ذٰلِكَ بِالْحَقِّ الَّذِيْ اَعْطَاكَ اللّٰهُ شَرِقَ بِذٰلِكَ ، فَذٰلِكَ فَعَلَ بِهِ مَا رَاَيْتَ ، فَعَفَا عَنْهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) وَكَانَ النَّبِيُّ (ص) وَاَصْحَابُهُ يَعْفُوْنَ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ ، وَاَهْلِ الْكِتَابِ ، كَمَا اَمَرَهُمُ اللّٰهُ وَيَصْبِرُوْنَ عَلَى الْاَذٰى ، قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ : وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا اَذًى كَثِيْرًا الْاٰيَةَ ، وَقَالَ اللّٰهُ وَدَّ كَثِيْرٌ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّوْنَكُمْ مِنْ بَعْدِ اِيْمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ اَنْفُسِهِمْ ، اِلَى اٰخِرِ الْاٰيَةِ ، وَكَانَ النَّبِيُّ (ص) يَتَاَوَّلُ الْعَفْوَ مَا اَمَرَهُ اللّٰهُ بِهِ ، حَتّٰى اَذِنَ اللّٰهُ فِيْهِمْ فَلَمَّا غَزَا رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) بَدْرًا ، فَقَتَلَ اللّٰهُ بِهِ صَنَادِيْدَ كُفَّارِ قُرَيْشٍ ، قَالَ ابْنُ اُبَيٍّ ابْنُ سَلُوْلَ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ وَعَبَدَةِ الْاَوْثَانِ ، هٰذَا اَمْرٌ قَدْ تَوَجَّهَ فَبَايَعُوا الرَّسُوْلَ (ص) عَلَى الْاِسْلَامِ فَاَسْلَمُوْا ـ

৪২১০ আবুল ইয়ামান (র) ..... উসামা ইব্ন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একটি গাধার পৃষ্ঠে আরোহণ করেছিলেন, একটি ফদকী চাদর তাঁর পরনে ছিল। উসামা ইব্ন যায়দ (রা)-কে তাঁর পেছনে বসিয়েছিলেন। তিনি বনী হারিছ ইব্ন খাযরায গোত্রে অসুস্থ সাদ্ ইব্ন উবাদাহ্ (রা)-কে দেখতে যাচ্ছিলেন। এটা ছিল বদর যুদ্ধের পূর্বেকার ঘটনা। বর্ণনাকারী বলেন যে, যেতে যেতে নবী (সা) এমন একটি মজলিসের কাছে পৌছলেন, যেখানে আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবায় বিন সালুলও ছিল — সে তখনও ইসলাম গ্রহণ করেনি। সে মজলিসে মুসলিম, মুশরিক, প্রতিমা পূজারী এবং ইহুদী সকল প্রকারের লোক ছিল এবং তথায় আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাওয়াহা (রা)-ও ছিলেন। জন্তুর পদধূলি যখন মজলিস ছেয়ে ফেলল, তখন আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবায় আপন চাদরে নাক ঢেকে ফেলল। তারপর বলল, আমাদের এখানে ধূলো উড়িয়ো না। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) এদেরকে সালাম করলেন। তারপর বাহন থেকে অবতরণ করলেন এবং তাদেরকে আল্লাহ্র প্রতি দাওয়াত দিলেন এবং তাদের কাছে কুরআন মজীদ পাঠ করলেন। আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবায় বলল, এই লোকটি! তুমি যা বলছ তা যদি সত্য হয় তাহলে এর চেয়ে উত্তম কিছুই নেই। তবে আমাদের মজলিসে আমাদেরকে জ্বালাতন করবে না। তুমি তোমার তাঁবুতে যাও। যে তোমার কাছে যাবে তাকে তুমি তোমার কথা বলবে। অনন্তর আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাওয়াহা (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি আমাদের মজলিসে এগুলো আমাদের কাছে বলবেন, কারণ আমরা তা পছন্দ করি। এতে মুসলমান, মুশরিক এবং ইহুদীরা পরস্পর গালাগালি শুরু করল। এমনকি তারা মারামারিতে লিপ্ত হওয়ার উপক্রম হল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদেরকে থামাচ্ছিলেন। অবশেষে তারা থামলো। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর জন্তুর পিঠে আরোহণ করে রওয়ানা দিলেন এবং সাদ ইব্ন উবাদাহ (রা)-এর কাছে গেলেন। নবী করীম (সা) তাঁকে বললেন, হে সাদ! আবূ হুবাব অর্থাৎ আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবায় কি বলেছে, তুমি শুনেছ কি! সে এমন বলেছে। সাদ ইব্ন উবাদাহ্ (রা) বললেন, ইয়া

banglainternet.com

রাসূলাল্লাহ্! তাকে ক্ষমা করে দিন। তার দিকে ভ্রূক্ষেপ করবেন না। যিনি আপনার উপর কিতাব নাযিল করেছেন, তাঁর শপথ করে বলছি, আল্লাহ্ আপনার উপর যা নাযিল করেছেন তা সত্য। এতদঞ্চলের অধিবাসিগণ চুক্তি সম্পাদন করেছিল যে, তাকে শাহী টুপী পরাবে এবং নেতৃত্বের শিরস্ত্রাণে ভূষিত করবে। যখন আল্লাহ্ তা'আলা সত্য প্রদানের মাধ্যমে এ পরিকল্পনা অস্বীকার করলেন তখন সে ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে এবং আপনার সাথে যে ব্যবহার করেছে যা আপনি দেখেছেন। এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে ক্ষমা করে দিলেন। নবী করীম (সা) এবং তাঁর সাহাবিগণ (রা) মুশরিক এবং কিতাবীদেরকে ক্ষমা করে দিতেন এবং তাদের জ্বালাতনে ধৈর্য ধারণ করতেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, "তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল তাদের এবং মুশরিকদের নিকট থেকে তোমরা অনেক কষ্টদায়ক কথা শুনবে (৩ ঃ ১৮৬)। আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেছেন, "তাদের কাছে সত্য প্রকাশিত হওয়ার পরও কিতাবীদের মধ্যে অনেকেই তোমাদের ঈমান আনার পর ঈর্ষামূলক মনোভাববশত আবার তোমাদেরকে সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরূপে ফিরে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করে। তোমরা ক্ষমা কর এবং উপেক্ষা কর, যতক্ষণ না আল্লাহ্ কোন নির্দেশ দেন। আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।" (২ ঃ ১০৯)

আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ মুতাবিক নবী করীম (সা) ক্ষমার দিকেই প্রত্যাবর্তন করতেন। শেষ পর্যন্ত তাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা অনুমতি দিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন বদরের যুদ্ধ চালিয়ে গেলেন এবং তাঁর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা কাফের কুরাইশ নেতাদেরকে হত্যা করলেন তখন ইব্ন উবায় ইব্ন সালূল তার সঙ্গী মুশরিক ও প্রতিমা পূজারিরা বলল; এটাতো এমন একটি ব্যাপার যা বিজয় লাভ করেছে। এরপর তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে ইসলামের বায়আত করে জাহেরীভাবে ইসলাম গ্রহণ করল।

٢٣٢٣. بَابُ قَوْلِهِ : لاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَفْرَحُوْنَ بِمَا اَتَوْا الاٰيَةَ

২৩২৩. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্র বাণী ঃ যারা নিজেরা যা করেছে তাতে আনন্দ প্রকাশ করে এবং নিজেরা যা করেনি এমন কার্যের জন্যে প্রশংসিত হতে ভালবাসে, তারা শাস্তি হতে মুক্তি পাবে, এরূপ আপনি কখনো মনে করবেন না। তাদের জন্যে মর্মন্তুদ শাস্তি রয়েছে (৩ ঃ ১৮৮)

٤٢١١ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ مَرْيَمَ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ زَيْدٌ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رِجَالاً مِنَ الْمُنَافِقِيْنَ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) كَانَ اِذَا خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اِلَى الْغَزْوَةِ تَخَلَّفُوْا عَنْهُ وَفَرِحُوْا بِمَقْعَدِهِمْ خِلاَفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) فَاِذَا قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اعْتَذَرُوْا اِلَيْهِ وَحَلَفُوْا وَاَحَبُّوْا اَنْ يُحْمَدُوْا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوْا فَنَزَلَتْ لاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَفْرَحُوْنَ الاٰيَةَ۔

banglainternet.com

৪২১১ সাঈদ ইব্ন আবূ মারয়াম ..... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যুগে তিনি যখন যুদ্ধে বের হতেন তখন কিছু সংখ্যক মুনাফিক ঘরে বসে থাকত এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) বেরিয়ে

যাওয়ার পর বসে থাকতে পারায় আনন্দ প্রকাশ করত। এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) প্রত্যাবর্তন করলে তাঁর কাছে শপথ সহকারে অক্ষমতা প্রকাশ করতো এবং যা করেনি তার জন্যে প্রশংসিত হওয়াকে ভালবাসত। তখন এ আয়াত নাযিল হল لاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَفْرَحُوْنَ الاٰيَةَ

٤٢١٢ حَدَّثَنِيْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى اَخْبَرَنَا هِشَامٌ اَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ اَخْبَرَهُمْ عَنِ ابْنِ اَبِيْ مُلَيْكَةَ اَنَّ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ مَرْوَانَ قَالَ لِبَوَّابِهِ اذْهَبْ يَا رَافِعُ اِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْ لَئِنْ كَانَ كُلُّ امْرِئٍ فَرِحَ بِمَا اُوْتِيَ وَاَحَبَّ اَنْ يُحْمَدَ بِمَا لَمْ يَفْعَلْ مُعَذَّبًا لَنُعَذِّبَنَّ اَجْمَعُوْنَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَمَا لَكُمْ وَلِهٰذِهِ اِنَّمَا دَعَا النَّبِيُّ (ص) يَهُوْدَ فَسَاَلَهُمْ عَنْ شَيْءٍ فَكَتَمُوْهُ اِيَّاهُ ، وَاَخْبَرَهُ بِغَيْرِهِ فَاَرَوْهُ اَنْ قَدِ اسْتَحْمَدُوْا اِلَيْهِ بِمَا اَخْبَرَهُ عَنْهُ فِيْمَا سَاَلَهُمْ ، وَفَرِحُوْا بِمَا اُوْتُوْا مِنْ كِتْمَانِهِمْ ، ثُمَّ قَرَاَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ كَذٰلِكَ حَتّٰى قَوْلِهِ يَفْرَحُوْنَ بِمَا اُوْتُوْا وَيُحِبُّوْنَ اَنْ يُحْمَدُوْا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوْا تَابَعَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ-

৪২১২ ইবরাহীম ইব্ন মূসা (র) ..... আলকামা ইব্ন ওয়াক্কাস অবহিত করেছেন যে, মারওয়ান (র) তাঁর দারোয়ানকে বললেন, হে রাফি! তুমি ইব্ন আব্বাস (রা)-এর কাছে গিয়ে বল, যদি প্রাপ্ত বস্তুতে আনন্দিত এবং করেনি এমন কাজ সম্পর্কে প্রশংসিত হতে আশাবাদী প্রত্যেক ব্যক্তিই শাস্তি প্রাপ্য হয় তাহলে তাবৎ মানুষই শাস্তিপ্রাপ্ত হবে। ইব্ন আব্বাস (রা) বললেন, এটা নিয়ে তোমাদের মাথা ঘামানো হচ্ছে একটা অবান্তর ব্যাপার। একদা নবী (সা) ইহুদীদেরকে ডেকে একটা বিষয় জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তাতে তারা সত্য গোপন করে বিপরীত তথ্য দিয়েছিল। এতদসত্ত্বেও তারা প্রদত্ত উত্তরের বিনিময়ে প্রশংসা লাভের আশা করেছিল এবং তাদের সত্য গোপনের জন্যে উল্লসিত হয়েছিল। তারপর ইব্ন আব্বাস (রা) পাঠ করলেন-وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوْا الْكِتَابَ ..... يَفْرَحُوْنَ بِمَا اُوْتُوْا وَيُحِبُّوْنَ اَنْ يُحْمَدُوْا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوْا — "স্মরণ কর, যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল আল্লাহ্ তাদের প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন, তোমরা এটা মানুষের কাছে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করবে এবং তা গোপন করবে না। এরপরও তারা তা অগ্রাহ্য করে এবং তুচ্ছ মূল্যে বিক্রয় করে। অতএব তারা যা ক্রয় করে তা কত নিকৃষ্ট! যারা নিজেরা যা করেছে তাতে আনন্দ প্রকাশ করে এবং যা করেনি এমন কাজের জন্যে প্রশংসিত হতে ভালবাসে, তারা শাস্তি থেকে মুক্তি পাবে এরূপ তুমি কখনও মনে করো না, তাদের জন্যে মর্মন্তুদ শাস্তি রয়েছে (৩ ঃ ১৮৭-১৮৮)। বর্ণনাকারী আবদুর রাযযাক (র) ইব্ন জুরায়য (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٤٢١٣ حَدَّثَنَا ابْنُ مُقَاتِلٍ اَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِيْ ابْنُ اَبِيْ مُلَيْكَةَ عَنْ حُمَيْدِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ اَنَّ مَرْوَانَ بِهٰذَا-

banglainternet.com

৪২১৩ ইব্ন মুকাতিল (র) ..... হুমাইদ ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন আউফ (রা) অবহিত করেছেন যে, মারওয়ান এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٢٣٢٤ . بَابُ قَوْلِهِ : اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْاٰيَةَ

২৩২৪. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ আকাশমণ্ডল এবং পৃথিবীর সৃষ্টিতে, দিবস ও রাত্রির পরিবর্তনে নিদর্শনাবলি রয়েছে বোধশক্তি সম্পন্ন লোকের জন্যে (৩ ঃ ১৯০)

٤٢١٤ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ مَرْيَمَ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ شَرِيْكُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ نَمِرٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ بِتُّ عِنْدَ خَالَتِىْ مَيْمُوْنَةَ ، فَتَحَدَّثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مَعَ اَهْلِهِ سَاعَةً ثُمَّ رَقَدَ ، فَلَمَّا كَانَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْاٰخِرُ قَعَدَ فَنَظَرَ اِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ : اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيَاتٍ لِّاُولِى الْاَلْبَابِ : ثُمَّ قَامَ فَتَوَضَّاَ وَاسْتَنَّ ، فَصَلّٰى اِحْدٰى عَشْرَةَ رَكْعَةً ، ثُمَّ اَذَّنَ بِلَالٌ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ -

৪২১৪ সাঈদ ইব্‌ন আবূ মারয়াম (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি আমার খালাম্মা হযরত মায়মূনা (রা)-এর কাছে রাত্রি যাপন করেছিলাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর পরিবারবর্গের সাথে কিছুক্ষণ আলাপ-আলোচনা করে শুয়ে পড়লেন। তারপর রাত্রির শেষ তৃতীয়াংশে তিনি উঠলেন এবং আসমানের প্রতি তাকিয়ে পাঠ করলেন-اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيَاتٍ لِّاُولِى الْاَلْبَابِ । এরপর দাঁড়ালেন এবং ওযূ করে মিসওয়াক করে এগার রাকাত নামায আদায় করলেন। এরপর হযরত বিলাল (রা) আযান দিলে তিনি দু' রাকাত নামায আদায় করলেন। তারপর বের হয়ে ফজরের নামায আদায় করলেন।

٢٣٢٥ . بَابُ قَوْلِهِ : اَلَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّ عَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

২৩২৫. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ যারা দাঁড়িয়ে, বসে এবং শুয়ে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে এবং আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্বন্ধে চিন্তা করে (৩ ঃ ১৯১)

٤٢١٥ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِىٍّ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ بِتُّ عِنْدَ خَالَتِىْ مَيْمُوْنَةَ ، فَقُلْتُ لَاَنْظُرَنَّ اِلٰى صَلَاةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) فَطَرِحَتْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) وِسَادَةٌ ، فَنَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) فِىْ طُوْلِهَا فَجَعَلَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ ، ثُمَّ قَرَاَ الْاٰيَاتِ الْعَشْرَ الْاَوَاخِرَ مِنْ اٰلِ عِمْرَانَ حَتّٰى خَتَمَ ، ثُمَّ اَتٰى شَنًّا مُعَلَّقًا ، فَاَخَذَهُ فَتَوَضَّاَ ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّىْ ، فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ ، ثُمَّ جِئْتُ فَقُمْتُ اِلٰى جَنْبِهِ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلٰى رَاْسِىْ ، ثُمَّ اَخَذَ بِاُذُنِىْ فَجَعَلَ يَفْتِلُهَا ، ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ ،

banglainternet.com

ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ أَوْتَرَ ـ

৪২১৫ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আমার খালাম্মা মায়মূনা (রা)-এর নিকট রাত্রি যাপন করি। আমি মনে স্থির করলাম যে, অবশ্যই আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নামায আদায় করা দেখব। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্য একটি বিছানা বিছিয়ে দেয়া হল। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) সেটার লম্বালম্বি দিকে নিদ্রামগ্ন হলেন। এরপর জাগ্রত হয়ে মুখমণ্ডল থেকে ঘুমের রেশ মুছতে লাগলেন এবং সূরা আলে ইমরানের শেষ দশ আয়াত পাঠ করে তা সমাপ্ত করলেন। তারপর ঝুলন্ত একটি পুরাতন মশকের পানিপাত্রের নিকটে এসে তা নিলেন এবং ওযূ করে নামাযে দাঁড়ালেন, আমি দাঁড়িয়ে তিনি যা যা করছিলেন তা তা করলাম। তারপর আমি এসে তাঁর পার্শ্বে দাঁড়ালাম। তিনি আমার মাথায় হাত রাখলেন, তারপর আমার কান ধরে মলতে লাগলেন। তারপর দু'রাকাত, তারপর দু'রাকাত, তারপর দু'রাকাত, তারপর দু'রাকাত, তারপর দু'রাকাত, তারপর দু'রাকাত নামায আদায় করলেন এবং তারপর বিতরের নামায আদায় করলেন।

٢٣٢٦ . بَابُ قَوْلِهِ : رَبَّنَا اِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ اَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ

২৩২৬. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্র বাণী ঃ হে আমাদের রব! কাউকে আপনি অগ্নিতে নিক্ষেপ করলে তাকে তো আপনি নিশ্চয় হেয় করলেন এবং জালিমদের কোন সাহায্যকারী নেই (৩ ঃ ১৯২)

٤٢١٦ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيْسٰى حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلٰى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ مَيْمُوْنَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ (ص) وَهِيَ خَالَتُهُ ، قَالَ فَاضْطَجَعْتُ فِيْ عَرْضِ الْوِسَادَةِ ، وَاضْطَجَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) وَاَهْلُهُ فِيْ طُوْلِهَا ، فَنَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) حَتّٰى اِنْتَصَفَ اللَّيْلُ اَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيْلٍ اَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيْلٍ ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) فَجَعَلَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدَيْهِ ثُمَّ قَرَاَ الْعَشْرَ الْاٰيَاتِ الْخَوَاتِمَ مِنْ سُوْرَةِ اٰلِ عِمْرَانَ ، ثُمَّ قَامَ اِلٰى شَنٍّ مُعَلَّقَةٍ فَتَوَضَّاَ مِنْهَا ، فَاَحْسَنَ وُضُوْءَهُ ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّيْ فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ ، ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُمْتُ اِلٰى جَنْبِهِ ، فَوَضَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) يَدَهُ الْيُمْنٰى عَلٰى رَاْسِيْ ، وَاَخَذَ بِاُذُنِيْ الْيُمْنٰى يَفْتِلُهَا ، فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ اَوْتَرَ ، ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتّٰى جَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ ، فَقَامَ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ ـ

৪২১৬ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ ..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, তিনি মায়মূনা (রা)-এর নিকট রাত্রি যাপন করেন, তিনি হলেন তাঁর খালাম্মা। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, আমি বিছানায় আড়াআড়িভাবে শুয়েছিলাম আর রাসূলুল্লাহ্ (সা) এবং তাঁর পরিবারবর্গ লম্বালম্বি দিকে

banglainternet.com

শুয়েছিলেন। অর্ধরাত্রি কিংবা এর সামান্য পূর্ব অথবা সামান্য পর পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (সা) ঘুমালেন। তারপর তিনি জাগ্রত হলেন। এরপর দু' হাত দিয়ে মুখ থেকে ঘুমের আবেশ মুছতে লাগলেন। তারপর সূরা আলে ইমরানের শেষ দশ আয়াত পাঠ করলেন। তারপর ঝুলন্ত একটি পুরাতন মশকের কাছে গেলেন এবং তা থেকে পরিপাটিভাবে ওযূ করলেন। এরপর নামাযে দাঁড়ালেন। তিনি যা যা করেছিলেন আমিও ঠিক তা করলাম। তারপর গিয়ে তাঁর পার্শ্বে দাঁড়ালাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর ডান হাত আমার মাথায় রেখে আমার ডান কান ধরে মলতে লাগলেন। এরপর তিনি দু'রাকাত, তারপর দু'রাকাত, তারপর দু'রাকাত, তারপর দু'রাকাত, তারপর দু'রাকাত, তারপর দু'রাকাত নামায আদায় করলেন এবং তারপর বিতরের নামায আদায় করলেন। তারপর তিনি একটু শুয়ে পড়লেন। অবশেষে মুয়াযযিন আসল, তিনি হালকাভাবে দু' রাকাত নামায আদায় করলেন। এরপর বের হলেন এবং ফজরের নামায আদায় করলেন।

٢٣٢٧ . بَابُ قَوْلِهِ : رَبَّنَا اِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُّنَادِىْ لِلْاِيْمَانِ الْاٰيَةَ

২৩২৭. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর বাণী ঃ হে আমাদের প্রতিপালক। আমরা এক আহবায়ককে ঈমানের প্রতি আহবান করতে শুনেছি, 'তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনয়ন কর' অতএব আমরা ঈমান এনেছি (৩ ঃ ১৯৩)

٤٢١٧ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَخْبَرَهُ اَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ مَيْمُوْنَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ (ص) وَهِىَ خَالَتُهُ ، قَالَ فَاضْطَجَعْتُ فِىْ عَرْضِ الْوِسَادَةِ ، وَاضْطَجَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) وَاَهْلُهُ فِىْ طُوْلِهَا ، فَنَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) حَتّٰى اِنْتَصَفَ اللَّيْلُ اَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيْلٍ اَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيْلٍ اسْتَيْقَظَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) فَجَعَلَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدَيْهِ ثُمَّ قَرَأَ الْعَشْرَ الْاٰيَاتِ الْخَوَاتِمَ مِنْ سُوْرَةِ اٰلِ عِمْرَانَ ، ثُمَّ قَامَ اِلٰى شَنٍّ مُعَلَّقَةٍ فَتَوَضَّأَ مِنْهَا ، فَاَحْسَنَ وُضُوْءَهُ ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّىْ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ، ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُمْتُ اِلٰى جَنْبِهِ فَوَضَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) يَدَهُ الْيُمْنٰى عَلٰى رَأْسِىْ ، وَاَخَذَ بِاُذُنِىْ الْيُمْنٰى يَفْتِلُهَا ، فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ اَوْتَرَ ، ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتّٰى جَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ ، فَقَامَ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ ـ

৪২১৭ কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) ..... কুরায়ব (র) থেকে বর্ণিত। ইবন আব্বাস (রা) তাকে অবহিত করেছেন যে, তিনি নবী (সা) সহধর্মিণী মায়মূনা (রা)-এর নিকট রাত্রি যাপন করেছিলেন। মায়মূনা (রা) হলেন তাঁর খালাম্মা। তিনি বলেন, আমি বিছানার প্রস্থের দিকে শুয়েছিলাম এবং রাসূলুল্লাহ (সা) ও তাঁর

banglainternet.com

পরিবারবর্গ দৈর্ঘ্যের দিকে শুয়ে ছিলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিদ্রামগ্ন হলেন। অর্ধরাত্রি কিংবা এর সামান্য আগে কিংবা সামান্য পরক্ষণে তিনি ঘুম থেকে জেগে উঠলেন। এবং মুখ থেকে ঘুমের আবেশ মুছতে মুছতে বসলেন। তারপর সূরা আল ইমরানের শেষ দশ আয়াত পাঠ করলেন। তারপর ঝুলন্ত একটি পুরাতন মশকের নিকট গিয়ে তা থেকে ভালভাবে ওযূ করলেন। এরপর নামাযে দাঁড়ালেন। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, আমিও দাঁড়ালাম এবং তিনি যা করেছেন আমিও তা করলাম। তারপর আমি গিয়ে তাঁর পার্শ্বে দাঁড়ালাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর ডান হাত আমার মাথায় রেখে আমার ডান কান মলতে শুরু করলেন। তারপর তিনি দু' রাকাত করে ছয়বারে বারো রাকাত নামায আদায় করলেন এবং তারপর তিনি বিতরের নামায আদায় করলেন। শেষে মুয়াযযিন ফজরের আযান দিলে তিনি উঠে দাঁড়িয়ে সংক্ষিপ্ত কিরাআতে দু' রাকাত নামায আদায় করলেন। তারপর হুজরা থেকে বের হলেন এবং ফজরের নামায আদায় করলেন।

سُوْرَةُ النِّسَاءِ

সূরা নিসা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : يَسْتَنْكِفُ يَسْتَكْبِرُ قِوَامًا قِوَامُكُمْ مِنْ مَعَايِشِكُمْ لَهُنَّ سَبِيْلاً يَعْنِي الرَّجْمَ لِلثَّيِّبِ وَالْجَلْدَ لِلْبِكْرِ وَقَالَ غَيْرُهُ مَثْنٰى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ يَعْنِي اثْنَتَيْنِ وَثَلاَثًا وَاَرْبَعًا وَلاَ تُجَاوِزُ الْعَرَبُ رُبَاعَ ـ

ইব্ন 'আব্বাস (রা) বলেন, يَسْتَنْكِفُ অর্থ অহংকার করে, قِوَامًا—তোমাদের জীবিকার্জনের মাধ্যম। لَهُنَّ سَبِيْلاً —সাইয়েবা বা বিবাহিতার জন্য প্রস্তর নিক্ষেপ (রজম) আর কুমারীর জন্য বেত্রাঘাত। তিনি ব্যতীত অন্যান্য তাফসীরকারক বলেন, مَثْنٰى ، ثُلاَثَ ، رُبَاعَ অর্থাৎ দুই, তিন এবং চার; আরবগণ رُبَاعَ শব্দকে غير منصرف বা অপরিবর্তনশীল মনে করে।

٢٣٢٨ . بَابُ قَوْلِهِ : وَاِنْ خِفْتُمْ اَلاَّ تُقْسِطُوْا فِي الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

২৩২৮. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্র বাণী ঃ আর যদি আশংকা কর যে, ইয়াতীম মেয়েদের প্রতি সুবিচার করতে পারবে না, তবে বিয়ে করবে নারীদের মধ্যে যাকে তোমাদের ভাল লাগে (নিসা ৪ ঃ ৩)

banglainternet.com

٤٢١٨ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ اَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ رَجُلاً كَانَتْ لَهُ يَتِيْمَةٌ فَنَكَحَهَا وَكَانَ لَهَا عَذْقٌ وَكَانَ يُمْسِكُهَا عَلَيْهِ وَلَمْ

يَكُنْ لَهَا مِنْ نَفْسِهِ شَيْءٌ ، فَنَزَلَتْ فِيْهِ : وَاِنْ خِفْتُمْ اَلاَّ تُقْسِطُوْا فِى الْيَتَامٰى اَحْسِبُهُ قَالَ كَانَتْ شَرِيْكَتَهُ فِىْ ذٰلِكَ الْعَذْقِ وَفِىْ مَالِهِ۔

৪২১৮ ইবরাহীম ইব্‌ন মূসা (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে একজন ইয়াতীম বালিকা ছিল। এরপর সে তাকে বিয়ে করল, সে বালিকার একটি বাগান ছিল। তার অন্তরে ঐ বালিকার প্রতি কোন আকর্ষণ না থাকা সত্ত্বেও বাগানের কারণে সে ঐ বালিকাটিকে বিবাহ করে রেখে দিতে চায়। এ সম্পর্কে আয়াত অবতীর্ণ হয়। আর যদি আশংকা কর যে, ইয়াতীম মেয়েদের প্রতি সুবিচার করতে পারবে না। আমার ধারণা যে, উরওয়া বলেন, ইয়াতীম বালিকাটি সে বাগান ও মালের মধ্যে শরীক ছিল।

٤٢١٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَاَلَ عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَاِنْ خِفْتُمْ لاَ تُقْسِطُوْا فِى الْيَتَامٰى فَقَالَتْ يَا ابْنَ اُخْتِىْ هٰذِهِ الْيَتِيْمَةُ تَكُوْنُ فِىْ حَجْرِ وَلِيِّهَا تُشْرِكُهُ فِىْ مَالِهِ وَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا فَيُرِيْدُ وَلِيُّهَا اَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ اَنْ يُقْسِطَ فِىْ صَدَاقِهَا ، فَيُعْطِيَهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيْهَا غَيْرُهُ فَنُهُوْا عَنْ اَنْ يَنْكِحُوْهُنَّ اِلاَّ اَنْ يُقْسِطُوْا لَهُنَّ وَيَبْلُغُوْا لَهُنَّ اَعْلٰى سُنَّتِهِنَّ فِى الصَّدَاقِ فَاُمِرُوْا اَنْ يَنْكِحُوْا مَا طَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ قَالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ وَاِنَّ النَّاسَ اسْتَفْتَوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) بَعْدَ هٰذِهِ الاٰيَةِ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ وَيَسْتَفْتُوْنَكَ فِى النِّسَاءِ، قَالَتْ عَائِشَةُ وَقَوْلُ اللّٰهِ تَعَالٰى فِىْ اٰيَةٍ اُخْرٰى : وَتَرْغَبُوْنَ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ رَغْبَةُ اَحَدِكُمْ عَنْ يَتِيْمَتِهِ، حِيْنَ تَكُوْنُ قَلِيْلَةَ الْمَالِ وَالْجَمَالِ، قَالَتْ فَنُهُوْا اَنْ يَنْكِحُوْا عَنْ مَنْ رَغِبُوْا فِىْ مَالِهِ وَجَمَالِهِ فِىْ يَتَامَى النِّسَاءِ اِلاَّ بِالْقِسْطِ مِنْ اَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ اِذَا كُنَّ قَلِيْلاَتِ الْمَالِ وَالْجَمَالِ۔

৪২১৯ আবদুল আযীয ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র) ..... 'উরওয়া ইব্‌ন যুবায়র (র) থেকে বর্ণিত, তিনি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন মহান আল্লাহর বাণী وَاِنْ خِفْتُمْ اَلاَّ تُقْسِطُوْا فِى الْيَتَامٰى সম্পর্কে। তিনি উত্তরে বললেন, হে ভাগ্নে! সে হচ্ছে পিতৃহীন বালিকা, অভিভাবকের তত্ত্বাবধানে থাকে এবং তার সম্পত্তিতে অংশীদার হয় এবং তার রূপ ও সম্পদ তাকে (অভিভাবককে) আকৃষ্ট করে। এরপর সেই অভিভাবক উপযুক্ত মোহরানা না দিয়ে তাকে বিবাহ করতে চায়। তদুপরি অন্য ব্যক্তি যে পরিমাণ মোহর দেয় তা না দিয়ে এবং তার প্রতি ন্যায়বিচার না করে তাকে বিয়ে করতে চায়। এরপর তাদের পারিবারিক ঐতিহ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ মোহর এবং ন্যায় ও সমুচিত মোহর প্রদান ব্যতীত তাদের বিয়ে করতে নিষেধ করা হয়েছে। এবং তদ্ব্যতীত যে সকল মহিলা পছন্দ হয় তাদেরকে বিয়ে করতে অনুমতি

banglainternet.com

দেয়া হয়েছে। 'উরওয়া (র) বলেন যে, আয়েশা (রা) বলেছেন, এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর লোকেরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে মহিলাদের ব্যাপারে জানতে চাইলে আল্লাহ্ তা'আলা অবতীর্ণ করেন وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ---এবং লোকেরা আপনার কাছে নারীদের বিষয়ে জানতে চায়......। আয়েশা (রা) বলেন, আল্লাহ্র বাণী অন্য এক আয়াতে---তোমরা তাদেরকে বিয়ে করতে আগ্রহ প্রকাশ কর। ইয়াতীম বালিকার ধন-সম্পদ কম হলে এবং সুন্দরী না হলে তাকে বিবাহ করতে আগ্রহ প্রকাশ করো না। আয়েশা (রা) বলেন, তাই ইয়াতীম বালিকাদের মাল ও সৌন্দর্যের আকর্ষণে বিবাহ করতে নিষেধ করা হয়েছে। তবে ন্যায়বিচার করলে ভিন্ন কথা। কেননা তারা সম্পদের অধিকারী না হলে এবং সুন্দরী না হলে তাদেরকেও বিবাহ করতে আগ্রহ প্রকাশ করে না।

٢٣٢٩ . بَابُ قَوْلِهِ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ الْآيَةَ وَبِدَارًا مُبَادَرَةً أَعْتَدْنَا أَعْدَدْنَا أَفْعَلْنَا مِنَ الْعَتَادِ

২৩২৯. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্র বাণী ঃ এবং যে বিত্তহীন সে যেন সংগত পরিমাণে ভোগ করে। তোমরা যখন তাদেরকে তাদের সম্পদ সমর্পণ করবে তখন সাক্ষী রাখবে (৪ ঃ ৬)

بِدَارًا অর্থ مُبَادَرَةً অর্থাৎ তাড়াতাড়ি। أَعْتَدْنَا অর্থ أَعْدَدْنَا অর্থাৎ প্রস্তুত করে রেখেছি। আর أَعْتَدْنَا - عَتَادِ থেকে أَفْعَلْنَا এর ওযনে।

٤٢٢٠ حَدَّثَنِي إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فِيْ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِيْ مَالِ الْيَتِيْمِ إِذَا كَانَ فَقِيرًا أَنَّهُ يَأْكُلُ مِنْهُ مَكَانَ قِيَامِهِ عَلَيْهِ بِمَعْرُوفٍ۔

৪২২০ ইসহাক (র) ...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, আল্লাহ্র বাণী -وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ বিত্তশালী গ্রহণ করবে না। অবতীর্ণ হয়েছে ইয়াতীমের সম্পদ উপলক্ষে, যদি তত্ত্বাবধায়ক বিত্তহীন হয় তাহলে রক্ষণাবেক্ষণের বিনিময়ে সংগত পরিমাণে তা থেকে ভোগ করবে।

٢٣٣٠ . بَابُ قَوْلِهِ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَى وَالْيَتَمَى وَالْمَسَاكِيْنُ الْآيَةَ

২৩৩০. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্র বাণী ঃ সম্পত্তি বন্টনকালে আত্মীয়, ইয়াতীম এবং অভাবগ্রস্ত লোক উপস্থিত থাকলে তাদেরকে তা হতে কিছু দেবে এবং তাদের সাথে সদালাপ করবে (৪ ঃ ৮)

banglainternet.com

٤٢٢١ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ الْأَشْجَعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِيْنُ ، قَالَ هِيَ مُحْكَمَةٌ ،

وَلَيْسَتْ بِمَنْسُوْخَةٍ تَابَعَهُ سَعِيْدٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ ـ

৪২২১ আহমাদ ইব্‌ন হুমায়দ (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়াতটি সুস্পষ্ট, রহিত বা মানসূখ নয়। সাঈদ (রা) ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে ইকরামা (রা) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ্‌র বাণী يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْ اَوْلَادِكُمْ الاية অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের সন্তান সম্বন্ধে নির্দেশ দিচ্ছেন। (৪ ঃ ১১)

٤٢٢٢ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ اَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ اَخْبَرَهُمْ قَالَ اَخْبَرَنِيْ ابْنُ مُنْكَدِرٍ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ عَادَنِيْ النَّبِيُّ (ص) وَاَبُوْ بَكْرٍ فِيْ بَنِيْ سَلِمَةَ مَاشِيَيْنِ فَوَجَدَنِيْ النَّبِيُّ (ص) لَا اَعْقِلُ فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّاَ مِنْهُ ثُمَّ رَشَّ عَلَيَّ فَاَفَقْتُ فَقُلْتُ مَا تَاْمُرُنِيْ اَنْ اَصْنَعَ فِيْ مَالِيْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَنَزَلَتْ يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْ اَوْلَادِكُمْ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ اَزْوَاجُكُمْ .

৪২২২ ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মূসা (র) ..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সা) এবং আবূ বকর (রা) বনী সালমা গোত্রে পদব্রজে আমার রোগ সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিতে গিয়েছিলেন। অনন্তর নবী (সা) আমাকে অচেতন অবস্থায় দেখতে পেলেন। কাজেই তিনি পানি আনালেন এবং ওযূ করে ওযূর পানি আমার উপর ছিটিয়ে দিলেন। তখন আমি হুঁশ ফিরে পেলাম। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা)! আমার সম্পত্তিতে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে আপনি আমাকে নির্দেশ দেবেন? তখন এ আয়াত নাযিল হল ঃ يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْ اَوْلَادِكُمْ اَلْاٰيَةَ

٢٣٣١ . بَابُ قَوْلِهِ : وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ اَزْوَاجُكُمْ

২৩৩১. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ তোমাদের স্ত্রীদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধাংশ তোমাদের জন্য (৪ ঃ ১২)

٤٢٢٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ عَنْ وَرْقَاءَ عَنِ ابْنِ اَبِيْ نَجِيْحٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ ، فَنَسَخَ اللّٰهُ مِنْ ذٰلِكَ مَا اَحَبَّ فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ وَجَعَلَ لِلْاَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ وَالثُّلُثَ ، وَجَعَلَ لِلْمَرْاَةِ الثُّمُنَ وَالرُّبُعَ وَلِلزَّوْجِ الشَّطْرَ وَالرُّبُعَ ـ

৪২২৩ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইউসুফ (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মৃত ব্যক্তির সম্পদ ছিল সন্তানের জন্য, আর ওসীয়ত ছিল পিতামাতার জন্য। এরপর তা থেকে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর পছন্দ অনুযায়ী কিছু রহিত করলেন এবং পুরুষদের জন্য মহিলার দ্বিগুণ নির্ধারণ করলেন। পিতামাতা

banglainternet.com

প্রত্যেকের জন্য $\frac{১}{৬}$ অংশ ও $\frac{১}{৩}$ অংশ নির্ধারণ করলেন, স্ত্রীদের জন্য $\frac{১}{৮}$ ও $\frac{১}{৪}$ অংশ নির্ধারণ করলেন এবং স্বামীর জন্য $\frac{১}{২}$ ও $\frac{১}{৪}$ অংশ নির্ধারণ করলেন।

٢٣٣٢ . بَابُ قَوْلِهِ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوْا النِّسَاءَ كَرْهًا الْآيَةَ ، وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ لاَ تَعْضُلُوْهُنَّ لاَ تُقْهَرُوْهُنَّ حُوْبًا اِثْمًا يَعُوْلُوْا تَمِيْلُوْا نِحْلَةً الْنِّحْلَةُ الْمَهْرُ

২৩৩২. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ হে ঈমানদারগণ! নারীদেরকে যবরদস্তি তোমাদের উত্তরাধিকারী গণ্য করা বৈধ নহে (৪ ঃ ১৯)

ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত لاَ تَعْضُلُوْهُنَّ —তাদের উপর বল প্রয়োগ করো না। حُوْبًا —গুনাহ্। يَعُوْلُوْا —ঝুঁকে পড়। نِحْلَةً — মোহর।

٤٢٢٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ الشَّيْبَانِيُّ وَذَكَرَهُ اَبُو الْحَسَنِ السُّوَائِيُّ وَلاَ اَظُنُّهُ ذَكَرَهُ اِلاَّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوْا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلاَ تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ مَا اٰتَيْتُمُوْهُنَّ ، قَالَ كَانُوْا اِذَا مَاتَ الرَّجُلُ كَانَ اَوْلِيَاؤُهُ اَحَقُّ بِامْرَاَتِهِ اِنْ شَاءَ بَعْضُهُمْ تَزَوَّجَهَا ، وَاِنْ شَاؤُا زَوَّجُوْهَا ، وَاِنْ شَاؤُا لَمْ يُزَوِّجُوْهَا فَهُمْ اَحَقُّ بِهَا مِنْ اَهْلِهَا فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ ـ

৪২২৪ মুহাম্মদ ইব্‌ন মুকাতিল (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوْا النِّسَاءَ كَرْهًا ..... مَا اٰتَيْتُمُوْهُنَّ —ইসলামের প্রারম্ভিক যুগে অবস্থা এরূপ ছিল যে, কোন ব্যক্তি মারা গেলে তার অভিভাবকগণ তার স্ত্রীর উপর দাবিদার হত। তারা ইচ্ছা করলে নিজেরা ঐ মহিলাকে বিয়ে করত। ইচ্ছা করলে অন্যের কাছে বিয়ে দিত। আর নতুবা তাকে আমরণ আটকে রাখত। কারও কাছে বিয়ে দিত না। মহিলার পরিবারের তুলনায় এরা অধিক দাবিদার ছিল। এরপর এ আয়াত নাযিল হল।

٢٣٣٣ . بَابُ قَوْلِهِ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُوْنَ الْآيَةَ

২৩৩৩. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তির প্রত্যেকটির জন্যে আমি উত্তরাধিকারী করেছি এবং যাদের সাথে তোমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ তাদেরকে তাদের অংশ দেবে। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ের দ্রষ্টা (৪ ঃ ৩৩)

banglainternet.com

مَوَالِيَ اَوْلِيَاءَ وَرَثَةً عَاقَدَتْ هُوَ مَوْلَى الْيَمِيْنِ وَهُوَ الْحَلِيْفُ وَالْمَوْلَى اَيْضًا ابْنُ الْعَمِّ وَالْمَوْلَى الْمُنْعِمُ الْمُعْتِقُ وَالْمَوْلَى الْمَلِيْكُ وَالْمَوْلَى مَوْلَى فِي الدِّيْنِ

مَوَالِيَ এক প্রকার হচ্ছে, সে সকল আত্মীয়, যারা রক্ত সম্পর্কীয় উত্তরাধিকারী। অপর পক্ষ عَاقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ অর্থাৎ চুক্তিবদ্ধ উত্তরাধিকারী। আবার مَوْلَى الْمُنْعِمْ —চাচাত ভাই, مَوْلَى —যে দাস মুক্ত করে, مَوْلَى —মুক্তদাস, مَوْلَى —বাদশাহ, مَوْلَى —মহাজন।

٤٢٢٥ حَدَّثَنِي الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ اِدْرِيْسَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ قَالَ وَرَثَةً وَالَّذِيْنَ عَاقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ كَانَ الْمُهَاجِرُوْنَ لَمَّا قَدِمُوْا الْمَدِيْنَةَ يَرِثُ الْمُهَاجِرُ الْاَنْصَارِيَّ دُوْنَ ذَوِيْ رَحِمِهِ لِلْاُخُوَّةِ الَّتِيْ اٰخَى النَّبِيُّ (ص) بَيْنَهُمْ . فَلَمَّا نَزَلَتْ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ نُسِخَتْ ثُمَّ قَالَ وَالَّذِيْنَ عَاقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ مِنَ النَّصْرِ وَالرِّفَادَةِ وَالنَّصِيْحَةِ وَقَدْ ذَهَبَ الْمِيْرَاثُ وَيُوْصِيْ لَهُ سَمِعَ اَبُوْ اُسَامَةَ اِدْرِيْسَ طَلْحَةَ-

৪২২৫ সাল্‌ত ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ হচ্ছে বংশীয় উত্তরাধিকারী, وَالَّذِيْنَ عَاقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ হচ্ছে মুহাজিরগণ যখন মদীনায় এসেছিলেন তখন তারা আনসারদের উত্তরাধিকারী হতেন। আত্মীয়তার কারণে নয় বরং রাসূলুল্লাহ্ (সা) কর্তৃক তাঁদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপনের কারণে। যখন وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ নাযিল হল, তখন এ হুকুম রহিত হয়ে গেল। তারপর বললেন, যাদের সাথে তোমরা চুক্তি করে থাক সাহায্য-সহযোগিতা ও পরস্পরের উপকার করার। পূর্বতন উত্তরাধিকার বিলুপ্ত হল এবং এদের জন্য ওসীয়ত বৈধ।

হাদীসটি আবূ উসামা ইদরীসের কাছে থেকে এবং ইদরীস তালহার কাছ থেকে শুনেছেন।

٢٣٣٤ . بَابُ قَوْلِهِ اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ يَعْنِيْ زِنَةَ ذَرَّةٍ

২৩৩৪. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ আল্লাহ্ অণুপরিমাণও যুলুম করেন না।(৪ ঃ ৪০)। مِثْقَالَ ذَرَّةٍ -এর অর্থ অণু পরিমাণ

٤٢٢٦ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عُمَرَ حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ اُنَاسًا فِيْ زَمَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ النَّبِيُّ (ص) نَعَمْ . هَلْ تُضَارُّوْنَ فِيْ رُؤْيَةِ الشَّمْسِ بِالظَّهِيْرَةِ ضَوْءٌ لَيْسَ فِيْهَا سَحَابٌ ، قَالُوْا لاَ ، قَالَ فَهَلْ تُضَارُّوْنَ فِيْ رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ضَوْءٌ لَيْسَ فِيْهَا سَحَابٌ ، قَالُوْا لاَ ، قَالَ النَّبِيُّ (ص) مَا تُضَارُّوْنَ فِيْ رُؤْيَةِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِلاَّ كَمَا تُضَارُّوْنَ فِيْ رُؤْيَةِ اَحَدِهِمَا اِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ اَذَّنَ مُؤَذِّنٌ لِيَتْبَعْ كُلُّ اُمَّةٍ مَا كَانَتْ تَعْبُدُ فَلاَ يَبْقَى مَنْ كَانَ يَعْبُدُ غَيْرَ اللّٰهِ مِنَ الْاَصْنَامِ وَالْاَنْصَابِ اِلاَّ يَتَسَاقَطُوْنَ فِي النَّارِ حَتّٰى اِذَا لَمْ يَبْقَ اِلاَّ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللّٰهَ بَرٌّ اَوْ فَاجِرٌ وَغُبَّرَاتُ اَهْلِ

banglainternet.com

الْكِتَابِ ، فَتُدْعَى الْيَهُوْدُ ، فَيُقَالُ لَهُمْ مَنْ كُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ ؟ قَالُوْا كُنَّا نَعْبُدُ عُزَيْرَ نِ ابْنَ اللّٰهِ ، فَيُقَالُ لَهُمْ كَذَبْتُمْ، مَا اتَّخَذَ اللّٰهُ مِنْ صَاحِبَةٍ وَلاَ وَلَدٍ ، فَمَاذَا تَبْغُوْنَ فَقَالُوْا عَطِشْنَا رَبَّنَا فَاسْقِنَا ، فَيُشَارُ اَلاَ تَرِدُوْنَ فَيُحْشَرُوْنَ اِلَى النَّارِ كَاَنَّهَا سَرَابٌ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا فَيَتَسَاقَطُوْنَ فِى النَّارِ ثُمَّ يُدْعَى النَّصَارٰى فَيُقَالُ لَهُمْ مَنْ كُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ ؟ قَالُوْا كُنَّا نَعْبُدُ الْمَسِيْحَ ابْنَ اللّٰهِ فَيُقَالُ لَهُمْ كَذَبْتُمْ مَا اتَّخَذَ اللّٰهُ مِنْ صَاحِبَةٍ وَلاَ وَلَدٍ ، فَيُقَالُ لَهُمْ مَاذَا تَبْغُوْنَ فَكَذَالِكَ مِثْلَ الاَوَّلِ ، حَتّٰى اِذَا لَمْ يَبْقَ اِلاَّ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللّٰهَ ، مِنْ بَرٍّ اَوْ فَاجِرٍ ، اَتَاهُمْ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ فِىْ اَدْنٰى صُوْرَةٍ مِنَ الَّتِىْ رَاَوْهُ فِيْهَا فَيُقَالُ مَاذَا تَنْتَظِرُوْنَ تَتْبَعُ كُلُّ اُمَّةٍ مَا كَانَتْ تَعْبُدُ قَالُوْا فَارَقْنَا النَّاسَ فِى الدُّنْيَا عَلٰى اَفْقَرِ مَا كُنَّا اِلَيْهِمْ وَلَمْ نُصَاحِبْهُمْ وَنَحْنُ نَنْتَظِرُ رَبَّنَا الَّذِىْ كُنَّا نَعْبُدُ فَيَقُوْلُ اَنَا رَبُّكُمْ ، فَيَقُوْلُوْنَ لاَ نُشْرِكُ اللّٰهَ شَيْئًا مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلاَثًا ـ

৪২২৬ মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল আযীয (র) ..... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সা)-এর যুগে একদল লোক বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা কি কিয়ামতের দিন আমাদের প্রভুকে দেখব? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, হ্যাঁ, অবশ্যই। গ্রীষ্মকালের মেঘবিহীন ভর দুপুরের প্রখর কিরণবিশিষ্ট সূর্য দেখতে তোমরা কি পরস্পর ভিড় করে থাক? তারা বলল, না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, পূর্ণিমার রাতে মেঘবিহীন আলো বিশিষ্ট চন্দ্র দেখতে গিয়ে তোমরা কি ভিড় কর ? আবার তারা বলল, না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, এদের কোনটিকে দেখতে যেমন পরস্পর ভিড় কর না; কিয়ামতের দিনও আল্লাহ্‌কে দেখতেও তোমরা পরস্পর ভিড় করবে না। কিয়ামত যখন আসবে তখন এক ঘোষক ঘোষণা দেবে। তখন প্রত্যেকেই আপন আপন উপাস্যের অনুসরণ করবে। আল্লাহ্ ব্যতীত প্রতিমা ও পাথর ইত্যাদির যারা পূজা করেছে, তারা সবাই দোযখে গিয়ে পড়বে, একজনও অবশিষ্ট থাকবে না। পুণ্যবান হোক চাই পাপী, এরা এবং আল্লাহ্‌র অবশিষ্ট বিশ্বাসীরা ব্যতীত যখন আর কেউ থাকবে না, তখন ইহুদীদেরকে ডেকে বলা হবে, তোমরা কার ইবাদত করতে? তারা বলবে, আমরা আল্লাহ্‌র পুত্র উযাইরের ইবাদত করতাম। তাদেরকে বলা হবে যে, তোমরা মিথ্যা বলছ। আল্লাহ্ স্ত্রীও গ্রহণ করেননি, পুত্রও গ্রহণ করেননি। তোমরা কি চাও? তারা বলবে, হে প্রভু! আমরা তৃষ্ণার্ত, আমাদেরকে পানি পান করান। এরপর তাদেরকে ইঙ্গিত করা হবে যে, তোমরা পানির ধারে যাও না কেন? এরপর তাদেরকে দোযখের দিকে একত্র করা হবে তা যেন মরুভূমির মরীচিকা, এক এক অংশ অন্য অংশকে ভেঙ্গে ফেলছে। অনন্তর তারা সবাই দোযখে পতিত হবে। তারপর খ্রিস্টানদেরকে ডাকা হবে। তাদেরকে বলা হবে, তোমরা কার ইবাদত করতে? তারা বলবে, আমরা আল্লাহ্‌র পুত্র মসীহের ইবাদত করতাম। তাদের বলা হবে, তোমরা মিথ্যা বলছ। আল্লাহ্ স্ত্রীও গ্রহণ করেননি, পুত্রও নয়। তাদেরকে বলা হবে, তোমরা কি চাও? তারাও প্রথম পক্ষের মত বলবে, এবং তাদের মত দোযখে নিপতিত হবে। অবশেষে পুণ্যবান হোক কিংবা পাপী হোক আল্লাহ্‌র উপাসকগণ ব্যতীত আর কেউ যখন বাকি থাকবে না, তখন

banglainternet.com

তাদের কাছে পরিচিত রূপের নিকটতম একটি রূপ নিয়ে রাব্বুল আলামীন তাদের কাছে আবির্ভূত হবেন। এরপর বলা হবে, প্রত্যেক দল নিজ নিজ উপাস্যের অনুসরণ করে চলে গেছে। তোমরা কিসের অপেক্ষা করছ? তারা বলবে, দুনিয়াতে এ সকল লোকের প্রতি আমাদের চরম প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও আমরা সেখানে তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন থেকেছি এবং তাদের সাথে মেলামেশা করিনি। এখন আমরা আমাদের প্রতিপালকের অপেক্ষায় আছি, আমরা তাঁর ইবাদত করতাম। এরপর তিনি বলবেন, আমিই তোমাদের প্রতিপালক। তারা বলবে, আমরা আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক করব না। এ কথাটি দু'বার কি তিনবার বলবে।

٢٣٣٥ . بَابُ قَوْلِهِ : فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلٰى هٰؤُلَاءِ شَهِيْدًا الْمُخْتَالُ وَالْخَتَّالُ وَاحِدٌ . نَطْمِسُ نُسَوِّيْهَا حَتّٰى تَعُوْدَ كَاَقْفَائِهِمْ طَمَسَ الْكِتَابَ مَحَاهُ ، سَعِيْرًا وَقُوْدًا .

২৩৩৫. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ যখন প্রত্যেক উম্মত হতে একজন সাক্ষী উপস্থিত করব এবং তোমাকে ওদের বিরুদ্ধে সাক্ষীরূপে উপস্থিত করব তখন কী অবস্থা হবে (৪ ঃ ৪১)। اَلْخَتَّالُ اَلْمُخْتَالُ একই অর্থে ব্যবহৃত, দাম্ভিক। نَطْمِسُ —সমান করে দেব। শেষ পর্যন্ত তাদের গর্দানের মতো হয়ে যাবে। طَمَسَ الْكِتَابَ অর্থ কিতাবের লেখা মোচন করে ফেলা। سَعِيْرًا অর্থ জ্বলন্ত

٤٢٢٧ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ قَالَ اَخْبَرَنَا يَحْيٰى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ يَحْيٰى بَعْضُ الْحَدِيْثِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ قَالَ لِى النَّبِىُّ (ص) اِقْرَأْ عَلَىَّ، قُلْتُ اَقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ اُنْزِلَ ، قَالَ فَاِنِّىْ اُحِبُّ اَنْ اَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِىْ، فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ سُوْرَةَ النِّسَاءِ حَتّٰى بَلَغْتُ فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلٰى هٰؤُلَاءِ شَهِيْدًا ، قَالَ اَمْسِكْ ، فَاِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ وَاِنْ كُنْتُمْ مَرْضٰى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَاءَ اَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ ، صَعِيْدًا وَجْهَ الْاَرْضِ ، وَقَالَ جَابِرٌ كَانَتِ الطَّوَاغِيْتُ الَّتِىْ يَتَحَاكَمُوْنَ اِلَيْهَا فِىْ جُهَيْنَةَ وَاحِدٌ ، وَفِىْ اَسْلَمَ وَاحِدٌ ، وَفِىْ كُلِّ حَىٍّ وَاحِدٌ ، كُهَّانٌ يَنْزِلُ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ وَقَالَ عُمَرُ : اَلْجِبْتُ السِّحْرُ . وَالطَّاغُوْتُ الشَّيْطَانُ ، وَقَالَ عِكْرِمَةُ : اَلْجِبْتُ بِلِسَانِ الْحَبَشَةِ شَيْطَانٌ ، وَالطَّاغُوْتُ الْكَاهِنُ .

৪২২৭ সাদ্‌কাহ্ (র) ..... আমর ইব্‌ন মুররা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সা) আমাকে বললেন, আমার কাছে কুরআন করীম পাঠ কর। আমি বললাম, আমি আপনার কাছে পাঠ করব? অথচ আপনার কাছেই তা অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি বললেন, অন্যের মুখে শ্রবণ করাকে আমি পছন্দ করি। এরপর আমি তাঁর নিকট সূরা নিসা পড়লাম, যখন আমি فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلٰى هٰؤُلَاءِ شَهِيْدًا —পর্যন্ত পাঠ করলাম, তিনি বললেন, থাম, থাম, তখন তাঁর দু'চোখ থেকে টপ টপ করে

banglainternet.com

অঙ্ক নির্গত হচ্ছিল। আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَاِنْ كُنْتُمْ مَرْضٰى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَاءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ الاية "আর যদি তোমরা পীড়িত হও অথবা সফরে থাক অথবা তোমাদের কেউ শৌচ স্থান থেকে আসে....." (৪ ঃ ৪৩)। صَعِيْدًا —মাটির উপরি ভাগ। জাবির (রা) বলেন, যে সকল তাগূতের কাছে তারা বিচারের জন্য যেত তাদের একজন ছিল জুহাইনা গোত্রের, একজন আসলাম গোত্রের এবং এভাবে প্রত্যেক গোত্রে এক-একজন করে তাগূত ছিল। তারা হচ্ছে গণক। তাদের কাছে শয়তান আসত।

উমর (রা) বলেন, اَلْجِبْتُ —জাদু। اَلطَّاغُوْتُ —শয়তান। ইকরামা (রা) বলেন, হাবশী ভাষায় শয়তানকে جِبْتُ বলা হয়। আর গণককে طَاغُوْتُ বলা হয়।

٤٢٢٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ هَلَكَتْ قِلَادَةٌ لِاَسْمَاءَ فَبَعَثَ النَّبِىُّ (ص) فِىْ طَلَبِهَا رِجَالاً ، فَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ وَلَيْسُوْا عَلٰى وُضُوْءٍ وَلَمْ يَجِدُوْا مَاءً فَصَلُّوْا وَهُمْ عَلٰى غَيْرِ وُضُوْءٍ، فَاَنْزَلَ اللّٰهُ التَّيَمُّمَ۔

৪২২৮ মুহাম্মদ (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার নিকট থেকে আসমা (রা)-এর একটি হার হারিয়ে গিয়েছিল। তা খুঁজতে রাসূলুল্লাহ (সা) কয়েকজন লোক পাঠিয়েছিলেন। তখন নামাযের সময় হল, তাদের কাছে পানি ছিল না। আবার ওযূর পানিও পেলেন না। এরপর বিনা ওযূতে নামায আদায় করে ফেললেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তায়াম্মুমের বিধান নাযিল করলেন।

٢٣٣٦ . بَابُ قَوْلِهِ : وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ

২৩৩৬. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ হে মু'মিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহ্ ও আখিরাতে বিশ্বাস কর তবে তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্‌র, আনুগত্য কর রাসূলের এবং তাদের, যারা তোমাদের মধ্যে ক্ষমতার অধিকারী। কোন বিষয়ে তোমাদের মতভেদ থাকলে তা উপস্থাপিত কর, আল্লাহ্ ও রাসূলের কাছে তা-ই উত্তম এবং পরিণামে প্রকৃষ্টতর (৪ ঃ ৫৯)। وَاُولِى الْاَمْرِ —দায়িত্বশীল

٤٢٢٩ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ اَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ يَعْلَى ابْنِ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ قَالَ نَزَلَتْ فِىْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حُذَافَةَ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَدِىٍّ اِذْ بَعَثَهُ النَّبِىُّ (ص) فِىْ سَرِيَّةٍ فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔

৪২২৯ সাদাকাহ ইব্‌ন ফাদল (র) ..... ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন যে, اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ আয়াতটি নাযিল হয়েছে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হুযাফা ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন আদী সম্পর্কে যখন তাঁকে নবী (সা) একটি সৈন্য দলের প্রধান করে প্রেরণ করেছিলেন।

banglainternet.com

٢٣٣٧ . بَابُ قَوْلِهِ : فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ

২৩৩৭. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ কিন্তু না, আপনার প্রতিপালকের শপথ! তারা মু'মিন হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের নিজেদের বিবাদ-বিসম্বাদের বিচারভার আপনার উপর অর্পণ না করে; এরপর আপনার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাদের মনে কোন দ্বিধা না থাকে এবং সর্বান্তকরণে তা মেনে না নেয় (৪ ঃ ৬৫)

٤٢٣٠ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ قَالَ خَاصَمَ الزُّبَيْرُ رَجُلاً مِّنَ الْاَنْصَارِ فِيْ شَرِيْجٍ مِنَ الْحَرَّةِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ (ص) اِسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ اَرْسِلِ الْمَاءَ اِلٰى جَارِكَ ، فَقَالَ الْاَنْصَارِيُّ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ فَتَلَوَّنَ وَجْهُهُ ثُمَّ قَالَ اِسْقِ يَا زُبَيْرُ اَحْبِسِ الْمَاءَ حَتّٰى يَرْجِعَ اِلَى الْجَدْرِ ، ثُمَّ اَرْسِلِ الْمَاءَ اِلٰى جَارِكَ وَاسْتَوْعٰى النَّبِيُّ (ص) لِلزُّبَيْرِ حَقَّهُ فِيْ صَرِيْحِ الْحُكْمِ حِيْنَ اَحْفَظَهُ الْاَنْصَارِيُّ كَانَ اَشَارَ عَلَيْهِمَا بِاَمْرٍ لَهُمَا فِيْهِ سَعَةٌ، قَالَ الزُّبَيْرُ ، فَمَا اَحْسِبُ هٰذِهِ الْاٰيَاتِ اِلاَّ نَزَلَتْ فِيْ ذٰلِكَ ، فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ـ

৪২৩০ 'আলী ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ্ (র) ..... উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, হাররা বা মদীনার কঙ্করময় ভূমিতে একটি পানির নালা নিয়ে একজন আনসার হযরত যুবায়র (রা)-এর সাথে ঝগড়া করেছিলেন, নবী করীম (সা) বললেন, হে যুবায়র ! প্রথমত তুমি তোমার জমিতে পানি দাও, তারপর তুমি প্রতিবেশীর জমিতে পানি ছেড়ে দেবে। আনসারী বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! সে আপনার ফুফাত ভাই, তাই এই ফয়সালা দিলেন। এতে অসন্তুষ্টিবশত রাসূল (সা)-এর চেহারা রক্তিম হয়ে গেল। তারপর তিনি বললেন, হে যুবায়র ! তুমি পানি চালাবে তারপর আইল পর্যন্ত ফিরে না আসা পর্যন্ত তা আটকে রাখবে তারপর প্রতিবেশীর জমির দিকে ছাড়বে।

আনসারী যখন রাসূল (সা)-কে রাগিয়ে তুললেন তখন তিনি তার হক পুরোপুরি যুবায়র (রা)-কে প্রদানের জন্য স্পষ্ট নির্দেশ দিলেন। তাদেরকে প্রথমে নবী (সা) এমন একটি নির্দেশ দিয়েছিলেন যাতে উদারতা ছিল।

যুবায়র (রা) বলেন فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ আয়াতটি এ উপলক্ষে নাযিল হয়েছে বলে আমার ধারণা।

٢٣٣٨ . بَابُ قَوْلِهِ : فَاُولٰئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّيْنَ

২৩৩৮. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ কেউ আল্লাহ্ এবং রাসূলের আনুগত্য করে ..... যাদের প্রতি আল্লাহ্ অনুগ্রহ করেছেন (৪ ঃ ৬৯)

banglainternet.com

٤٢٣١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ

رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) يَقُوْلُ مَا مِنْ نَبِيٍّ يَمْرَضُ اِلاَّ خُيِّرَ بَيْنَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ، وَكَانَ فِيْ شَكْوَاهُ الَّذِيْ قُبِضَ فِيْهِ ، اَخَذَتْهُ بُحَّةٌ شَدِيْدَةٌ ، فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ : مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ ، فَعَلِمْتُ اَنَّهُ خُيِّرَ ـ

৪২৩১ মুহম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হাওশাব (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি যে, প্রত্যেক নবী অন্তিম সময়ে রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লে তাঁকে দুনিয়া ও আখিরাতের যে কোন একটি নির্বাচন করার ইখতিয়ার দেওয়া হয়। যে অসুস্থতায় তাঁকে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে সে অসুস্থতায় তাঁর ভীষণ শ্বাসকষ্ট আরম্ভ হয়েছিল। সে সময় আমি তাঁকে مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ [তাঁরা নবীগণ, সত্যনিষ্ঠ শহীদ ও সৎকর্মপরায়ণ যাদের প্রতি আল্লাহ্ অনুগ্রহ করেছেন, তাঁদের সঙ্গী হবেন (৪ ঃ ৬৯)] বলতে শুনেছি। এরপর আমি বুঝে নিয়েছি যে তাঁকে ইখতিয়ার (শ্বাসকষ্ট) দেয়া হয়েছে।

٢٣٣٩ . بَابُ قَوْلِهِ: وَمَا لَكُمْ لاَ تُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ .....اِلَى الظَّالِمِ اَهْلُهَا

২৩৩৯. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর বাণী ঃ তোমাদের কী হল যে তোমরা যুদ্ধ করবে না আল্লাহ্‌র পথে এবং অসহায় নর-নারী ও শিশুগণের জন্য ..... যার অধিবাসী জালিম (৪ ঃ ৭৫)

٤٢٣٢ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ كُنْتُ اَنَا وَاُمِّيْ مِنَ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ ـ

৪২৩২ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) ..... 'উবায়দুল্লাহ্ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন যে, আমি ইব্‌ন 'আব্বাস (রা)-কে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেন যে, আমি এবং আমার আম্মা (আয়াতে উল্লিখিত) অসহায়দের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম।

٤٢٣٣ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنِ ابْنِ اَبِيْ مُلَيْكَةَ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ تَلاَ : اِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ ، قَالَ كُنْتُ اَنَا وَاُمِّيْ مِمَّنْ عَذَرَ اللّٰهُ ، وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ حَصِرَتْ ضَاقَتْ تَلْوُوْا اَلْسِنَتَكُمْ بِالشَّهَادَةِ، وَقَالَ غَيْرُهُ : اَلْمُرَاغَمُ الْمُهَاجَرُ ، رَاغَمْتُ هَاجَرْتُ قَوْمِيْ ، مَوْقُوْتًا مُوَقَّتًا وَقَّتَهُ عَلَيْهِمْ

banglainternet.com

৪২৩৩ সুলায়মান ইব্‌ন হারব (র) ..... ইব্‌ন আবূ মুলায়কা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) اِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ —"তবে যেসব অসহায় পুরুষ, নারী ও শিশু

.....(৪ ঃ ৯৮) আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন এবং বললেন, আল্লাহ্ যাদের অক্ষমতা অনুমোদন করেছেন আমি এবং আমার আম্মা তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত حَصِرَتْ —সংকুচিত হয়েছে। تَلُوْا اَلْسِنَتَكُمْ بِالشَّهَادَةِ —সাক্ষ্য দিতে তাদের জিহ্বা বক্র হয়। اَلْمَرَاغَمُ — اَلْمُهَاجَرُ —হিজরতের স্থান, رَاغَتْ قَوْمِي —আমার গোত্রকে ছেড়ে দিয়েছি, مَوْقُوْتًا এবং مُوَقَّتًا —তাদের উপর সময় নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে।

٢٣٤٠. بَابُ قَوْلِهِ :فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِيْنَ فِئَتَيْنِ وَاللّٰهُ اَرْكَسَهُمْ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ بَدَّدَهُمْ فِئَةٌ جَمَاعَةٌ

২৩৪০. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্র বাণী ঃ তোমাদের কী হলো যে, তোমরা মুনাফিকদের সম্বন্ধে দু'দল হয়ে গেলে! যখন আল্লাহ্ তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের জন্যে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দিয়েছেন (৪ ঃ ৮৮)

ইব্ন আব্বাস (রা) বলেছেন, بَدَّدَهُمْ —তাদেরকে ছত্রভঙ্গ করেছেন, فِئَةٌ —দল।

٤٢٣٤ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِيْنَ فِئَتَيْنِ رَجَعَ نَاسٌ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ (ص) مِنْ اُحُدٍ وَكَانَ النَّاسُ فِيْهِمْ فِرْقَتَيْنِ فَرِيْقٌ يَقُوْلُ اُقْتُلْهُمْ وَفَرِيْقٌ يَقُوْلُ لاَ فَنَزَلَتْ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِيْنَ فِئَتَيْنِ، وَقَالَ اِنَّهَا طَيْبَةٌ تَنْفِيْ الْخَبَثَ ، كَمَا تَنْفِي النَّارُ خَبَثَ الْفِضَّةِ ـ

৪২৩৪ মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) .....যায়দ ইবন সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত, فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِيْنَ فِئَتَيْنِ — উহুদের যুদ্ধ থেকে একদল লোক দলত্যাগ করে ফিরে এসেছিল, এরপর তাদের ব্যাপারে লোকেরা দু'দল হয়ে গেল, একদল বলেছে তাদেরকে হত্যা করে ফেল ; অপর দল বলেছিল তাদেরকে হত্যা করো না, তখন নাযিল হল ঃ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِيْنَ فِئَتَيْنِ অর্থাৎ নবী করীম (সা) বলেছেন, এই মদীনা হচ্ছে পবিত্র স্থান, আগুন যেভাবে রৌপ্যের কালিমা বিদূরিত করে এটাও খবীস ও অসৎদেরকে বিদূরিত করে।

٢٣٤١ . بَابُ قَوْلِهِ : وَاِذَا جَاءَهُمْ اَمْرٌ مِنَ الْاَمْنِ اَوِ الْخَوْفِ اَذَاعُوْا بِهِ - يَسْتَنْبِطُوْنَهُ يَسْتَخْرِجُوْنَهُ ، حَسِيْبًا كَافِيًا ، اِلاَّ اِنَاثًا الْمَوَاتَ حَجَرًا اَوْ مَدَرًا ، وَمَا اَشْبَهَهُ ، مَرِيْدًا مُتَفَرِّدًا ، فَلَيُبَتِّكُنَّ بَتْكَهُ قَطْعَهُ ، قَيْلاً ، وَقَوْلاً وَاحِدٌ ، طُبِعَ خُتِمَ ـ

২৩৪১. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্র বাণী ঃ যখন শান্তি অথবা শঙ্কার কোন সংবাদ তাদের কাছে আসে তখন তারা তা প্রচার করে থাকে (৪ ঃ ৮৩)

اَذَاعُوْا بِهِ —তা প্রচার করে দেয়, يَسْتَنْبِطُوْنَهُ —খুঁজে বের করে, حَسِيْبًا —যথেষ্ট, اِنَاثًا —মৃত, পাথর হোক কিংবা মাটি অথবা এ রকম অন্য কিছু। مَرِيْدًا —বিদ্রোহী, قَيْلاً আর قَوْلاً একই অর্থাৎ বলা, طُبِعَ —সীলকৃত। فَلَيُبَتِّكُنَّ بَتْكَهُ —কর্ণচ্ছেদ করা।

banglainternet.com

٢٣٤٢ . بَابُ قَوْلِهِ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ

২৩৪২. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মু'মিনকে হত্যা করলে তার শাস্তি জাহান্নাম (৪ ঃ ৯৩)

٤٢٣٥ حَدَّثَنَا اٰدَمُ بْنُ اَبِىْ اِيَاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مُغِيْرَةُ بْنُ النُّعْمَانِ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ اخْتُلِفَ فِيْهَا اَهْلُ الْكُوْفَةِ فَرَحَلْتُ فِيْهَا اِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَسَاَلْتُهُ عَنْهَا فَقَالَ نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ هِىَ اٰخِرُ مَا نَزَلَ وَمَا نَسَخَهَا شَىْءٌ۔

৪২৩৫ আদম ইবন আবূ ইয়াস (র) ..... সাঈদ ইবন জুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন যে, এই আয়াত সম্পর্কে কূফাবাসিগণ ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করল। (কেউ বলেন তা মনসূখ, কেউ বলেন মনসূখ নয়, এরপর এর সমাধানের জন্য) আমি হযরত ইবন আব্বাস (রা)-এর কাছে গেলাম এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, উত্তরে তিনি বললেন, وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে এবং এটি শেষের দিকে অবতীর্ণ আয়াত; এটাকে কোন কিছু মনসূখ করেনি।

٢٣٤٣ . بَابُ قَوْلِهِ : وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ اَلْقٰى اِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا

২৩৪৩. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ কেউ তোমাদেরকে সালাম করলে তাকে বলো না 'তুমি মু'মিন নও' (৪ ঃ ৯৪)

اَلسَّلَامُ এবং اَلسَّلْمُ একরূপ, অর্থ শান্তি।

٤٢٣٦ حَدَّثَنِىْ عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ اَلْقٰى اِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَانَ رَجُلٌ فِىْ غُنَيْمَةٍ لَهُ فَلَحِقَهُ الْمُسْلِمُوْنَ ، فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ، فَقَتَلُوْهُ وَاَخَذُوْا غُنَيْمَتَهُ ، فَاَنْزَلَ اللّٰهُ فِىْ ذَالِكَ اِلَى قَوْلِهِ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا تِلْكَ الْغُنَيْمَةُ ، قَالَ قَرَاَ ابْنُ عَبَّاسٍ السَّلَامَ۔

৪২৩৬ আলী ইবন আবদুল্লাহ্ (র) ..... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন যে, وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ اَلْقٰى اِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا আয়াতের ঘটনা হচ্ছে এই যে, এক ব্যক্তির কিছু সংখ্যক ছাগল ছিল, মুসলিমদের সাথে তার সাক্ষাৎ ঘটায় সে তাঁদেরকে বলল "আসসালামু আলায়কুম", মুসলিমরা তাকে হত্যা করল এবং তার ছাগলগুলো হস্তগত করে ফেলল, এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করলেন عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا تِلْكَ الْغُنَيْمَةُ —ইহজীবনের সম্পদের আকাঙ্ক্ষায়—আর সে সম্পদ হচ্ছে এ ছাগল পাল।

আতা (র) বলেন, ইবন আব্বাস (রা) اَلسَّلَامَ পড়েছেন।

banglainternet.com

٢٣٤٤ . بَابُ قَوْلِهِ : لاَ يَسْتَوِى الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

২৩৪৪. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ মু'মিনদের মধ্যে যারা অক্ষম নয় অথচ ঘরে বসে থাকে ও যারা আল্লাহ্‌র পথে স্বীয় ধন-প্রাণ দ্বারা জিহাদ করে তারা সমান নয় (৪ ঃ ৯৫)

٤٢٣٧ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِىْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ السَّاعِدِىُّ اَنَّهُ رَاَى مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ فِى الْمَسْجِدِ فَاَقْبَلْتُ حَتّٰى جَلَسْتُ اِلٰى جَنْبِهِ ، فَاَخْبَرَنَا اَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) اَمْلٰى عَلَيْهِ لاَ يَسْتَوِى الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ، فَجَاءَهُ ابْنُ اُمِّ مَكْتُوْمٍ وَهُوَ يُمِلُّهَا عَلَىَّ ، قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَوْ اَسْتَطِيْعُ الْجِهَادَ لَجَاهَدْتُ وَكَانَ اَعْمٰى ، فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهِ (ص) وَفَخِذُهُ عَلٰى فَخِذِىْ فَثَقُلَتْ عَلَىَّ حَتّٰى خِفْتُ اَنْ تَرُضَّ فَخِذِىْ ثُمَّ سُرِّىَ عَنْهُ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ : غَيْرُ اُولِى الضَّرَرِ -

৪২৩৭ ইসমাঈল ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) ..... যায়দ ইব্‌ন সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে لاَ يَسْتَوِى الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ আয়াতটি লেখার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি আমাকে বলে যাচ্ছিলেন এমতাবস্থায় ইব্‌ন উম্মে মাকতুম (রা) তাঁর কাছে আগমন করলেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা) আল্লাহ্‌র শপথ যদি আমি জিহাদ করতে সক্ষম হতাম তা হলে অবশ্যই জিহাদ করতাম। তিনি অন্ধ ছিলেন। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূল (সা)-এর উপর ওহী অবতীর্ণ করলেন, এমতাবস্থায় যে তাঁর উরু আমার উরুর উপর ছিল তা আমার কাছে এতই ভারী অনুভূত হচ্ছিল যে, আমি আমার উরু থেতলিয়ে যাওয়ার আশংকা করছিলাম। তারপর তাঁর থেকে এই অবস্থা কেটে গেল, আর আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন ঃ غَيْرُ اُولِى الضَّرَرِ —অক্ষমদের ব্যতীত। (৪ ঃ ৯৫)

٤٢٣٨ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ : لاَ يَسْتَوِى الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ دَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) زَيْدًا فَكَتَبَهَا ، فَجَاءَ ابْنُ اُمِّ مَكْتُوْمٍ فَشَكَا ضَرَارَتَهُ ، فَاَنْزَلَ اللّٰهُ : غَيْرُ اُولِى الضَّرَرِ

৪২৩৮ হাফ্‌স ইব্‌ন 'উমর (র) ..... বারা' (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বললেন, যখন لاَ يَسْتَوِى الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ —আয়াতটি নাযিল হল, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যায়দ (রা)-কে ডাকলেন। তিনি তা লিখে নিলেন। ইব্‌ন উম্মে মাকতুম (রা) এসে তাঁর দৃষ্টিহীনতার 'ওযর পেশ করলেন, আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন ঃ غَيْرُ اُولِى الضَّرَرِ —অক্ষমদের ব্যতীত। (৪ ঃ ৯৫)

banglainternet.com

٤٢٣٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ : لاَ يَسْتَوِى الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ، قَالَ النَّبِيُّ (ص) اُدْعُوْا فُلاَنًا ، فَجَاءَهُ وَمَعَهُ الدَّوَاةُ وَاللَّوْحُ وَ الْكَتِفُ فَقَالَ اُكْتُبْ : لاَ يَسْتَوِى الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ، وَخَلْفَ النَّبِيِّ (ص) ابْنُ اُمِّ مَكْتُوْمٍ ، فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنَا ضَرِيْرٌ ، فَنَزَلَتْ مَكَانَهَا : لاَ يَسْتَوِى الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُ اُوْلِى الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ -

৪২৩৯ মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ (র) .... বারা' (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন যে, لاَ يَسْتَوِى الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ আয়াতটি যখন নাযিল হল, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন অমুককে ডেকে আন। এরপর দোয়াত, কাঠ অথবা হাড় খণ্ড নিয়ে তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে আসলেন। তিনি বললেন, লিখে নাও ঃ لاَ يَسْتَوِى الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُجَاهِدُوْنَ ... فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পেছনে ছিলেন ইব্ন উম্মে মাকতুম (রা)। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা) আমি দৃষ্টিহীন। এরপর তখনই অবতীর্ণ হল ঃ لاَ يَسْتَوِى الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُ اُوْلِى الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

٤٢٤٠ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ اَخْبَرَنَا هِشَامٌ اَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ اَخْبَرَهُمْ ح قَالَ وَحَدَّثَنِيْ اِسْحٰقُ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَبْدُ الْكَرِيْمِ اَنَّ مِقْسَمًا مَوْلٰى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ اَخْبَرَهُ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَخْبَرَهُ : لاَ يَسْتَوِى الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَنْ بَدْرٍ ، وَالْخَارِجُوْنَ اِلٰى بَدْرٍ -

৪২৪০ ইব্রাহীম ইব্ন মূসা (র) .... ইব্ন 'আব্বাস (রা) অবহিত করেছেন যে, বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী আর বদরের যুদ্ধে অনুপস্থিত মু'মিনগণ সমান নয়।

٢٣٤٥ . بَابُ قَوْلِهِ : اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفّٰهُمُ الْمَلٰئِكَةُ ظَالِمِيْ اَنْفُسِهِمْ قَالُوْا فِيْمَ كُنْتُمْ قَالُوْا كُنَّا مُسْتَضْعَفِيْنَ فِى الْاَرْضِ قَالُوْا اَلَمْ تَكُنْ اَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوْا فِيْهَا

২৩৪৫. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্র বাণী ঃ যারা নিজেদের উপর জুলুম করে তাদের প্রাণ গ্রহণের সময় ফেরেশতাগণ বলে, তোমরা কী অবস্থায় ছিলে? তারা বলে, 'দুনিয়ায় আমরা অসহায় ছিলাম; তারা বলে, 'দুনিয়া কি এমন প্রশস্ত ছিল না যেথায় তোমরা হিজরত করতে? (৪ ঃ ৯৭)

٤٢٤١ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ الْمُقْرِئُ قَالَ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ وَغَيْرُهُ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَبُو الْاَسْوَدِ قَالَ قُطِعَ عَلٰى اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ بَعْثٌ فَاكْتُتِبْتُ فِيْهِ فَلَقِيْتُ عِكْرِمَةَ مَوْلٰى ابْنِ عَبَّاسٍ فَاَخْبَرْتُهُ فَنَهَانِيْ

banglainternet.com

عَنْ ذٰلِكَ اَشَدَّ النَّهْيِ ، ثُمَّ قَالَ اَخْبَرَنِيْ ابْنُ عَبَّاسٍ اِنَّ نَاسًا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ كَانُوْا مَعَ الْمُشْرِكِيْنَ يُكَثِّرُوْنَ سَوَادَ الْمُشْرِكِيْنَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) يَاْتِى السَّهْمُ فَيُرْمٰى بِهٖ فَيُصِيْبُ اَحَدَهُمْ فَيَقْتُلُهُ اَوْ يُضْرَبُ فَيُقْتَلُ ، فَاَنْزَلَ اللّٰهُ : اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفّٰهُمُ الْمَلٰئِكَةُ ظَالِمِيْ اَنْفُسِهِمْ الْاٰيَةَ ، رَوَاهُ اللَّيْثُ عَنْ اَبِى الْاَسْوَدِ ـ

৪২৪১ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইয়াযীদ মুকবুরী (র)..... আবুল আসওয়াদ মুহাম্মদ ইব্ন আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন যে, একদল সৈন্য প্রেরণের জন্যে মদীনাবাসীদের উপর নির্দেশ জারি করা হল, এরপর আমাকেও তাতে অন্তর্ভুক্ত করা হল। আমি ইব্ন আব্বাস (রা)-এর মুক্ত গোলাম ইকরামার সাথে সাক্ষাৎ করলাম এবং তাঁকে এ ব্যাপারে অবহিত করলাম। তিনি আমাকে এ ব্যাপারে কঠোরভাবে নিষেধ করলেন, তারপর বললেন কিছুসংখ্যক মুসলিম মুশরিকদের সাথে থেকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিরুদ্ধে মুশরিকদের দল ভারী করেছিল, তীর এসে তাদের কারো উপর পতিত হত এবং তাকে মেরে ফেলত অথবা তাদের কেউ মার খেত এবং নিহত হত তখন আল্লাহ্ তা'আলা অবতীর্ণ করলেন ঃ اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفّٰهُمُ الْمَلٰئِكَةُ ظَالِمِيْ اَنْفُسِهِمْ الْاٰيَةَ আবুল আসওয়াদ থেকে লাইস এটা বর্ণনা করেছেন।

٢٣٤٦ . بَابُ قَوْلِهِ : اِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لاَ يَسْتَطِيْعُوْنَ حِيْلَةً وَلاَ يَهْتَدُوْنَ سَبِيْلاً

২৩৪৬. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্র বাণী ঃ তবে যেসব অসহায় পুরুষ, নারী ও শিশু কোন উপায় অবলম্বন করতে পারে না এবং কোন পথও পায় না (৪ ঃ ৯৮)

٤٢٤٢ حَدَّثَنَا اَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنِ ابْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ ، قَالَ كَانَتْ اُمِّىْ مِمَّنْ عَذَرَ اللّٰهُ ـ

৪২৪২ আবূ নু'মান (র) ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, اِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ সম্পর্কে তিনি বলেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা যাদের অক্ষমতা কবূল করেছেন আমার মাতা তাঁদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

٢٣٤٧ . بَابُ قَوْلِهِ : عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللّٰهُ عَفُوًّا غَفُوْرًا

২৩৪৭. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্র বাণী ঃ আল্লাহ্ অচিরেই তাদের পাপ মোচন করবেন, আল্লাহ্ পাপ মোচনকারী, ক্ষমাশীল (৪ ঃ ৯৯)

٤٢٤٣ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيٰى عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَا النَّبِىُّ (ص) يُصَلِّى الْعِشَاءَ اِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، ثُمَّ قَالَ قَبْلَ اَنْ يَّسْجُدَ اَللّٰهُمَّ نَجِّ عَيَّاشَ بْنَ اَبِىْ رَبِيْعَةَ ، اَللّٰهُمَّ نَجِّ سَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ ، اَللّٰهُمَّ نَجِّ الْوَلِيْدَ بْنَ الْوَلِيْدِ ، اَللّٰهُمَّ نَجِّ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ،

banglainternet.com

اَللّٰهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلٰى مُضَرَ ، اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا سِنِيْنَ كَسِنِيْ يُوْسُفَ ـ

৪২৪৩ আবূ নু'আঈম (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) বলেন যে, নবী (সা) 'ইশার নামায পড়ছিলেন, তিনি সামি আল্লাহুলিমান হামিদা বললেন, তারপর সিজদা করার পূর্বে বললেন, হে আল্লাহ্! আয়্যাশ ইব্ন আবূ রাবিয়াকে মুক্ত করুন, হে আল্লাহ্! সালামা ইব্ন হিশামকে মুক্ত করুন, হে আল্লাহ্, ওয়ালিদ ইব্ন ওয়ালিদকে মুক্ত করুন, হে আল্লাহ্! অসহায় মু'মিনদেরকে মুক্ত করুন, হে আল্লাহ্, মুযার গোত্রের উপর কঠিন শাস্তি নাযিল করুন, হে আল্লাহ্! এটাকে ইউসুফ (আ)-এর যুগের দুর্ভিক্ষে রূপান্তরিত করুন।

٢٣٤٨ . بَابُ قَوْلِهِ : وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ كَانَ بِكُمْ اَذًى مِّنْ مَّطَرٍ اَوْ كُنْتُمْ مَّرْضٰى اَنْ تَضَعُوْا اَسْلِحَتَكُمْ

২৩৪৮. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্র বাণী ঃ যদি তোমরা বৃষ্টির জন্যে কষ্ট পাও অথবা পীড়িত থাক তবে তোমরা অস্ত্র রেখে দিলে তোমাদের কোন দোষ নেই (৪ ঃ ১০২)

٤٢٤٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ اَبُو الْحَسَنِ قَالَ اَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ يَعْلَى عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اِنْ كَانَ بِكُمْ اَذًى مِّنْ مَّطَرٍ اَوْ كُنْتُمْ مَّرْضٰى ، قَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ كَانَ جَرِيْحًا ـ

৪২৪৪ আবুল হাসান মুহাম্মদ ইব্ন মুকাতিল (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, اِنْ كَانَ بِكُمْ اَذًى مِّنْ مَّطَرٍ اَوْ كُنْتُمْ مَّرْضٰى সম্পর্কে তিনি বলেছেন যে আবদুর রহমান ইব্ন 'আউফ (রা) আহত ছিলেন।

٢٣٤٩ . بَابُ قَوْلِهِ : وَيَسْتَفْتُوْنَكَ فِى النِّسَاءِ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِيْهِنَّ وَمَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ فِى الْكِتَابِ فِىْ يَتَامٰى النِّسَاءِ

২৩৪৯. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্র বাণী ঃ লোকে আপনার কাছে নারীদের বিষয়ে ব্যবস্থা জানতে চায়, আপনি বলুন আল্লাহ্ই তাদের সম্বন্ধে তোমাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছেন, এবং ইয়াতীম নারীদের সম্পর্কে (যাদের প্রাপ্য তোমরা প্রদান কর না অথচ তোমরা তাদেরকে বিয়ে করতে চাও, অসহায় শিশুদের সম্বন্ধে এবং ইয়াতীমদের প্রতি তোমাদের ন্যায় বিচার সম্পর্কে) যা কিতাবে শোনানো হয় (৪ ঃ ১২৭)

٤٢٤٥ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ قَالَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا * وَيَسْتَفْتُوْنَكَ فِى النِّسَاءِ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِيْهِنَّ اِلٰى قَوْلِهِ وَتَرْغَبُوْنَ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ ، قَالَتْ عَائِشَةُ هُوَ الرَّجُلُ تَكُوْنُ عِنْدَهُ الْيَتِيْمَةُ هُوَ وَلِيُّهَا وَوَارِثُهَا فَاشْرَكَتْهُ فِىْ مَالِهِ حَتّٰى فِى الْعَذْقِ فَيَرْغَبُ اَنْ يَنْكِحَهَا وَيَكْرَهُ

banglainternet.com

اَنْ يُزَوِّجَهَا رَجُلاً ، فَيَشْرِكُهُ فِىْ مَالِهِ بِمَا شَرِكَتْهُ فَيَعْضُلُهَا ، فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ ـ

৪২৪৫ 'উবায়দ ইব্ন ইসমাঈল (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, وَيَسْتَفْتُوْنَكَ فِى النِّسَاءِ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِيْهِنَّ اِلٰى قَوْلِهِ وَتَرْغَبُوْنَ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ আয়াত সম্পর্কে তিনি বলেছেন যে, সে হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যার নিকট ইয়াতীম বালিকা থাকে সে তার অভিভাবক এবং তার মুরুব্বি, এরপর সেই বালিকা সেই অভিভাবকের সম্পত্তির অংশীদার হয়ে যায়, এমনকি খেজুর বৃক্ষেও। সে ব্যক্তি তাকে বিবাহ করা থেকে বিরত থাকে এবং অন্য কারো নিকট বিয়ে দিতেও অপছন্দ করে এ আশংকায় যে, তার যেই সম্পত্তিতে বালিকা অংশীদার সেই সম্পত্তিতে তৃতীয় ব্যক্তি অংশীদার হয়ে যাবে। এভাবে সেই ব্যক্তি ঐ বালিকাকে আবদ্ধ করে রাখে। তাই এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে।

٢٣٥٠ . بَابُ قَوْلِهِ : وَاِنِ امْرَاَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوْزًا اَوْ اِعْرَاضًا * وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ شِقَاقًا تَفَاسُدٌ ، وَاُحْضِرَتِ الْاَنْفُسُ الشُّحَّ هَوَاهُ فِى الشَّىْءِ يَحْرِصُ عَلَيْهِ ، كَالْمُعَلَّقَةِ لاَ اَيِّمَ وَلاَ ذَاتُ زَوْجٍ نُشُوْزًا الْبُغْضُ ـ

২৩৫০. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ কোন স্ত্রী যদি তার স্বামীর দুর্ব্যবহার ও উপেক্ষার আশংকা করে (৪ ঃ ১২৮)

ইব্ন আব্বাস (রা) বলেছেন, شِقَاقٌ — পরস্পর ঝগড়া-বিবাদ, وَاُحْضِرَتِ الْاَنْفُسُ الشُّحَّ — কোন বস্তুর প্রতি তার আকর্ষণ যা লোভাতুর করে, كَالْمُعَلَّقَةِ সধবাও নয় বিধবাও নয়, ঝুলন্ত। نُشُوْزًا — হিংসা।

٤٢٤٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا وَاِنِ امْرَاَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوْزًا اَوْ اِعْرَاضًا قَالَتِ الرَّجُلُ تَكُوْنُ عِنْدَهُ الْمَرْاَةُ لَيْسَ بِمُسْتَكْثِرٍ مِنْهَا اَنْ يُفَارِقَهَا ، فَتَقُوْلُ اَجْعَلُكَ مِنْ شَاْنِىْ فِىْ حِلٍّ ، فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ فِىْ ذٰلِكَ ـ

৪২৪৬ মুহাম্মদ ইব্ন মুকাতিল (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, وَاِنِ امْرَاَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوْزًا اَوْ اِعْرَاضًا আয়াত সম্পর্কে তিনি বলেছেন, যে কোন ব্যক্তির যাওয়িয়তে কোন মহিলা থাকে কিন্তু স্বামী তার প্রতি আকৃষ্ট নয় বরং তাকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে চায়, তখন স্ত্রী বলে আমার এই এই পাওনায় আমি তোমাকে অব্যাহতি দিচ্ছি, এতদুপলক্ষে এ আয়াত নাযিল হল।

٢٣٥١ . بَابُ قَوْلِهِ : اِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ فِى الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ اَسْفَلَ النَّارِ ، نَفَقًا سَرَبًا

banglainternet.com

২৩৫১. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ মুনাফিকগণ তো জাহান্নামের নিম্নতম স্তরে থাকবে (৪ ঃ ১৪৫)

ইব্ন আব্বাস (রা) اَسْفَلَ النَّارِ সম্বন্ধে পদের সাথে পড়েছেন। نَفَقًا —ভূগর্ভে—সুড়ঙ্গ।

٤٢٤٧ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِيْ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِيْ إِبْرَاهِيْمُ عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ كُنَّا فِيْ حَلْقَةِ عَبْدِ اللّٰهِ فَجَاءَ حُذَيْفَةُ حَتّٰى قَامَ عَلَيْنَا فَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ لَقَدْ أُنْزِلَ النِّفَاقُ عَلٰى قَوْمٍ خَيْرٍ مِنْكُمْ قَالَ الْأَسْوَدُ سُبْحَانَ اللّٰهِ ، إِنَّ اللّٰهَ يَقُوْلُ : إِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ فَتَبَسَّمَ عَبْدُ اللّٰهِ ، وَجَلَسَ حُذَيْفَةُ فِيْ نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ ، فَقَامَ عَبْدُ اللّٰهِ فَتَفَرَّقَ أَصْحَابُهُ فَرَمَانِيْ بِالْحَصٰى ، فَأَتَيْتُهُ فَقَالَ حُذَيْفَةُ عَجِبْتُ مِنْ ضَحِكِهِ ، وَقَدْ عَرَفَ مَا قُلْتُ لَقَدْ أُنْزِلَ النِّفَاقُ عَلٰى قَوْمٍ ، كَانُوْا خَيْرًا مِنْكُمْ ثُمَّ تَابُوْا ، فَتَابَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ـ

৪২৪৭ উমর ইব্ন হাফস (র) ..... আসওয়াদ (র) বলেছেন, আমরা আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা)-এর মজলিশে ছিলাম, সেখানে হুযায়ফা আসলেন এবং আমাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান হয়ে সালাম দিলেন। এরপর বললেন, তোমাদের চেয়ে উত্তম গোত্রের উপরও মুনাফিকী এসেছিল পরীক্ষাস্বরূপ। আসওয়াদ বললেন, সুবহানাল্লাহ্! অথচ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "মুনাফিকগণ জাহান্নামের নিম্নতম স্তরে থাকবে" হুযায়ফা (রা)-এর সত্য প্রকাশে আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) হেসে উঠলেন। হুযায়ফা (রা) মসজিদের এক কোণে গিয়ে বসলেন, আবদুল্লাহ্ (রা) উঠে গেলে তাঁর শাগরিদরাও চলে গেলেন। এরপর হুযায়ফা (রা) আমার দিকে একটি পাথর টুকরো নিক্ষেপ করে আমাকে ডাকলেন। আমি তার নিকট গেলে তিনি বললেন, তাঁর নিছক হাসিতে আমি আশ্চর্য হলাম অথচ আমি যা বলেছি তা তিনি বুঝেছেন। এমন এক গোত্র যারা তোমাদের চেয়ে উত্তম তাদের উপর মুনাফিকী অবতরণ করা হয়েছিল। তারপর তারা তওবা করেছে এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাদের তওবা কবূল করেছেন।

٢٣٥٢ . بَابُ قَوْلِهِ : إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ إِلٰى قَوْلِهِ وَيُوْنُسَ وَهٰرُوْنَ وَسُلَيْمَانَ

২৩৫২. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্র বাণী ঃ তোমার নিকট ওহী প্রেরণ করেছি যেমন ইউনুস, হারূন এবং সুলায়মান (আ)-এর নিকট ওহী প্রেরণ করেছিলাম (৪ ঃ ১৬৩)

٤٢٤٨ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِيْ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ مَا يَنْبَغِيْ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُوْلَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُوْنُسَ بْنِ مَتّٰى ـ

৪২৪৮ মুসাদ্দাদ (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সা) বলেছেন যে, "আমি ইউনুস ইব্ন মাত্তা (আ) থেকে উত্তম" এটা বলা কারো উচিত নয়।

٤٢٤٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ حَدَّثَنَا هِلَالٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ مَنْ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُوْنُسَ بْنِ مَتّٰى فَقَدْ كَذَبَ ـ

banglainternet.com

৪২৪৯ মুহাম্মদ ইব্‌ন সিনান (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা) বলেছেন যে, যে ব্যক্তি বলে "আমি ইউনুস ইব্‌ন মাত্তা থেকে উত্তম" সে মিথ্যা বলে।

٢٣٥٣ . بَابُ قَوْلِهِ : يَسْتَفْتُوْنَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلَالَةِ اِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ اُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا اِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ

২৩৫৩. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ লোকে তোমার নিকট ব্যবস্থা জানতে চায়। বল, পিতা-মাতাহীন নিঃসন্তান ব্যক্তি সম্বন্ধে তোমাদেরকে আল্লাহ্ ব্যবস্থা জানাচ্ছেন — কোন পুরুষ মারা গেলে সে যদি সন্তানহীন হয় এবং তার এক ভগ্নি থাকে তবে তার জন্যে পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধাংশ, এবং সে যদি সন্তানহীনা হয় তবে তার ভাই তার উত্তরাধিকারী হবে (৪ ঃ ১৭৬)

كَلَالَةِ — যার পিতা কিংবা পুত্র উত্তরাধিকারী না থাকে مُكِلَّةُ النَّسَبِ বাক্য থেকে এটা ক্রিয়াপদ।

٤٢٥٠ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اٰخِرُ سُوْرَةٍ نَزَلَتْ بَرَاءَةُ ، وَاٰخِرُ اٰيَةٍ نَزَلَتْ يَسْتَفْتُوْنَكَ ـ

৪২৫০ সুলায়মান ইব্‌ন হারব (র) ..... আবূ ইসহাক (র) থেকে বর্ণিত। আমি বারা' (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, সর্বশেষ অবতীর্ণ সূরা হচ্ছে "বারাআ'ত" এবং সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াত হচ্ছে—يَسْتَفْتُوْنَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلَالَةِ

سُوْرَةُ الْمَائِدَةِ

সূরা আল-মায়িদা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

حُرُمٌ وَاحِدُهَا حَرَامٌ ، فَبِمَا نَقْضِهِمْ بِنَقْضِهِمِ الَّتِىْ كَتَبَ اللّٰهُ جَعَلَ اللّٰهُ تَبُوْءُ تَحْمِلُ ، وَقَالَ غَيْرُهُ: اَلْاِغْرَاءُ التَّسْلِيْطُ ، دَائِرَةٌ دَوْلَةٌ، اُجُوْرَهُنَّ مُهُوْرَهُنَّ، مُخْصِنَةٍ مُجَاعَةٍ

حُرُمٌ একবচনে حَرَامٌ নিষিদ্ধ অবস্থায় (৫ ঃ ১), فَبِمَا نَقْضِهِمْ — তাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের কারণে (৫ ঃ ১৩), الَّتِىْ كَتَبَ اللّٰهُ — যা আল্লাহ্ নির্ধারণ করেছেন, تَبُوْءُ — বহন করবে, অন্য একজন বলেছেন اَلْاِغْرَاءُ

banglainternet.com

—শক্তিশালী করে দেয়া, دَائِرَةٌ —ওলট-পালট, أُجُوْرَهُنَّ —তাদের মাহর, مَخْمَصَةٍ —ক্ষুধার তাড়নায় (৫ ঃ ৩)

قَالَ سُفْيَانُ مَا فِي الْقُرْاٰنِ اٰيَةٌ اَشَدُّ عَلَيَّ مِنْ لَسْتُمْ عَلٰى شَيْءٍ حَتّٰى تُقِيْمُوا التَّوْرَاةَ وَالْاِنْجِيْلَ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ . مَنْ اَحْيَاهَا يَعْنِيْ مَنْ حَرَّمَ قَتْلَهَا اِلاَّ بِحَقٍّ اَحْيَى النَّاسَ مِنْهُ جَمِيْعًا - شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَسُنَّةً الْمُهَيْمِنُ الْاَمِيْنُ الْقُرْاٰنُ اَمِيْنٌ عَلٰى كُلِّ كِتَابٍ قَبْلَهُ.

(হে কিতাবীগণ) তাওরাত, ইন্‌জিল ও যাহা তোমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তোমরা তা প্রতিষ্ঠিত না করা পর্যন্ত তোমাদের কোন ভিত্তিই নেই। (৫ ঃ ৬৮)

সুফিয়ান সাওরী (র) বলেন, আমার দৃষ্টিতে কুরআনে করীমে لَسْتُمْ عَلٰى شَيْءٍ حَتّٰى تُقِيْمُوا التَّوْرَاةَ وَالْاِنْجِيْلَ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ আয়াতটির চেয়ে কঠোর অন্য কোন আয়াত নেই। مَنْ اَحْيَاهَا —আর কারো প্রাণ রক্ষা করলে সে যেন দুনিয়ার সকল মানুষের প্রাণ রক্ষা করল। (৫ ঃ ৩২)। شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا —আইন ও স্পষ্ট পথ, নিয়ম (৫ ঃ ৪৮), الْمُهَيْمِنُ —আমানতদার, কুরআন তার পূর্ববর্তী সকল কিতাবের আমানতদার। (৫ ঃ ৪৮)

٢٣٥٤ . بَابُ قَوْلِهِ : اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ

২৩৫৪. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ আজ তোমাদের জন্যে তোমাদের দীন পূর্ণাঙ্গ করলাম (৫ ঃ ৩)

٤٢٥١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ قَيْسٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَتِ الْيَهُوْدُ لِعُمَرَ اِنَّكُمْ تَقْرَؤُنَ اٰيَةً لَوْ نَزَلَتْ فِيْنَا لاَتَّخَذْنَاهَا عِيْدًا فَقَالَ عُمَرُ اِنِّيْ لَاَعْلَمُ حَيْثُ اُنْزِلَتْ ، وَاَيْنَ اُنْزِلَتْ ، وَاَيْنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) حِيْنَ اُنْزِلَتْ يَوْمَ عَرَفَةَ وَاِنَّا وَاللّٰهِ بِعَرَفَةَ ، قَالَ سُفْيَانُ وَاَشُكُّ كَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اَمْ لاَ : اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ.

৪২৫১ মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) ..... তারিক ইব্‌ন শিহাব থেকে বর্ণিত, ইহুদিগণ 'উমর ফারূক (রা)-কে বলল যে, আপনারা এমন একটি আয়াত পড়ে থাকেন তা যদি আমাদের মধ্যে অবতীর্ণ হত, তবে আমরা সেটাকে "ঈদ" করে রাখতাম। উমর (রা) বললেন, এটা কখন অবতীর্ণ হয়েছে, কোথায় অবতীর্ণ হয়েছে এবং নাযিলের সময় রাসূলুল্লাহ (সা) কোথায় ছিলেন, আল্লাহ্‌র শপথ আমরা সবাই 'আরাফাতে ছিলাম, সেই আয়াতটি হল— اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ

banglainternet.com

٢٣٥٥ . بَابُ قَوْلِهِ : فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا

২৩৫৫. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ এবং পানি না পাও তবে পবিত্র মাটির দ্বারা তায়াম্মুম করবে (৫ ঃ ৬)

تَيَمَّمُوْا — ইচ্ছে করবে তোমরা, أَمِّيْنَ — উদ্দেশ্য করে, أَمَّمْتُ আর تَيَمَّمْتُ একই, আমি ইচ্ছে করেছি, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, اَلْاِفْضَاءُ এবং وَالَّاتِيْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ، تَمَسُّوْهُنَّ ، لَمَسْتُمْ এই চারটিরই অর্থ সহবাস করা।

٤٢٥٢ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ (ص) قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) فِيْ بَعْضِ اَسْفَارِهِ حَتّٰى اِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ اَوْ بِذَاتِ الْجَيْشِ اِنْقَطَعَ عِقْدٌ لِيْ ، فَاَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) عَلَى الْتِمَاسِهِ وَاَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ وَلَيْسُوْا عَلٰى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَاَتَى النَّاسُ اِلٰى اَبِيْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ فَقَالُوْا اَلَا تَرٰى مَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ اَقَامَتْ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) وَبِالنَّاسِ وَلَيْسُوْا عَلٰى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ ، فَجَاءَ اَبُوْ بَكْرٍ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) وَاضِعٌ رَاْسَهُ عَلٰى فَخِذِيْ قَدْ نَامَ وَقَالَ حَبَسْتِ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) وَالنَّاسَ وَلَيْسُوْا عَلٰى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ ، قَالَتْ عَائِشَةُ فَعَاتَبَنِيْ اَبُوْ بَكْرٍ ، وَقَالَ مَا شَاءَ اللّٰهُ اَنْ يَقُوْلَ ، وَجَعَلَ يَطْعُنُنِيْ بِيَدِهِ فِيْ خَاصِرَتِيْ ، وَلَا يَمْنَعُنِيْ مِنَ التَّحَرُّكِ اِلَّا مَكَانُ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) عَلٰى فَخِذِيْ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) حَتّٰى اَصْبَحَ عَلٰى غَيْرِ مَاءٍ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ اٰيَةَ التَّيَمُّمِ فَتَيَمَّمُوْا قَالَ اُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ مَا هِيَ بِاَوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يَا اٰلَ اَبِيْ بَكْرٍ ، قَالَتْ فَبَعَثْنَا الْبَعِيْرَ الَّذِيْ كُنْتُ عَلَيْهِ فَاِذَا الْعِقْدُ تَحْتَهُ ـ

৪২৫২ ইসমাঈল (র) ..... নবী-পত্নী আয়েশা (রা) বলেছেন যে, আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে এক সফরে বের হলাম, বায়দা কিংবা যাতুল জায়শ নামক স্থানে পৌছার পর আমার গলার হার হারিয়ে গেল। তা খোঁজার জন্যে রাসূল (সা) তথায় অবস্থান করলেন এবং অন্যান্য লোকও তাঁর সাথে অবস্থান করল। সেখানেও কোন পানি ছিল না এবং তাদের সাথেও পানি ছিল না। এরপর লোকেরা আবূ বকর (রা)-এর কাছে আসল এবং বলল, আয়েশা (রা) যা করেছেন আপনি তা দেখেছেন কি? রাসূল (সা) এবং সকল লোককে আটকিয়ে রেখেছেন, অথচ তাদের কাছেও পানি নেই আবার সেখানেও পানি নেই। রাসূল (সা) আমার উরুতে মাথা রেখে ঘুমাচ্ছিলেন। এমতাবস্থায় আবূ বকর (রা) এলেন এবং বললেন, তুমি রাসূল (সা) এবং সকল লোককে আটকে রেখেছ অথচ সেখানেও পানি নেই আবার তাদের সাথেও পানি নেই। আয়েশা (রা) বলেন যে, আবূ বকর (রা) আমাকে দোষারোপ করলেন এবং আল্লাহ্ যা চেয়েছেন তা বলেছেন এবং তাঁর অঙ্গুলি দিয়ে আমার কোমরে খুঁসি দিতে লাগলেন, আমার কোলে রাসূল (সা)-এর অবস্থানই আমাকে পালিয়ে যেতে বাধা দিয়েছে। পানিবিহীন অবস্থায় ভোরে রাসূল (সা) ঘুম

banglainternet.com

থেকে উঠলেন। এরপর فَتَيَمَّمُوْا বলে আল্লাহ্ তা'আলা তায়াম্মুমের আয়াত নাযিল করলেন, তখন উসায়দ ইব্ন হুযায়র বললেন, হে আবূ বকর-এর বংশধর! এটা আপনাদের প্রথম মাত্র বরকত নয়।

আয়েশা (রা) বললেন, যে উটের উপর আমি ছিলাম, তাকে আমরা উঠালাম তখন দেখি হারটি তার নিচে।

٤٢٥٣ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَمْرٌو اَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ سَقَطَتْ قِلاَدَةٌ لِيْ بِالْبَيْدَاءِ ، وَنَحْنُ دَاخِلُوْنَ الْمَدِيْنَةَ فَاَنَاخَ النَّبِيُّ (ص) وَنَزَلَ فَثَنٰى رَأْسَهُ فِيْ حَجْرِيْ رَاقِدًا اَقْبَلَ اَبُوْ بَكْرٍ فَلَكَزَنِيْ لَكْزَةً شَدِيْدَةً وَقَالَ حَبَسْتِ النَّاسَ فِيْ قِلاَدَةٍ فَبِيْ الْمَوْتُ لِمَكَانِ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) وَقَدْ اَوْجَعَنِيْ ثُمَّ اِنَّ النَّبِيَّ (ص) اِسْتَيْقَظَ وَحَضَرَتِ الصُّبْحُ ، فَالْتُمِسَ الْمَاءُ فَلَمْ يُوْجَدْ ، فَنَزَلَتْ : يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ الْاٰيَةَ (٥:٦) ، فَقَالَ اُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ : لَقَدْ بَارَكَ اللّٰهُ لِلنَّاسِ فِيْكُمْ يَا اٰلَ اَبِيْ بَكْرٍ مَا اَنْتُمْ اِلاَّ بَرَكَةٌ لَهُمْ۔

৪২৫৩ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সুলায়মান (র) ..... হযরত আয়েশা (রা) বলেছেন, মদীনায় প্রবেশের পথে বায়দা নামক স্থানে আমার গলার হারটি পড়ে গেল। এরপর নবী (সা) সেখানে উট বসিয়ে অবস্থান করলেন। তিনি আমার কোলে মাথা রেখে শুয়েছিলেন। হযরত আবূ বকর (রা) এসে আমাকে কঠোরভাবে থাপ্পড় লাগালেন এবং বললেন একটি হার হারিয়ে তুমি সকল লোককে আটকে রেখেছ। এদিকে তিনি আমাকে ব্যথা দিয়েছেন, অপরদিকে রাসূল (সা) এ অবস্থায় আছেন, এতে আমি মৃত্যু যাতনা ভোগ করছিলাম। তারপর রাসূল (সা) জাগ্রত হলেন, ফজর নামাযের সময় হল এবং পানি খোঁজ করে পাওয়া গেল না, তখন নাযিল হল ঃ .....يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ—হে মুমিনগণ, যখন তোমরা নামাযের জন্য প্রস্তুত হবে তখন তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করবে। (৫ ঃ ৬)

এরপর উসায়দ ইব্ন হুযায়র বললেন, হে আবূ বকরের বংশধর! আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের কারণে মানুষের জন্যে বরকত নাযিল করেছেন। তোমাদের আপাদমস্তক তাদের জন্যে বরকতই বরকত।

٢٣٥٦ . بَابُ قَوْلِهِ فَاذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلاَ اِنَّا هٰهُنَا قَاعِدُوْنَ

২৩৫৬. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্র বাণী ঃ সুতরাং তুমি ও তোমার প্রতিপালক যাও এবং যুদ্ধ কর, আমরা এখানে বসে থাকব (৫ ঃ ২৪)

banglainternet.com

٤٢٥٤ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ مَخَارِقٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ شَهِدْتُ مِنَ الْمِقْدَادِ * ح وَحَدَّثَنِيْ حَمْدَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ النَّضْرِ قَالَ حَدَّثَنَا

الْاَشْجَعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُخَارِقٍ عَنْ طَارِقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ الْمِقْدَادُ يَوْمَ بَدْرٍ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا لاَ نَقُوْلُ لَكَ كَمَا قَالَتْ بَنُوْ اِسْرَائِيْلَ لِمُوْسٰى فَاذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلاَ اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُوْنَ ، وَلٰكِنِ امْضِ وَنَحْنُ مَعَكَ فَكَاَنَّهُ سُرِّيَ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) وَرَوَاهُ وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُخَارِقٍ عَنْ طَارِقٍ اَنَّ الْمِقْدَادَ قَالَ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ (ص)-

৪২৫৪ আবূ নু'আইম (র).....আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা) বলেন যে, বদর যুদ্ধের দিন মিক্দাদ (রা) বলেছিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইসরাঈলীরা মূসা (আ)-কে যে রকম বলেছিল, "যাও তুমি ও তোমার প্রতিপালক যুদ্ধ কর, আমরা এখানে বসে থাকব" —আমরা আপনাকে সে রকম বলব না বরং আপনি অগ্রসর হোন, আমরা সবাই আপনার সাথেই আছি, তখন যেন রাসূল (সা) থেকে সব দুশ্চিন্তা দূর হয়ে গেল। এই হাদীসটি ওয়াকা-সুফিয়ান থেকে, তিনি মুখারিক থেকে এবং তিনি (মুখারিক) তারিক থেকে বর্ণনা করেছেন যে, মিকদাদ এটা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলেছিলেন।

٢٣٥٧ . بَابُ قَوْلِهِ اِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْاَرْضِ فَسَادًا اَنْ يُقَتَّلُوْا اَوْ يُصَلَّبُوْا اِلٰى قَوْلِهِ اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ

২৩৫৭. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্র বাণী ঃ যারা আল্লাহ্র ও তাঁর রাসূল (সা)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কার্য করে বেড়ায় তাদের শাস্তি এই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা ক্রুশবিদ্ধ করা হবে অথবা বিপরীত দিক হতে তাদের হাত পা কেটে ফেলা হবে অথবা তাদেরকে দেশ থেকে নির্বাসিত করা হবে (দুনিয়ায় এটাই তাদের লাঞ্ছনা ও আখিরাতে তাদের জন্যে মহাশাস্তি রয়েছে) (৫ ঃ ৩৩)। اَلْمُحَارَبَةُ لِلّٰهِ الْكُفْرُ بِهِ —আল্লাহ্র সাথে কুফরী করা।

٤٢٥٥ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ سُلَيْمَانُ اَبُوْ رَجَاءٍ مَوْلٰى اَبِيْ قِلاَبَةَ عَنْ اَبِيْ قِلاَبَةَ اَنَّهُ كَانَ جَالِسًا خَلْفَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ فَذَكَرُوْا وَذَكَرُوْا فَقَالُوْا وَقَالُوْا قَدْ اَقَادَتْ بِهَا الْخُلَفَاءُ فَالْتَفَتَ اِلٰى اَبِيْ قِلاَبَةَ وَهُوَ خَلْفَ ظَهْرِهِ فَقَالَ مَا تَقُوْلُ يَا عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ زَيْدٍ اَوْ قَالَ مَا تَقُوْلُ يَا اَبَا قِلاَبَةَ ، قُلْتُ مَا عَلِمْتُ نَفْسًا حَلَّ قَتْلُهَا فِي الْاِسْلاَمِ اِلاَّ رَجُلٌ زَنٰى بَعْدَ اِحْصَانٍ اَوْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ حَارَبَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ (ص) فَقَالَ عَنْبَسَةُ حَدَّثَنَا اَنَسٌ بِكَذَا وَكَذَا قُلْتُ اَيَّايَ حَدَّثَ اَنَسٌ ، قَالَ قَدِمَ قَوْمٌ عَلَي النَّبِيِّ (ص) فَكَلَّمُوْهُ فَقَالُوْا قَدِ اسْتَوْخَمْنَا هٰذِهِ الْاَرْضَ ، فَقَالَ هٰذِهِ نَعَمٌ لَنَا تَخْرُجُ ، فَاخْرَجُوْا فِيْهَا ، فَاشْرَبُوْا مِنْ اَلْبَانِهَا وَاَبْوَالِهَا فَخَرَجُوْا فِيْهَا فَشَرِبُوْا مِنْ اَبْوَالِهَا وَاَلْبَانِهَا وَاسْتَصَحُّوْا وَمَالُوْا عَلَى الرَّاعِيْ فَقَتَلُوْهُ وَاطْرَدُوْا النَّعَمَ فَمَا يُسْتَبْطَأُ مِنْ هٰؤُلاَءِ قَتْلُوْا النَّفْسَ

banglainternet.com

وَحَارَبُوا اللّٰهَ رَسُوْلَهُ وَخَوَّفُوا رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) فَقَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ فَقُلْتُ تَتَّهِمُنِيْ قَالَ حَدَّثَنَا بِهٰذَا اَنَسٌ قَالَ وَقَالَ يَا اَهْلَ كَذَا اِنَّكُمْ لَنْ تَزَالُوْا بِخَيْرٍ مَا اُبْقِيَ هٰذَا فِيْكُمْ ، وَمِثْلُ هٰذَا ـ

৪২৫৫ আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) ..... আবূ কিলাবা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র)-এর পেছনে উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁরা কিসামাত দণ্ড সম্পর্কিত হাদীসটি আলোচনা করলেন এবং এর অবস্থা সম্পর্কে আলাপ করলেন, তাঁরা মৃত্যুদণ্ডের পক্ষে বললেন এবং এও বললেন যে, খুলাফায়ে রাশেদীন এই পদ্ধতিতে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেছেন। এরপর তিনি আবূ কিলাবার প্রতি তাকালেন, আবূ কিলাবা তাঁর পেছনে ছিলেন। তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যায়দ নামে কিংবা আবূ কিলাবা নামে ডেকে বললেন, এই ব্যাপারে তোমার মতামত কি? আমি বললাম বিয়ের পর ব্যভিচার, কিসাসবিহীন খুন এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার কোন একটি ব্যতীত অন্য কোন কারণে কাউকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া ইসলামে বৈধ বলে আমার জানা নেই।

আনবাসা বললেন, আনাস (রা) আমাদেরকে হাদীস এভাবে বর্ণনা করেছেন (অর্থাৎ হাদীসে আরনিন।) আমি (আবূ কিলাবা) বললাম, আমাকেও আনাস (রা) এই হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, একদল লোক নবী (সা)-এর দরবারে এসে তাঁর সাথে আলাপ করল, তারা বলল, (প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে) আমরা এদেশের সাথে মিলতে পারছি না। রাসূল (সা) বললেন, এগুলো আমার উট, ঘাস খাওয়ার জন্যে বের হচ্ছে, তোমরা এগুলোর সাথে যাও এবং এদের দুধ ও পেশাব পান কর। তারা ওগুলোর সাথে বেরিয়ে গেল এবং দুধ ও প্রস্রাব পান করে সুস্থ হয়ে উঠল, এরপর রাখালের উপর আক্রমণ করে তাকে হত্যা করে পশুগুলো লুট করে নিয়ে গেল। মৃত্যুদণ্ড ভোগ করার অপরাধসমূহ তাদের থেকে কতটুকু দূরে ছিল? তারা নরহত্যা করেছে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে এবং রাসূল (সা)-কে ভয় দেখিয়েছে। 'আনবাসা আশ্চর্য হয়ে বলল, সুবহানাল্লাহ্! আমি বললাম, আমার এই হাদীস সম্পর্কে তুমি কি আমাকে মিথ্যা অপবাদ দেবে? 'আনবাসা বলল, আনাস (রা) আমাদেরকে এই হাদীস বর্ণনা করেছেন, আবূ কিলাবা বললেন, তখন 'আনবাসা বলল, হে এই দেশবাসী (অর্থাৎ সিরিয়াবাসী) এ রকম ব্যক্তিবর্গ যতদিন তোমাদের মধ্যে থাকবে ততদিন তোমরা কল্যাণের মধ্যে থাকবে।

٢٣٥٨ . بَابُ قَوْلِهِ اَلْجُرُوْحُ قِصَاصٌ

২৩৫৮. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ এবং যখমের বদলা অনুরূপ যখম (৫ ঃ ৪৫)

٤٢٥٦ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ قَالَ اَخْبَرَنَا الْفَزَارِيُّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَسَرَتِ الرُّبَيِّعُ وَهِيَ عَمَّةُ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ مِنَ الاَنْصَارِ فَطَلَبَ الْقَوْمُ الْقِصَاصَ فَاَتَوُا النَّبِيَّ (ص) فَاَمَرَ النَّبِيُّ (ص) بِالْقِصَاصِ فَقَالَ اَنَسُ بْنُ النَّضْرِ عَمُّ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ لاَ وَاللّٰهِ لاَ تُكْسَرُ سِنُّهَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ

banglainternet.com

فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) يَا اَنَسُ كِتَابُ اللّٰهِ الْقِصَاصُ فَرَضِىَ الْقَوْمُ وَقَبِلُوْا الْاَرْشَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اِنَّ مِنْ عِبَادِ اللّٰهِ مَنْ لَوْ اَقْسَمَ عَلَى اللّٰهِ لَاَبَرَّهُ۔

৪২৫৬ মুহাম্মদ ইব্‌ন সাল্লাম (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রুবাঈ যিনি আনাস (রা)-এর ফুফু, এক আনসার মহিলার সামনের একটি বড় দাঁত ভেঙ্গে ফেলেছিল। এরপর আহত মহিলার গোত্র এর কিসাস দাবি করে। তারা নবী করীম (সা)-এর নিকট এলো, নবী করীম (সা) কিসাসের নির্দেশ দিলেন, আনাস ইব্‌ন মালিকের চাচা আনাস ইব্‌ন নযর বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্‌র শপথ রুবাঈ-এর দাঁত ভাঙ্গা হবে না। রাসূল (সা) বললেন, হে আনাস! আল্লাহ্‌র কিতাব তো "বদলা"র বিধান দেয়। পরবর্তীতে বিরোধী পক্ষ রাযী হয়ে মুক্তিপণ বা দিয়ত গ্রহণ করল। এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, আল্লাহ্‌র এমন কিছু বান্দা আছে যারা আল্লাহ্‌র নামে শপথ করলে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের শপথ সত্যে পরিণত করেন।

٢٣٥٩ . بَابُ قَوْلِهِ يَا اَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ

২৩৫৯. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ হে রাসূল! তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তা প্রচার কর (৫ ঃ ৬৭)

٤٢٥٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ مَنْ حَدَّثَكَ اَنَّ مُحَمَّدًا (ص) كَتَمَ شَيْئًا مِمَّا اُنْزِلَ عَلَيْهِ فَقَدْ كَذَبَ وَاللّٰهُ يَقُوْلُ : يَا اَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ الْاٰيَةَ

৪২৫৭ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইউসুফ (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন যে, যদি কেউ তোমাকে বলে যে, তাঁর অবতীর্ণ বিষয়ের যৎসামান্য কিছুও হযরত মুহাম্মদ (সা) গোপন করেছেন তা হলে নিশ্চিত যে, সে মিথ্যা বলেছে। আল্লাহ্ বলেছেন, "হে রাসূল! তোমার প্রতিপালকের নিকট থেকে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা তুমি প্রচার কর।"

٢٣٦٠ - بَابُ قَوْلِهِ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِىْ اَيْمَانِكُمْ

২৩৬০. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ তোমাদের নিরর্থক শপথের জন্য আল্লাহ্ তোমাদেরকে দায়ী করবেন না (৫ ঃ ৮৯)

٤٢٥٨ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ سُعَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اُنْزِلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِىْ اَيْمَانِكُمْ فِىْ قَوْلِ الرَّجُلِ لَا وَاللّٰهِ وَبَلٰى وَاللّٰهِ۔

banglainternet.com

৪২৫৮ আলী ইব্‌ন সালামা (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِىْ

اَيْمَانِكُمْ আয়াতটি নাযিল হয়েছে মানুষের উদ্দেশ্যবিহীন উক্তি لَا وَاللّٰهِ না আল্লাহ্‌র শপথ, بَلٰى وَاللّٰهِ হাঁ আল্লাহ্‌র শপথ ইত্যাদি উপলক্ষে।

٤٢٥٩ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اَبِىْ رَجَاءٍ حَدَّثَنَا النَّضْرُ عَنْ هِشَامٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبِىْ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ اَبَاهَا كَانَ لَا يَحْنَثُ فِىْ يَمِيْنٍ ، حَتّٰى اَنْزَلَ اللّٰهُ كَفَّارَةَ الْيَمِيْنِ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ لَا اَرٰى يَمِيْنًا اَرٰى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا اِلَّا قَبِلْتُ رُخْصَةَ اللّٰهِ وَفَعَلْتُ الَّذِىْ هُوَ خَيْرٌ ـ

৪২৫৯ আহমদ ইব্‌ন আবূ রাযা' (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তাঁর পিতা কোন শপথই ভঙ্গ করতেন না। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলা শপথ ভঙ্গের কাফ্‌ফারার বিধান নাযিল করলেন। আবূ বকর (রা) বলেছেন, শপথকৃত কার্যের বিপরীতটি যদি আমি উত্তম ধারণা করি তবে আমি আল্লাহ্ প্রদত্ত সুযোগটি গ্রহণ করি এবং উত্তম কাজটি সম্পাদন করি।

٢٣٦١ . بَابُ قَوْلِهِ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحَرِّمُوْا طَيِّبَاتِ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ

২৩৬১. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ হে মু'মিনগণ! আল্লাহ্ তোমাদের জন্যে উৎকৃষ্ট যেসব বস্তু হালাল করেছেন সেগুলোকে তোমরা হারাম করো না (এবং সীমালংঘন করো না। আল্লাহ্ সীমালংঘনকারীকে পছন্দ করেন না) (৫ ঃ ৮৭)

٤٢٦٠ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ عَنْ قَيْسٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نَغْزُوْ مَعَ النَّبِىِّ (ص) وَلَيْسَ مَعَنَا نِسَاءٌ فَقُلْنَا اَلَا نَخْتَصِىْ فَنَهَانَا عَنْ ذٰلِكَ فَرَخَّصَ لَنَا بَعْدَ ذٰلِكَ اَنْ نَتَزَوَّجَ الْمَرْاَةَ بِالثَّوْبِ ثُمَّ قَرَاَ : يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتُحَرِّمُوْا طَيِّبَاتِ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ ـ

৪২৬০ আমর ইব্‌ন আউন (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন যে, আমরা নবী করীম (সা)-এর সাথে যুদ্ধে বের হতাম, তখন আমাদের সাথে স্ত্রীগণ থাকত না, তখন আমরা বলতাম আমরা কি খাসি হয়ে যাব না? তিনি আমাদেরকে এ থেকে নিষেধ করলেন এবং কাপড়ের বিনিময়ে হলেও মহিলাদেরকে বিয়ে করার অর্থাৎ নিকাহে মুত'আর অনুমতি দিলেন এবং পাঠ করলেন ঃ يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتُحَرِّمُوْا طَيِّبَاتِ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ

٢٣٦٢ . بَابُ قَوْلِهِ اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَزْلَامُ وَالْاَنْصَابُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ

وَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْاَزْلَامُ الْقِدَاحُ يَقْتَسِمُوْنَ بِهَا فِى الْاُمُوْرِ النُّصُبُ اَنْصَابٌ يَذْبَحُوْنَ عَلَيْهَا وَقَالَ غَيْرُهُ الزَّلَمُ الْقِدْحُ لَا رِيْشَ لَهُ وَهُوَ وَاحِدُ الْاَزْلَامِ وَالْاِسْتِقْسَامُ اَنْ يَجِيْلَ الْقِدَاحُ فَاِنْ نَهَتْهُ اِنْتَهٰى وَاِنْ اَمَرَتْهُ فَعَلَ مَا تَاْمُرُهُ وَقَدْ اَعْلَمُوا الْقِدَاحُ اَعْلَامًا بِضُرُوْبٍ

banglainternet.com

يَسْتَقْسِمُوْنَ بِهَا وَفَعَلْتُ مِنْهُ قَسَمْتُ وَالْقَسْمُ مِنْهُ الْمَصْدَرُ

২৩৬২. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ হে মু'মিনগণ! মদ, জুয়া, মূর্তিপূজা, বেদী ও ভাগ্য নির্ণায়ক শর ঘৃণ্য বস্তু, শয়তানের কার্য (সুতরাং তোমরা তা বর্জন কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার) (৫ ঃ ৯০)

ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেছেন, اَلْاَزْلاَمُ —সে সকল তীর যেগুলো দ্বারা তারা কর্মসমূহের ভাগ্য পরীক্ষা করে। اَلنُّصُبُ — বেদী, সেগুলো তারা প্রতিষ্ঠা করে এবং সেখানে পশু যবাই করে। অন্য কেউ বলেছেন اَلزُّلَمُ— তীর, اَلْاَزْلاَمُ এর একবচন, ভাগ্য পরীক্ষার পদ্ধতি এই যে, তীরটাকে ঘুরাতে থাকবে। তীর যদি নিষেধ করে তো বিরত থাকবে আর যদি তাকে কর্মের নির্দেশ দেয় সে তাহলে নির্দেশিত কাজ করে যাবে। তীরগুলোকে বিভিন্ন প্রকার চিহ্ন দ্বারা করা হয় এবং তা দ্বারা তথাকথিত ভাগ্য পরীক্ষা করা হয়। এতদ্‌সম্পর্কে فَعَلْتُ -এর কাঠামোতে قَسَمْتُ ব্যবহার করা হয় অর্থাৎ আমি ভাগ্য যাচাই করেছি, এর ক্রিয়া হচ্ছে اَلْقَسْمُ।

٤٢٦١ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمُ قَالَ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ ابْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ قَالَ حَدَّثَنِيْ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ نَزَلَ تَحْرِيْمُ الْخَمْرِ وَاِنَّ بِالْمَدِيْنَةِ يَوْمَئِذٍ لَخَمْسَةَ اَشْرِبَةٍ مَا فِيْهَا شَرَابُ الْعِنَبِ۔

৪২৬১ ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) ..... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন মদ নিষিদ্ধ হওয়ার বিধান যখন নাযিল হল, তখন মদীনাতে পাঁচ প্রকারের মদের প্রচলন ছিল, আঙ্গুরের পানিগুলো এর অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

٤٢٦٢ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ صُهَيْبٍ قَالَ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ مَا كَانَ لَنَا خَمْرٌ غَيْرُ فَضِيْخِكُمْ هٰذَا الَّذِيْ تُسَمُّوْنَهُ الْفَضِيْخَ فَاِنِّيْ لَقَائِمٌ اَسْقِيْ اَبَا طَلْحَةَ وَفُلاَنًا وَفُلاَنًا اِذْ جَاءَ رَجُلٌ ، فَقَالَ وَهَلْ بَلَغَكُمُ الْخَبَرُ ، فَقَالُوْا وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ ، قَالُوْا اَهْرِقْ هٰذِهِ الْقِلاَلَ يَا اَنَسُ ، قَالَ فَمَا سَاَلُوْا عَنْهَا وَلاَ رَاجَعُوْهَا بَعْدَ خَبَرِ الرَّجُلِ۔

৪২৬২ ইয়াকূব ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) ..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, তোমরা যেটাকে ফাযীখ অর্থাৎ কাঁচা খুরমা ভিজানো পানি নাম রেখেছ সেই ফাযীখ ব্যতীত আমাদের অন্য কোন মদ ছিল না। একদিন আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আবূ তালহা, অমুক এবং অমুককে তা পান করাচ্ছিলাম। তখনই এক ব্যক্তি এসে বলল, আপনাদের কাছে এ সংবাদ এসেছে কি? তাঁরা বললেন, ঐ কি সংবাদ? সে বলল ঃ মদ হারাম করে দেয়া হয়েছে, তাঁরা বললেন, হে আনাস! এই পাত্রগুলো ঢেলে

banglainternet.com

দাও। আনাস (রা) বললেন যে, তাঁরা এতদপ্রসঙ্গে কিছু জিজ্ঞাসাও করলেন না এবং এই ব্যক্তির সংবাদের পর তাঁরা দ্বিতীয়বার পান করেননি।

٤٢٦٣ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ جَابِرٍ قَالَ صَبَّحَ اُنَاسٌ غَدَاةَ اُحُدٍ الْخَمْرَ فَقُتِلُوْا مِنْ يَوْمِهِمْ جَمِيْعًا شُهَدَاءَ وَذٰلِكَ قَبْلَ تَحْرِيْمِهَا

৪২৬৩ সাদাকা ইব্‌ন ফযল (র) ..... যাবির (রা) বলেছেন যে, উহুদের যুদ্ধের দিন ভোরে কিছু লোক মদ পান করেছিলেন এবং সেদিন তাঁরা সবাই শহীদ হয়েছেন। এই মদ্যপান ছিল তা হারাম হওয়ার পূর্বেকার ঘটনা।

٤٢٦٤ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ ابْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِيُّ حَدَّثَنَا عِيْسٰى وَابْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ اَبِيْ حَيَّانَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَلٰى مِنْبَرِ النَّبِيِّ (ص) يَقُوْلُ : اَمَّا بَعْدُ ، اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّهُ نَزَلَ تَحْرِيْمُ الْخَمْرِ ، وَهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ : مِنَ الْعِنَبِ وَالتَّمْرِ وَالْعَسَلِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيْرِ ، وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ۔

৪২৬৪ ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম হানজালী (র) ..... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন যে, আমি 'উমর (রা)-কে নবী (সা)-এর মিম্বরে বসে বলতে শুনেছি যে, এরপর হে লোকসকল! মদপানের নিষেধাজ্ঞা অবতীর্ণ হয়েছে আর তা হচ্ছে পাঁচ প্রকার, খুরমা থেকে, আঙ্গুর থেকে, খেজুর থেকে, মধু থেকে, গম থেকে এবং যা থেকে আর মদ হচ্ছে যা সুস্থ ও জ্ঞানকে আচ্ছাদিত করে রাখে।

٢٣٦٢ . بَابُ قَوْلِهِ : لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيْمَا طَعِمُوْا اِلٰى قَوْلِهِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ

২৩৬৩. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তারা পূর্বে যা ভক্ষণ করেছে তজ্জন্য তাদের কোন পাপ নেই, যদি তারা সাবধান হয় এবং ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, সাবধান হয় ও বিশ্বাস করে, পুনরায় সাবধান হয় এবং সৎকর্ম করে। এবং আল্লাহ্ সৎকর্মপরায়ণদেরকে ভালবাসেন (৫ ঃ ৯৩)

٤٢٦٥ حَدَّثَنَا اَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ الْخَمْرَ الَّتِيْ اُهْرِيْقَتِ الْفَضِيْخُ ، وَزَادَنِيْ مُحَمَّدٌ عَنْ اَبِي النُّعْمَانِ قَالَ كُنْتُ سَاقِيَ الْقَوْمِ فِيْ مَنْزِلِ اَبِيْ طَلْحَةَ فَنَزَلَ تَحْرِيْمُ الْخَمْرِ ، فَاَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادٰى، فَقَالَ اَبُوْ طَلْحَةَ اُخْرُجْ فَانْظُرْ مَا هٰذَا الصَّوْتُ ، قَالَ فَخَرَجْتُ ، فَقُلْتُ هٰذَا مُنَادٍ يُنَادِيْ اَلَا اِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ ، فَقَالَ لِيْ اِذْهَبْ فَاهْرِقْهَا ، قَالَ فَجَرَتْ فِيْ سِكَكِ الْمَدِيْنَةِ، قَالَ وَكَانَتْ خَمْرُهُمْ يَوْمَئِذٍ الْفَضِيْخَ ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ قُتِلَ قَوْمٌ وَهِيَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ ، قَالَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ :

banglainternet.com

لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيْمَا طَعِمُوْا ـ

৪২৬৫ আবূ নু'মান (র). ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, ঢেলে দেয়া মদগুলো ছিল ফাযীখ। আবূ নু'মান থেকে মুহাম্মদ ইব্ন সাল্লাম আরও অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন, আনাস (রা) বলেছেন, আমি আবূ তালহা (রা)-এর ঘরে লোকদেরকে মদ পরিবেশন করছিলাম, তখনই মদের নিষেধাজ্ঞা অবতীর্ণ হল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) একজন ঘোষককে তা প্রচারের নির্দেশ দিলেন। এরপর সে ঘোষণা দিল। আবূ তাল্হা বললেন, বেরিয়ে দেখ তো ঘোষণা কিসের? আনাস (রা) বলেন, আমি বেরুলাম এবং বললাম যে, একজন ঘোষক ঘোষণা দিচ্ছে যে, জেনে রাখ মদ হারাম করে দেয়া হয়েছে। এরপর তিনি আমাকে বললেন যাও, এগুলো সব ঢেলে দাও। আনাস (রা) বলেন, সেদিন মদীনা মনোওয়ারার রাস্তায় রাস্তায় মদের স্রোত প্রবাহিত হয়েছিল। তিনি বলেন, সে যুগে তাদের মদ ছিল ফাযীখ, তখন একজন বললেন, যাঁরা মদ পান করে শহীদ হয়েছেন তাঁদের কি অবস্থা হবে? তিনি বলেন, এরপর আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন—لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيْمَا طَعِمُوْا

٢٣٦٤ . بَابُ قَوْلِهِ : لاَ تَسْئَلُوْا عَنْ اَشْيَاءَ اِنْ تُبْدَلَكُمْ تَسُؤْكُمْ

২৩৬৪. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্র বাণী ঃ হে মু'মিনগণ! তোমরা সেসব বিষয়ে প্রশ্ন করো না, যা প্রকাশিত হলে তোমরা দুঃখিত হবে (৫ ঃ ১০১)

٤٢٦٦ حَدَّثَنَا مُنْذِرُ بْنُ الْوَلِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْجَارُوْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُوْسَى بْنِ اَنَسٍ عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ خَطَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) خُطْبَةً مَا سَمِعْتُ مِثْلَهَا قَطُّ قَالَ : لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا اَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيْلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيْرًا . قَالَ فَغَطّٰى اَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) وُجُوْهَهُمْ حَنِيْنٌ فَقَالَ رَجُلٌ مَنْ اَبِيْ قَالَ فُلاَنٌ ، فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ : لاَ تَسْئَلُوْا عَنْ اَشْيَاءَ اِنْ تُبْدَلَكُمْ تَسُؤْكُمْ

رَوَاهُ النَّضْرُ وَرَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ عَنْ شُعْبَةَ ـ

৪২৬৬ মুনযির ইব্ন ওয়ালিদ (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এমন একটি খুতবা দিলেন যেরূপ আমি আর কখনো শুনিনি। তিনি বলেছেন, "আমি যা জানি তা যদি তোমরা জানতে তবে তোমরা হাসতে খুব কমই এবং বেশি বেশি করে কাঁদতে"। তিনি বলেন, সাহাবায়ে কিরাম (রা) আপন আপন চেহারা আবৃত করে গুনগুন করে কান্না জুড়ে দিলেন এরপর এক ব্যক্তি (আবদুল্লাহ্ ইব্ন হুযায়ফা বা অন্য কেউ) বলল, আমার পিতা কে? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, "অমুক"। তখন এই আয়াত নাযিল হল لَا تَسْئَلُوْا عَنْ اَشْيَاءَ اِنْ تُبْدَلَكُمْ تَسُؤْكُمْ

banglainternet.com

এই হাদীসটি শুবা থেকে নযর এবং রাওহ ইব্ন উবাদা বর্ণনা করেছেন।

٤٢٦٧ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو النَّضْرِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ خَيْثَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الْجُوَيْرِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ قَوْمٌ يَسْأَلُوْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) اِسْتِهْزَاءً فَيَقُوْلُ الرَّجُلُ مَنْ اَبِيْ وَيَقُوْلُ الرَّجُلُ تَضِلُّ نَاقَتُهُ اَيْنَ نَاقَتِيْ ، فَاَنْزَلَ اللّٰهُ فِيْهِمْ هٰذِهِ الْاٰيَةَ : يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَسْأَلُوْا عَنْ اَشْيَاءَ اِنْ تُبْدَلَكُمْ تَسُؤْكُمْ حَتّٰى فَرَغَ مِنَ الْاٰيَةِ كُلِّهَا ـ

৪২৬৭ ফাযল ইব্‌ন সাহ্‌ল (র) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেছেন, কিছু লোক ছিল তারা ঠাট্টা করে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে প্রশ্ন করত, কেউ বলত আমার পিতা কে? আবার কেউ বলত আমার উষ্ট্রী হারিয়ে গেছে তা কোথায়? তাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করেছেন— يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَسْأَلُوْا عَنْ اَشْيَاءَ اِنْ تُبْدَلَكُمْ تَسُؤْكُمْ............

٢٣٦٥ بَابُ قَوْلِهِ : مَا جَعَلَ اللّٰهُ مِنْ بَحِيْرَةٍ وَّلَا سَائِبَةٍ وَّلَا وَصِيْلَةٍ وَّلَا حَامٍ

২৩৬৫. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ বাহীরা, সায়িবা, ওয়াসীলা ও হাম আল্লাহ্ স্থির করেন নি (৫ ঃ ১০৩)

وَاِذْ قَالَ اللّٰهُ বাক্যে قَالَ اللّٰهُ মানে يَقُوْلُ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিবসে বলবেন আর اِذْ শব্দটি অতিরিক্ত। اَلْمَائِدَةُ মূলে مَفْعُوْلَة -এর কাঠামোতে مَمْيُوْدَة ছিল, যেমন عِيْشَة رَاضِيَة -এর মধ্যে رَاضِيَة মানে مَرْضِيَة এবং تَطْلِيْقَة بَائِنَة -এর মধ্যে بَائِنَة মানে مُبَانَة , সুতরাং অর্থ হবে مِيْدَبِهَا صَاحِبُهَا مِنْ خَيْرٍ "তার মালিক কল্যাণ বিছিয়েছেন" যেমন مَا دَنِيْ ـ يَمِيْدُنِيْ বলা হয়।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, مُتَوَفِّيْكَ অর্থ আমি তোমার মৃত্যু ঘটাব। (৩ ঃ ৫৫)

٤٢٦٨ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ الْبَحِيْرَةُ الَّتِيْ يُمْنَعُ دَرُّهَا لِلطَّوَاغِيْتِ ، فَلَا يَحْلُبُهَا اَحَدٌ مِنَ النَّاسِ ، وَالسَّائِبَةُ الَّتِيْ كَانُوْا يُسَيِّبُوْنَهَا لِاٰلِهَتِهِمْ لَا يُحْمَلُ عَلَيْهَا شَيْءٌ قَالَ وَقَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) رَاَيْتُ عَمْرَو بْنَ عَامِرٍ الْخُزَاعِيَّ يَجُرُّ قُصْبَهُ فِي النَّارِ كَانَ اَوَّلَ مَنْ سَيَّبَ السَّوَائِبَ ، وَالْوَصِيْلَةُ النَّاقَةُ الْبِكْرُ فِيْ اَوَّلِ نِتَاجِ الْاِبِلِ ثُمَّ تُثَنِّيْ بَعْدُ بِاُنْثٰى وَكَانُوْا يُسَيِّبُوْنَهَا لِطَوَاغِيْتِهِمْ اِنْ وَصَلَتْ اِحْدَاهُمَا بِالْاُخْرٰى لَيْسَ بَيْنَهُمَا ذَكَرٌ ، وَالْحَامُ فَحْلُ الْاِبِلِ يَضْرِبُ الضِّرَابَ الْمَعْدُوْدَ فَاِذَا قَضٰى ضِرَابَهُ وَدَعُوْهُ لِلطَّوَاغِيْتِ وَاَعْفَوْهُ مِنَ الْحَمْلِ فَلَمْ يُحْمَلْ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَسَمَّوْهُ الْحَامَ وَقَالَ لِيْ اَبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدًا قَالَ يُخْبِرُهُ بِهٰذَا ، قَالَ وَقَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ (ص) نَحْوَهُ وَرَوَاهُ ابْنُ الْهَادِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ (ص) ـ

banglainternet.com

৪২৬৮ মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র) ..... সাঈদ ইব্ন মুসায়্যাব (র) বলেছেন, اَلْبَحِيْرَةُ—বাহীরা যে জন্তুর স্তন প্রতিমার উদ্দেশ্যে সংরক্ষিত থাকে কেউ তা দোহন করে না। اَلسَّائِبَةُ —সায়িবা, যে জন্তু তারা তাদের উপাস্যের নামে ছেড়ে দিত এবং তা বহন কার্যে ব্যবহার করে না। তিনি বলেন, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন যে, আমি 'আমর ইব্ন আমির খুযায়ীকে দোযখের মধ্যে দেখেছি সে তার নাড়িভুঁড়ি টানছে, সে-ই প্রথম ব্যক্তি যে সায়িবা প্রথা প্রথম চালু করে। وَالْوَصِيْلَةُ—ওয়াসীলাহ্, যে উষ্ট্রী প্রথমবারে মাদী বাচ্চা প্রসব করে এবং দ্বিতীয়বারেও মাদী বাচ্চা প্রসব করে, (যেহেতু নর বাচ্চার ব্যবধান ব্যতীত একটা অন্যটার সাথে সংযুক্ত হয়েছে সেহেতু) ঐ উষ্ট্রীকে তারা তাদের তাগূতের উদ্দেশ্যে ছেড়ে দিত। وَالْحَامُ —হাম, নর উট যা দ্বারা কয়েকবার প্রজনন কার্য নেয়া হয়, প্রজনন কার্য সমাপ্ত হলে সেটাকে তারা তাদের প্রতিমার জন্যে ছেড়ে দেয়, এবং বোঝা বহন থেকে ওটাকে মুক্তি দেয়। সেটির উপর কিছু বহন করা হয় না। এটাকে তারা 'হাম' নামে অভিহিত করত।

আমাকে আবুল ইয়ামান বলেছেন যে, শুয়াইব, ইমাম যুহরী (র) থেকে আমাদের অবহিত করেছেন, যুহরী বলেন, আমি সাঈদ ইব্ন মুসাইয়্যিব (র) থেকে শুনেছি, তিনি তাকে এ ব্যাপারে অবহিত করেছেন। সাঈদ ইব্ন মুসায়্যিব বলেছেন, আবূ হুরায়রা (রা) বলেছেন, আমি নবী (সা) থেকে এই রকম শুনেছি। ইব্ন হাদ এটা বর্ণনা করেছেন ইব্ন শিহাব থেকে। আর তিনি সাঈদ থেকে, তিনি আবূ হুরায়রা (রা) থেকে যে, আমি নবী করীম (সা) থেকে শুনেছি।

٤٢٦٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِيْ يَعْقُوْبَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ الْكَرْمَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) رَاَيْتُ جَهَنَّمَ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا ، وَرَاَيْتُ عَمْرًا يَجُرُّ قُصْبَهُ وَهُوَ اَوَّلُ مَنْ سَيَّبَ السَّوَائِبَ -

৪২৬৯ মুহাম্মদ ইব্ন আবূ ইয়াকূব (র) ..... আয়েশা (রা) বলেছেন যে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, আমি জাহান্নামকে দেখেছি যে তার একাংশ অন্য অংশকে ভেঙ্গে ফেলছে বা প্রবলভাবে জড়িয়ে রয়েছে, 'আমরকে দেখেছি সে তার নাড়িভুঁড়ি টানছে, সে-ই প্রথম ব্যক্তি যে "সায়ীবা" প্রথা চালু করে।

٢٣٦٦ - بَابُ قَوْلِهِ : وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا مَا دُمْتُ فِيْهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِيْ كُنْتَ اَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ وَاَنْتَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ

২৩৬৬. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্র বাণী ঃ যতদিন আমি তাদের মধ্যে ছিলাম ততদিন আমি ছিলাম তাদের কার্যকলাপের সাক্ষী; কিন্তু যখন তুমি আমাকে তুলে নিলে তখন তুমিই তো ছিলে তাদের কার্যকলাপের তত্ত্বাবধায়ক এবং তুমিই সর্ববিষয়ে সাক্ষী (৫ঃ ১১৭)

banglainternet.com

٤٢٧٠ حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنَا الْمُغِيْرَةُ بْنُ النُّعْمَانِ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ جُبَيْرٍ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ خَطَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) فَقَالَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّكُمْ مَحْشُوْرُوْنَ اِلَى اللّٰهِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلاً ، ثُمَّ قَالَ كَمَا بَدَاْنَا اَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيْدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا اِنَّا كُنَّا فَاعِلِيْنَ اِلَى اٰخِرِ الْاٰيَةِ ، ثُمَّ قَالَ اَلاَ وَاِنَّ اَوَّلَ الْخَلاَئِقِ يُكْسٰى يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِبْرَاهِيْمُ، اَلاَ وَاِنَّهُ يُجَاءُ بِرِجَالٍ مِنْ اُمَّتِيْ فَيُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ فَاَقُوْلُ يَا رَبِّ اُصَيْحَابِيْ فَيُقَالُ اِنَّكَ لاَ تَدْرِيْ مَا اَحْدَثُوْا بَعْدَكَ فَاَقُوْلُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا مَا دُمْتُ فِيْهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِيْ كُنْتَ اَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ ، فَيُقَالُ اِنَّ هٰؤُلاَءِ لَمْ يَزَالُوْا مُرْتَدِّيْنَ عَلَى اَعْقَابِهِمْ مُنْذُ فَارَقْتَهُمْ ـ

৪২৭০ আবূ ওয়ালিদ (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এক দিন খুতবা দিলেন, বললেন, হে লোক সকল! তোমরা খালি পা, উলঙ্গ এবং খতনাবিহীন অবস্থায় আল্লাহ্র নিকট একত্রিত হবে, তারপর তিনি পড়লেন, كَمَا بَدَاْنَا اَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيْدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا اِنَّا كُنَّا فَاعِلِيْنَ —যেভাবে আমি প্রথম সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম সেভাবে পুনরায় সৃষ্টি করব, প্রতিশ্রুতি পালন আমার কর্তব্য, আমি তা পালন করবই। আয়াতের শেষ পর্যন্ত (২১ ঃ ১০৪)

তারপর তিনি বললেন, কিয়ামত দিবসে সর্বপ্রথম যাকে বস্ত্র পরিধান করানো হবে তিনি হচ্ছেন ইব্রাহীম (আ)। তোমরা জেনে রাখ, আমার উম্মতের কতগুলো লোককে উপস্থিত করা হবে এবং তাদেরকে বামদিকে অর্থাৎ দোযখের দিকে নেয়া হবে। আমি তখন বলব, প্রভু হে! এগুলো তো আমার গুটিকয়েক সাহাবী, তখন বলা হবে যে, আপনার পর তারা কী জঘন্য কাজ করেছে তা আপনি জানেন না।

এরপর পুণ্যবান বান্দা যেমন বলেছিলেন আমি তেমন বলব ঃ كُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا مَا دُمْتُ فِيْهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِيْ كُنْتَ اَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ

এরপর বলা হবে আপনি তাদেরকে ছেড়ে আসার পর থেকে তারা তাদের গোড়ালির উপর ফিরে গিয়ে অর্থাৎ পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে ধর্মত্যাগী হয়েছে।

٢٣٦٧ . بَابُ قَوْلِهِ : اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

২৩৬৭. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্র বাণী ঃ তুমি যদি তাদেরকে শাস্তি দাও তো তবে তারা তো তোমারই বান্দা, আর যদি তাদেরকে মাফ কর, তবে তুমি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় (৫ ঃ ১১৮)

banglainternet.com

٤٢٧١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُغِيْرَةُ بْنُ النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ اِنَّكُمْ مَحْشُوْرُوْنَ، وَاِنَّ نَاسًا يُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ ، فَاَقُوْلُ

كَمَا الْعَبْدُ الصَّالِحُ : وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا مَا دُمْتُ فِيْهِمْ اِلَى قَوْلِهِ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ۔

৪২৭১ মুহাম্মদ ইব্‌ন কাসীর (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) নবী করীম (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, তোমাদের হাশর করা হবে এবং কিছুসংখ্যক লোককে বাম দিকে নিয়ে যাওয়া হবে, তখন আমি পুণ্যবান বান্দার অর্থাৎ ঈসা (আ)-এর মত বলব, وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا مَا دُمْتُ فِيْهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِيْ كُنْتَ اَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ وَاَنْتَ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ شَهِيْد ۔ اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَاِنْ تَغْفِرْلَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ۔

سُوْرَةُ الْاَنْعَام

সূরা আন'আম

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فِتْنَتُهُمْ مَعْذِرَتُهُمْ ، مَعْرُوْشَاتٍ مَا يُعْرَشُ مِنَ الْكَرْمِ وَغَيْرِ ذٰلِكَ لِاُنْذِرَكُمْ بِهٖ يَعْنِيْ اَهْلَ مَكَّةَ ، حَمُوْلَةً مَا يُحْمَلُ عَلَيْهَا ، وَلَلَبَسْنَا لَشَبَّهْنَا ، يَنْأَوْنَ يَتَبَاعَدُوْنَ ، تُبْسَلُ تُفْضَحُ ، اُبْسِلُوْا اُفْضِحُوْا ، بَاسِطُوْا اَيْدِيْهِمْ ، اَلْبَسْطُ الضَّرْبُ اِسْتَكْثَرْتُمْ اَضْلَلْتُمْ كَثِيْرًا ذَرَاَ مِنَ الْحَرْثِ ، جَعَلُوْا لِلّٰهِ مِنْ ثَمَرَاتِهِمْ وَمَالِهِمْ نَصِيْبًا ، وَلِلشَّيْطَانِ وَالْاَوْثَانِ نَصِيْبًا اَمَّا اشْتَمَلَتْ ، يَعْنِيْ هَلْ تَشْتَمِلُ اِلَّا عَلٰى ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى ، فَلَمْ تُحَرِّمُوْنَ بَعْضًا وَتُحِلُّوْنَ بَعْضًا مَسْفُوْحًا مُهْرَاقًا ، صَدَفَ اَعْرَضَ ، اَبْلِسُوْا اُوْيِسُوْا ، وَاُبْلِسُوْا اُسْلِمُوْا ، سَرْمَدًا دَائِمًا اِسْتَهْوَتْهُ اَضَلَّتْهُ ، تَمْتَرُوْنَ تَشُكُّوْنَ ، وَقْرٌ صَمَمٌ – وَاَمَّا الْوَقْرُ فَاِنَّهُ الْحِمْلُ اَسَاطِيْرُ وَاحِدُهَا اُسْطُوْرَةٌ وَاِسْطَارَةٌ وَهِيَ السُّتُّرَاتُ ، اَلْبَاْسَاءُ مِنَ الْبَاْسِ ، وَتَكُوْنُ مِنَ الْبُؤْسِ جَهْرَةً مُعَايَنَةً ، اَلصُّوْرُ جَمَاعَةُ صُوْرَةٍ كَقَوْلِهِ سُوْرَةٌ وَسُوَرٌ ، مَلَكُوْتٌ مُلْكٌ مِثْلُ ، رَهْبُوْتٌ خَيْرٌ مِنْ رَحَمُوْتٍ ، وَتَقُوْلُ تُرْهِبُ خَيْرٌ مِنْ اَنْ تُرْحَمَ ، جَنَّ اَظْلَمَ ، يُقَالُ عَلَى اللّٰهِ حُسْبَانُهُ اَيْ حِسَابُهُ ، وَيُقَالُ حُسْبَانًا مَرَامِيَ ، وَرُجُوْمًا لِلشَّيَاطِيْنِ ، مُسْتَقَرٌّ فِي الصُّلْبِ ، وَمُسْتَوْدَعٌ فِي الرَّحِمِ ، اَلْقِنْوُ الْعِذْقُ ، وَالْاِثْنَانِ قِنْوَانِ وَالْجَمَاعَةُ اَيْضًا قِنْوَانٌ مِثْلُ صِنْوٍ وَصِنْوَانٍ

ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেছেন, فِتْنَتُهُمْ — তাদের পেশ করা, অজুহাত পেশ করা, مَعْرُوْشَاتٍ — আঙ্গুরলতা ইত্যাদি যেগুলোকে উঁচুতে তুলে দেয়া হয়, لِاُنْذِرَكُمْ بِهٖ — তোমাদেরকে তা দ্বারা সতর্ক করার জন্য, অর্থাৎ মক্কাবাসীকে, حَمُوْلَةً —বহনকারী, لَلَبَسْنَا — আমি তাদেরকে বিভ্রমে ফেলতাম,

banglainternet.com

يَنْأَوْنَ — তারা দূরে থাকে, تُبْسَلُ — লাঞ্ছিত হওয়া, اُبْسِلُوْا — তারা লাঞ্ছিত হয়েছে, اَلْبَسْطُ - بَاسِطُوْا — আঘাত করা, اَيْدِيْهِمْ — اِسْتَكْثَرْتُمْ — অনেককেই পথভ্রষ্ট করেছ তোমরা, ذَرَاَ مِنَ الْحَرْثِ — তাদের ফল-মূল ও ধন-সম্পদ থেকে এক অংশ আল্লাহ্‌র জন্যে নির্ধারণ করেছে আর একাংশ শয়তান ও দেব-দেবীর জন্য। اشْتَمَلَتْ اَمَّا অর্থাৎ জরায়ুতে নর কিংবা মাদী ছাড়া অন্য কিছু থাকে কি? সুতরাং কেন তোমরা কতক হারাম আবার কতক হালাল কর? مَسْفُوْحًا — প্রবাহিত, صَدَفَ — মুখ ফিরিয়েছে, اُبْلِسُوْا — তারা নিরাশ হয়েছে, اُبْلِسُوْا — সোপর্দ করা হয়েছে, سَرْمَدًا — অনন্তকাল, اِسْتَهْوَتْهُ — তাকে পথভ্রষ্ট করেছে, تَمْتَرُوْنَ — তোমরা সন্দেহ পোষণ করছ, وَقْرٌ — বধিরতা, তবে الْوَقْرُ — মানে বোঝা, اَسَاطِيْرُ বহুবচন, একবচনে اُسْطُوْرَةٌ এবং اِسْطَارَةٌ অর্থ মিথ্যা গল্প, اَلْبَاْسَاءُ — কঠোরতা بَاْسٌ থেকে উৎসারিত কখনো কখনো بُؤْسٌ থেকে আসে, جَهْرَةً — প্রত্যক্ষভাবে, اَلصُّوْرُ — হচ্ছে صُوْرَةٌ -এর বহুবচন, যেমন سُوْرَةٌ -এর বহুবচন سُوَرٌ। مُلْكٌ - مَلَكُوْتٌ — রাজত্ব যেমন رَحْمَةٌ থেকে رَحَمُوْتٌ , থেকে رَهْبٌ থেকে رَهَبُوْتٌ আরবে প্রবাদ আছে جَنَّ ارْهَبُوْتٌ خَيْرٌ مِنْ رَحَمُوْتٌ - تَرْهَبُ خَيْرٌ مِنْ اَنْ تَرْحَمَ - অন্ধকার হল, عَلَى اللّٰهِ حُسْبَانُهُ মানে তার হিসাব আল্লাহ্‌র কাছে কখনো কখনো বা হয়, حُسْبَانًا মানে শয়তানের জন্যে অগ্নি স্ফুলিঙ্গ নিক্ষেপণ এবং উল্কাপিণ্ড।

مُسْتَقَرٌ- পৃষ্ঠদেশের অবস্থান, مُسْتَوْدَعٌ- জরায়ুতে অবস্থান, اَلْقِنْوُ- কাঁদি, দ্বিবচনে قِنْوَانٌ বহুবচনেও قِنْوَانٌ যেমন صِنْوٌ- صِنْوَانٌ

٢٣٦٨ . بَابُ قَوْلِهِ : وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا اِلاَّ هُوَ

২৩৬৮. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ অদৃশ্যের কুঞ্জি তাঁরই কাছে রয়েছে, তিনি ব্যতীত অন্য কেউ তা জানে না (৬ ঃ ৫৯)

٤٢٧٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) قَالَ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ خَمْسٌ : اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ ، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْاَرْحَامِ ، وَمَا تَدْرِيْ نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا ، وَمَا تَدْرِيْ نَفْسٌ بِاَيِّ اَرْضٍ تَمُوْتُ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ -

৪২৭২ আবদুল আযীয ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) ..... সালিম ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, অদৃশ্যের কুঞ্জি পাঁচটি —"কিয়ামতের জ্ঞান কেবল আল্লাহ্‌র কাছে রয়েছে, তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন, এবং তিনি জানেন যা জরায়ুতে আছে, কেউ জানে না আগামীকাল সে কি অর্জন করবে এবং কেউ জানে না কোন স্থানে তাঁর মৃত্যু ঘটবে। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সর্ববিষয়ে অবহিত। (৩১ ঃ ৩৪)

banglainternet.com

٢٣٦٩ . بَابُ قَوْلِهِ : قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى اَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ

২৩৬৯. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ বল, তোমাদের ঊর্ধ্বদেশ থেকে শাস্তি প্রেরণ করতে, কিংবা

তলদেশ থেকে, (তোমাদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করতে এবং একদল অপর দলের সংঘর্ষের আস্বাদ গ্রহণ করাতে তিনি সক্ষম। দেখ, কী রূপ বিভিন্ন প্রকারের আয়াত বিবৃত করি যাতে তারা অনুধাবন করে) (৬ ঃ ৬৫)

يَلْبِسَكُمْ শব্দটি اَلْتِبَاسْ থেকে উৎসারিত, তোমাদেরকে মিশ্রিত করে দিবেন, يَلْبِسُوْا তারা মিশ্রিত হয়, شِيَعًا বিভিন্ন দল।

٤٢٧٣ حَدَّثَنَا اَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّ نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ : قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلٰى اَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اَعُوْذُ بِوَجْهِكَ قَالَ : اَوْ مِنْ تَحْتِ اَرْجُلِكُمْ ، قَالَ اَعُوْذُ بِوَجْهِكَ ، اَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا ، وَيُذِيْقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) هٰذَا اَهْوَنُ ، اَوْ قَالَ هٰذَا اَيْسَرُ۔

৪২৭৩ আবূ নু'মান ...... যাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) বলেছেন, যখন এই আয়াত قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلٰى اَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ নাযিল হল তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, "আপনার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি, আবার যখন اَوْ مِنْ تَحْتِ اَرْجُلِكُمْ অবতীর্ণ হল তখনও বললেন আপনার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি। এবং যখন اَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا ، وَيُذِيْقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ নাযিল হল তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, এটা তুলনামূলকভাবে হাল্কা, তিনি هٰذَا اَهْوَنُ কিংবা هٰذَا اَيْسَرُ বলেছেন।

٢٣٧٠ . بَابُ قَوْلِهِ : وَلَمْ يَلْبِسُوْا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ

২৩৭০. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর বাণী ঃ এবং তাদের ঈমানকে জুলুম দ্বারা কলুষিত করেনি (৬ ঃ ৮২)

٤٢٧٤ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ : وَلَمْ يَلْبِسُوْا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ ، قَالَ اَصْحَابُهُ وَاَيُّنَا لَمْ يَظْلِمْ ، فَنَزَلَتْ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ

৪২৭৪ মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) .... আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন, যখন وَلَمْ يَلْبِسُوْا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ আয়াত নাযিল হল, তখন তাঁর সাহাবাগণ বললেন, "জুলুম করেনি আমাদের মধ্যে এমন কে আছে?" এরপর নাযিল হল- اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ —নিশ্চয় শিরক চরম জুলুম।

٢٣٧١ . بَابُ قَوْلِهِ : وَيُوْنُسَ وَلُوْطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعٰلَمِيْنَ

banglainternet.com

২৩৭১. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর বাণী ঃ ইউনুস ও লূতকে এবং শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছিলাম বিশ্ব জগতের উপর প্রত্যেককে (৬ ঃ ৮৬)

٤٢٧٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِى الْعَالِيَةِ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ عَمِّ نَبِيِّكُمْ ، يَعْنِى ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ مَا يَنْبَغِى لِعَبْدٍ اَنْ يَقُوْلَ اَنَا خَيْرٌ مِنْ يُوْنُسَ بْنِ مَتّٰى-

৪২৭৫ মুহাম্মদ ইবন্ বাশ্‌শার (র) ..... ইবন্ আব্বাস (রা) নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, "আমি ইউনুস ইবন্ মাত্তা থেকে উত্তম" এ উক্তি করা কারও জন্যে উচিত নয়।

٤٢٧٦ حَدَّثَنَا اٰدَمُ بْنُ اَبِى اِيَاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ سَمِعْتُ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ مَا يَنْبَغِى لِعَبْدٍ اَنْ يَقُوْلَ اَنَا خَيْرٌ مِنْ يُوْنُسَ بْنِ مَتّٰى-

৪২৭৬ আদম ইব্‌ন আবূ আয়াস (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) নবী করীম (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, " আমি ইউনুস ইব্‌নে মাত্তা (আ) থেকে উত্তম", এই উক্তি করা কারো জন্যে উচিত নয়।

٢٣٧٢ . بَابُ قَوْلِهِ : اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ

২৩৭২. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ তাদেরকে আল্লাহ্ সৎ পথে পরিচালিত করেছেন সুতরাং তুমি তাদের পথ অনুসরণ কর (৬ ঃ ৯০)

٤٢٧٧ حَدَّثَنِى اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ اَخْبَرَنَا هِشَامٌ اَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ اَخْبَرَهُمْ قَالَ سُلَيْمَانُ الْاَحْوَالُ اَنَّ مُجَاهِدًا اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَاَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ اَفِى ص سَجْدَةٌ فَقَالَ نَعَمْ ثُمَّ تَلَا وَوَهَبْنَا اِلٰى قَوْلِهِ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ ثُمَّ قَالَ هُوَ مِنْهُمْ زَادَ يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ وَسَهْلُ بْنُ يُوْسُفَ عَنِ الْعَوَّامِ عَنْ مُجَاهِدٍ قُلْتُ لِاِبْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ نَبِيُّكُمْ (ص) مِمَّنْ اُمِرَ اَنْ يَقْتَدِىَ بِهِمْ-

৪২৭৭ ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মূসা ..... মুজাহিদ (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, সূরা "ص"-এ সিজদা আছে কি না। তিনি উত্তরে বললেন, হ্যাঁ আছে। এরপর এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন— وَوَهَبْنَا لَهُ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ ..... فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ

তারপর বললেন যে তিনি অর্থাৎ দাউদ (আ) তাঁদের অন্তর্ভুক্ত ইয়াযীদ ইব্‌ন হারূন, মুহাম্মদ ইব্‌ন উবায়দ এবং সাহল ইব্‌ন ইউসুফ আওয়াম থেকে তিনি মুজাহিদ থেকে একটু অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন, মুজাহিদ বললেন যে, আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, এরপর তিনি বললেন, যাদের অনুসরণ করতে নির্দেশ করা হয়েছে তোমাদের নবী তাঁদের অন্তর্ভুক্ত।

banglainternet.com

٢٣٧٣ . بَابُ قَوْلِهِ : وَعَلَى الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِىْ ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُوْمَهُمَا

২৩৭৩. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর বাণী ঃ ইহুদীদিগের জন্যে নখরযুক্ত সমস্ত পশু নিষিদ্ধ করেছিলাম এবং গরু ও ছাগলের চর্বিও তাদের জন্যে নিষিদ্ধ করেছিলাম। তবে এগুলোর পৃষ্ঠের অথবা অন্ত্রের কিংবা অস্থিসংলগ্ন চর্বি ব্যতীত, তাদের অবাধ্যতার দরুন তাদেরকে এই প্রতিফল দিয়েছিলাম, আমি তো সত্যবাদী (৬ ঃ ১৪৬)

ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন كُلَّ ذِىْ ظُفُرٍ — উট, উটপাখী, اَلْحَوَايَا — অন্ত্রসমূহ। অন্যজন বলেছেন هَادُوْا — ইহুদী হয়ে গিয়েছে, তবে আল্লাহ্‌র বাণী هُدْنَا মানে تُبْنَا অর্থাৎ আমরা তওবা করেছি, تَائِبٌ - هَائِدٌ — তওবাকারী।

٤٢٧٨ حَدَّثَنَا عَمْرُو ابْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ حَبِيْبٍ قَالَ عَطَاءٌ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ (ص) قَالَ قَاتَلَ اللّٰهُ الْيَهُوْدَ لَمَّا حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ شُحُوْمَهَا جَمَلُوْهُ ثُمَّ بَاعُوْهُ فَأَكَلُوْهَا ، وَقَالَ اَبُوْ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ كَتَبَ اِلَىَّ عَطَاءٌ سَمِعْتُ جَابِرًا عَنِ النَّبِىِّ (ص) مِثْلَهُ ـ

৪২৭৮ আমর ইব্‌ন খালিদ (র) .... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) বলেছেন যে, আমি নবী করীম (সা)-কে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ্ তা'আলা ইহুদীদেরকে লানত করেছেন, যখন তিনি তাদের উপর চর্বি হারাম করেছেন তখন তারা ওটাকে তরল করে জমা করেছে, তারপর বিক্রি করে তার মূল্য ভোগ করেছে। আবূ আসিম (র).......হাদীস বর্ণনা করেছেন জাবির (রা) নবী (সা) থেকে।

٢٣٧٤ . بَابُ قَوْلِهِ : وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ

২৩৭৪. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর বাণী ঃ প্রকাশ্য হোক কিংবা গোপন হোক অশ্লীল আচরণের নিকটেও যাবে না (৬ ঃ ১৫১)

٤٢٧٩ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَا اَحَدَ اَغْيَرُ مِنَ اللّٰهِ ، وَلِذٰلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا شَيْئٌ اَحَبُّ اِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللّٰهِ ، وَلِذٰلِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ ، قُلْتُ سَمِعْتَهُ مِنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَرَفَعَهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ وَكِيْلٌ حَفِيْظٌ وَمُحِيْطٌ بِهِ قُبُلًا جَمْعُ قَبِيْلٍ وَالْمَعْنٰى اَنَّهُ ضُرُوْبٌ لِلْعَذَابِ كُلُّ ضَرْبٍ مِنْهَا قَبِيْلٌ زُخْرُفُ كُلِّ شَيْئٍ حَسَّنَتُهُ وَوَشَّيْتُهُ وَهُوَ بَاطِلٌ فَهُوَ زُخْرُفٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ حَرَامٌ وَكُلُّ مَمْنُوْعٍ فَهُوَ حِجْرٌ مَحْجُوْرٌ وَالْحِجْرُ كُلُّ بِنَاءٍ بَنَيْتَهُ

banglainternet.com

وَيُقَالُ لِلاُنْثٰى مِنَ الْخَيْلِ حِجْرٌ . وَيُقَالُ لِلْعَقْلِ حِجْرٌ وَحِجًى وَاَمَّا الْحِجْرُ فَمَوْضِعُ ثَمُوْدَ وَمَا حَجَرْتَ عَلَيْهِ مِنَ الْاَرْضِ فَهُوَ حِجْرٌ وَمِنْهُ سُمِّيَ حَطِيْمُ الْبَيْتِ حِجْرًا كَاَنَّهُ مُشْتَقٌّ مِنْ مَحْطُوْمٍ مِثْلُ قَتِيْلٍ مِنْ مَقْتُوْلٍ . وَاَمَّا حَجْرُ الْيَمَامَةِ فَهُوَ مَنْزِلٌ.

৪২৭৯ হাফ্স ইব্ন উমর (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, হারাম কাজে মুমিনদেরকে বাধা দানকারী আল্লাহ্র চেয়ে অধিক কেউ নেই, এজন্যই প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সকল অশ্লীলতা হারাম করেছেন, আল্লাহ্র স্তুতি প্রকাশ করার চেয়ে প্রিয় তাঁর কাছে অন্য কিছু নেই, সেজন্যেই আল্লাহ আপন প্রশংসা নিজেই করেছেন।

আমর ইব্ন মুররাহ্ (র) বলেন, আমি আবূ ওয়ায়েলকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কি তা আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ থেকে শুনেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি বললাম, এটাকে কি তিনি রাসূল (সা)-এর বাণী হিসেবে বর্ণনা করেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ।

ইমাম বুখারী (র) বলেন, وَكِيْلٌ — রক্ষক ও বেষ্টনকারী, قَبِيْلٌ — একবচনে قَبِيْلٌ অর্থাৎ শাস্তি বহু প্রকারের, এগুলোর এক একটি এক এক قَبِيْلٌ বা প্রকার। زُخْرُفٌ — বাতিল ও ভিত্তিহীন কথাকে সুন্দর ও অলংকৃত করে প্রকাশ করলে তাকে বলা হয় زُخْرُفٌ। حَرْثٌ حِجْرٌ — হারাম, প্রত্যেক নিষিদ্ধ বস্তুকে مَحْجُوْرٌ - حِجْرٌ বলা হয়, আবার নির্মিত ঘরও حِجْرٌ, মাদী ঘোড়াকেও حِجْرٌ বলা হয়, عَقْلٌ বা বুদ্ধি-বিবেচনাকেও حِجًى - حِجْرٌ বলা হয়। আবার حِجْرٌ নামীয় স্থানে হচ্ছে সামূদ গোত্রের স্থান, ভূমির যে অংশকে তুমি নিষিদ্ধ ও সংরক্ষিত ঘোষণা করেছ তার নাম حِجْرٌ । এই জন্যে বায়তুল্লাহ্ শরীফের হাতীম নামক অংশকে حِجْرٌ বলা হয়, مَقْتُوْلٌ থেকে যেমন قَتِيْلٌ তেমনি مَحْطُوْمٌ থেকে গৃহীত রূপ, حَطِيْمٌ — ইয়ামামার حِجْرٌ হচ্ছে একটি মনজিল বা ছোট্ট ঘর।

٢٣٧٥ . بَابُ قَوْلِهِ : هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمْ

২৩৭৫. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্র বাণী ঃ সাক্ষীদেরকে হাযির কর। (৬ ঃ ১৫০)

হিজাজীদের পরিভাষায় একবচন, দ্বিবচন এবং বহুবচনের জন্যে هَلُمَّ ব্যবহৃত হয়।

٢٣٧٦ . بَابُ قَوْلِهِ : لاَ يَنْفَعُ نَفْسًا اِيْمَانُهَا

২৩৭৬. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্র বাণী ঃ যেদিন তোমার প্রতিপালকের কোন নিদর্শন আসবে সেদিন তার ঈমান কাজে আসবে না (যে ব্যক্তি পূর্বে ঈমান আনেনি কিংবা যে ব্যক্তি ঈমানের মাধ্যমে কল্যাণ অর্জন করেনি) (৬ ঃ ১৫৮)

٤٢٨٠ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ زُرْعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا فَاِذَا رَاٰهَا النَّاسُ اٰمَنَ مَنْ عَلَيْهَا فَذَاكَ حِيْنَ لاَ يَنْفَعُ نَفْسًا اِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ اٰمَنَتْ مِنْ قَبْلُ.

banglainternet.com

৪২৮০ মূসা ইবন ইসমাঈল (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, "পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে না। লোকেরা যখন তা দেখবে, তখন পৃথিবীর সকলে ঈমান আনবে, এবং সেটি হচ্ছে এমন সময় "পূর্বে ঈমান আনেনি এমন ব্যক্তির ঈমান তার কাজে আসবে না।"

٤٢٨١ حَدَّثَنِيْ اِسْحٰقُ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا فَاِذَا طَلَعَتْ رَاٰهَا النَّاسُ اٰمَنُوْا اَجْمَعُوْنَ ، فَذٰلِكَ حِيْنَ لاَ يَنْفَعُ نَفْسًا اِيْمَانُهَا ، ثُمَّ قَرَاَ الْاٰيَةَ ـ

৪২৮১ ইসহাক (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যতক্ষণ না পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় ঘটবে ততক্ষণ কিয়ামত হবে না, যখন সেদিক থেকে সূর্য উদিত হবে এবং লোকেরা তা দেখবে তখন সবাই ঈমান গ্রহণ করবে, এটাই সেই সময় যখন কোন ব্যক্তিকে তার ঈমান কল্যাণ সাধন করবে না। তারপর তিনি আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন।

سُوْرَةُ الْاَعْرَافِ

সূরা 'আরাফ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : وَرِيَاشًا الْمَالُ الْمُعْتَدِيْنَ فِي الدُّعَاءِ وَفِيْ غَيْرِهِ ، عَفَوْا كَثُرُوْا وَكَثُرَتْ اَمْوَالُهُمْ ، اَلْفَتَّاحُ الْقَاضِيْ ، اِفْتَحْ بَيْنَنَا ، اِقْضِ بَيْنَنَا ، نَتَقْنَا الْجَبَلَ رَفَعْنَا ، اِنْبَجَسَتْ اِنْفَجَرَتْ ، مُتَبَّرٌ خُسْرَانٌ ، اَسٰى اَحْزَنُ ، تَاْسَ تَحْزَنْ ، وَقَالَ غَيْرُهُ : اَنْ لاَ تَسْجُدَ ، اَنْ تَسْجُدَ ، يَخْصِفَانِ اَخَذَ الْخِصَافَ مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ يُؤَلِّفَانِ الْوَرَقَ وَيَخْصِفَانِ الْوَرَقَ بَعْضَهُ اِلٰى بَعْضٍ سَوْاٰتِهِمَا كِنَايَةٌ عَنْ فَرْجَيْهِمَا وَمَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ ، هٰهُنَا اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَالْحِيْنُ عِنْدَ الْعَرَبِ مِنْ سَاعَةٍ اِلٰى مَا لاَ يُحْصٰى عَدَدُهَا الرِّيَاشُ وَالرِّيْشُ وَاحِدٌ وَهُوَ مَا ظَهَرَ مِنَ اللِّبَاسِ ، قَبِيْلُهُ ، جِيْلُهُ الَّذِيْ هُوَ مِنْهُمْ ، اَدَّارَكُوْا اجْتَمَعُوْا وَمَشَاقُّ الْاِنْسَانِ وَالدَّابَّةِ كُلُّهُمْ يُسَمّٰى سُمُوْمًا وَاحِدُهَا سَمٌّ وَهِيَ عَيْنَاهُ وَمَنْخِرَاهُ وَفَمُهُ وَاُذُنَاهُ وَدُبُرُهُ وَاَحْلِيْلُهُ ، غَوَاشٍ مَا غَشُّوْا بِهِ ، نَشَرًا مُتَفَرِّقَةً ، نَكِدًا قَلِيْلاً ، يَغَنَوْا يَعِيْشُوْا ، حَقِيْقٌ حَقٌّ ، اِسْتَرْهَبُوْهُمْ مِنَ الرَّهْبَةِ ، تَلْقَفُ تَلْقَمُ ، طَائِرُهُمْ حَظُّهُمْ ، طُوْفَانٌ مِنَ

banglainternet.com

السَّيْلِ - وَيُقَالُ لِلْمَوْتِ الْكَثِيْرِ الطُّوْفَانُ الْقُمَّلُ الْحُمْنَانُ تُشْبِهُ صِغَارَ الْحَلَمِ ، عُرُوْشٌ عَرِيْشٌ بِنَاءٌ ، سُقِطَ كُلُّ مَنْ نَدِمَ فَقَدْ سُقِطَ فِيْ يَدِهِ ، اَلاَسْبَاطُ قَبَائِلُ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ . يَعْدُوْنَ يَتَعَدَّوْنَ يُجَاوِزُوْنَ ، تَعْدُ تُجَاوِزُ ، شُرَّعًا شَوَارِعَ ، بَئِيْسٍ شَدِيْدٍ ، اَخْلَدَ قَعَدَ وَتَقَاعَسَ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ نَأْتِيْهِمْ مِنْ مَأْمَنِهِمْ . كَقَوْلِهِ تَعَالٰى : فَاَتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوْا مِنْ جِنَّةٍ مِنْ جُنُوْنٍ . فَمَرَّتْ بِهِ اِسْتَمَرَّبِهَا الْحَمْلُ فَاَتَمَّتْهُ ، يَنْزَغَنَّكَ يَسْتَخِفَّنَّكَ . طَيْفٌ مُلِمٌّ بِهِ لَمَمٌ - وَيُقَالُ طَائِفٌ وَهُوَ وَاحِدٌ ، يَمُدُّوْنَهُمْ يُزَيِّنُوْنَ ، وَخِيْفَةً خَوْفًا ، وَخُفْيَةً مِنَ الْاِخْفَاءِ ، وَالْاَصَالُ وَاحِدُهَا اَصِيْلٌ وَهُوَ مَا بَيْنَ الْعَصْرِ اِلَى الْمَغْرِبِ كَقَوْلِهِ : بُكْرَةً وَّاَصِيْلاً

ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) বলেন : وَرِيَاشًا — সম্পদ, اِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ — তিনি সীমালংঘনকারীদের ভালবাসেন না, দোয়া এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে, عَفَوْا — তারা সংখ্যাধিক্য হয় এবং তাদের সম্পত্তি প্রাচুর্য লাভ করে, اَلْفَتَّاحُ — বিচারক, اِفْتَحْ بَيْنَنَا — আমাদের মাঝে ফয়সালা করে দিন। نَتَقْنَا الْجَبَلَ — উপরে তুলেছি পাহাড়, اِنْبَجَسَتْ — প্রবাহিত হয়েছে, مُتَبَّرٌ — ক্ষতিগ্রস্ত, اٰسٰى — আমি আক্ষেপ করি, تَاْسَ — আক্ষেপ করবে, অন্যজন বলেছেন اَنْ لاَ تَسْجُدَ — সিজদা করতে, يَخْصِفَانِ — তাঁরা উভয়ে সেলাই করে জোড়া লাগাচ্ছিলেন, مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ — বেহেশতের পাতা, উভয়ে সংগ্রহ করেছিলেন এবং পাতা একটা অন্যটার সাথে সেলাই করে জোড়া লাগাচ্ছিলেন, سَوْاٰتِهِمْ — তাঁদের জননাঙ্গ, وَمَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ — এখন থেকে কিয়ামত পর্যন্ত, আরবদের ভাষায় حِيْنٌ বলা হয় একটি নির্দিষ্ট সময় থেকে অনির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত, اَلرِّيَاشُ وَالرِّيْشُ — একই অর্থাৎ পোশাকের বহিরাংশ, قَبِيْلُهُ — তার দল সে যে দলের অন্তর্ভুক্ত। اِدَّارَكُوْا — একত্রিত হল। মানুষ এবং অন্যান্য জন্তুর ছিদ্রসমূহকে سُمُوْمٌ বলা হয়, এর একবচন سَمٌّ সেগুলো হচ্ছে চক্ষুদ্বয়, নাসারন্ধ্র, মুখ, দু'টি কান, বাহ্য পথ ও স্রাবনালী, غَوَاشٌ — আচ্ছাদন, نُشُرًا — বিক্ষিপ্ত, نَكِدًا — স্বল্প পরিমাণ, يَغْنَوْا — জীবন যাপন করেছেন, حَقِيْقٌ — হক ও উপযুক্ত, যোগ্য, اِسْتَرْهَبُوْهُمْ — আতংকিত করল, رَهْبَةٌ — থেকে নিষ্পন্ন, تَلْقَفُ — গো গ্রাসে গিলে ফেলা, طَائِرُهُمْ — তাদের ভাগ্য, বন্যা, طُوْفَانٌ — বন্যা, অধিক হারে মৃত্যুকেও طُوْفَانٌ বলা হয়, اَلْقُمَّلُ — উকুন, عُرُوْشٌ - عَرِيْشٌ — অট্টালিকা, سُقِطَ — যারা অপমানিত হয় তাদেরকে বলা হয় سُقِطَ فِيْ يَدِهِ। اَلاَسْبَاطُ — বনী ইসরাঈলের গোত্রসমূহ, يَعْدُوْنَ ও يَتَعَدَّوْنَ — সীমালংঘন করে; تَعْدُ — সীমালংঘন করেছে, شُرَّعًا — প্রকাশ্যভাবে, بَئِيْسٍ — কঠোর, اَخْلَدَ — বসে থাকল এবং পেছনে পড়ল, سَنَسْتَدْرِجُهُمْ — তাদের নিরাপদ স্থান থেকে তাদেরকে এসে ক্রমে বের করে আনবে, যেমন "فَاَتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوْا — তাদেরকে আল্লাহ্ এমন শাস্তি দিলেন যা তারা ধারণা করেনি।" مِنْ جِنَّةٍ — উন্মাদনা, فَمَرَّتْ بِهِ — তার গর্ভ অটুট থাকল এরপর সেটাকে পূর্ণতা দান করলেন, يَسْتَخِفَّنَّكَ يَنْزَغَنَّكَ — তোমাকে কু-মন্ত্রণা দেয়, طَيْفٌ — আগত সংযোগযোগ্য, طَيْفٌ এবং طَائِفٌ একরকম, يَمُدُّوْنَهُمْ — অলংকৃত করে, خِيْفَةً — ভয়, خُفْيَةً শব্দটি اِخْفَاءٌ থেকে নিষ্পন্ন অর্থাৎ গোপন করা, وَالْاٰصَالُ

banglainternet.com

একবচনে اَصِيْلٌ — আসর থেকে মাগরিব পর্যন্ত সময়, যেমন আল্লাহ্‌র বাণী بُكْرَةً وَّاَصِيْلاً — সকাল-সন্ধ্যা।

٢٣٧٧ . بَابُ قَوْلِهِ : قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ

২৩৭৭. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ বল, আমার প্রতিপালক নিষিদ্ধ করেছেন প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতা (৭ ঃ ৩৩)

٤٢٨٢ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ اَبِيْ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ اَنْتَ سَمِعْتَ هٰذَا مِنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ نَعَمْ وَرَفَعَهُ قَالَ لاَ اَحَدَ اَغْيَرُ مِنَ اللّٰهِ ، فَلِذٰلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلاَ اَحَدَ اَحَبُّ اِلَيْهِ الْمَدْحَةُ مِنَ اللّٰهِ ، فَلِذٰلِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ ـ

৪২৮২ সুলায়মান ইব্‌ন হার্‌ব (র) ..... আমর ইব্‌ন মুররাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবূ ওয়ায়েলকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি এটা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) থেকে শুনেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ এবং তিনি এটাকে মারফূ' হাদীস হিসেবে বর্ণনা করেছেন। রাসূল (সা) বলেছেন, অন্যায়কে ঘৃণাকারী আল্লাহ্‌র তুলনায় অন্য কেউ নেই, এজন্যেই তিনি প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সকল অশ্লীলতা হারাম করে দিয়েছেন, আবার আল্লাহ্‌র চেয়ে প্রশংসা-প্রিয় অন্য কেউ নেই, এজন্যেই তিনি নিজে নিজের প্রশংসা করেছেন।

٢٣٧٨ . بَابُ قَوْلُهُ : وَلَمَّا جَاءَ مُوْسٰى لِمِيْقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ اَرِنِيْ اَنْظُرْ اِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِيْ وَلٰكِنْ اُنْظُرْ اِلَى الْجَبَلِ فَاِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِيْ فَلَمَّا تَجَلّٰى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَّ خَرَّ مُوْسٰى صَعِقًا فَلَمَّا اَفَاقَ قَالَ سُبْحٰنَكَ تُبْتُ اِلَيْكَ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُؤْمِنِيْنَ

২৩৭৮. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ মূসা যখন আমার নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হল এবং তাঁর প্রতিপালক তার সাথে কথা বললেন, তখন তিনি বললেন, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে দর্শন দাও, আমি তোমাকে দেখব, তিনি বললেন, তুমি আমাকে কখনোই দেখতে পাবে না। তুমি বরং পাহাড়ের প্রতি লক্ষ্য কর, তা যদি স্ব-স্থানে স্থির থাকে তবে তুমি আমাকে দেখবে, যখন তাঁর প্রতিপালক পাহাড়ে জ্যোতি প্রকাশ করলেন তখন তা পাহাড়কে চূর্ণ-বিচূর্ণ করল আর মূসা (আ) সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লেন। যখন তিনি জ্ঞান ফিরে পেলেন, তখন বললেন, মহিমময় তুমি, আমি অনুতপ্ত হয়ে তোমাতেই প্রত্যাবর্তন করলাম এবং মু'মিনদের মধ্যে আমিই প্রথম (৭ ঃ ১৪৩)

ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন اَرِنِيْ — আমাকে দেখা দাও।

banglainternet.com

٤٢٨٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيٰى الْمَازِنِيِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ

الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُوْدِ اِلَى النَّبِيِّ (ص) قَدْ لُطِمَ وَجْهُهُ وَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اِنَّ رَجُلاً مِنْ اَصْحَابِكَ مِنَ الْاَنْصَارِ لَطَمَ فِيْ وَجْهِيْ قَالَ اُدْعُوْهُ فَدَعَوْهُ قَالَ لِمَ لَطَمْتَ وَجْهَهُ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ مَرَرْتُ بِالْيَهُوْدِيِّ فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ وَالَّذِيْ اصْطَفَى مُوْسَى عَلَى الْبَشَرِ ، فَقُلْتُ وَعَلَى مُحَمَّدٍ فَاَخَذَتْنِيْ غَضْبَةٌ فَلَطَمْتُهُ قَالَ لاَ تُخَيِّرُوْنِيْ مِنْ بَيْنِ الْاَنْبِيَاءِ فَاِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَاَكُوْنُ اَوَّلَ مَنْ يُفِيْقُ قَالَ فَاِذَا اَنَا بِمُوْسَى اٰخِذٌ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِمِ الْعَرْشِ فَلاَ اَدْرِيْ اَفَاقَ قَبْلِيْ اَمْ جُزِيَ بِصَعْقَةِ الطُّوْرِ ـ

৪২৮৩ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইউসুফ ..... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেছেন যে এক ইহুদী নবী করীম (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হল। তার মুখমণ্ডলে চপেটাঘাত খেয়ে সে বলল, হে মুহাম্মদ! আপনার এক আনসারী সাহাবী আমার মুখমণ্ডলে চপেটাঘাত করেছে। তিনি বললেন, তাকে ডেকে আন। তারা ওকে ডেকে আনল, রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, "একে চপেটাঘাত করেছ কেন?" সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি এই ইহুদীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। তখন শুনলাম যে, সে বলছে তারই শপথ যিনি মূসা (আ)-কে মানবজাতির উপর মনোনীত করেছেন, আমি বললাম মুহাম্মদ (সা)-এর উপরও মনোনীত করেছেন কি? এরপর আমার রাগ এসে গিয়েছিল, তাই তাকে চপেটাঘাত করেছি। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, (অন্যের মানহানি হতে পারে কিংবা নিজেদের খেয়াল খুশীমত) তোমরা আমাকে অন্যান্য নবীর থেকে উত্তম বলো না" (বরং আল্লাহ্‌র ঘোষণায় আমি তো উত্তম আছিই এবং থাকবোই), কারণ কিয়ামত দিবসে সব মানুষই সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়বে, সর্বপ্রথম আমিই সচেতন হব। তিনি বলেন, তখন আমি দেখব যে, মূসা (আ) আরশের খুঁটি ধরে রেখেছেন, আমার বোধগম্য হবে না যে, তিনি কি আমার পূর্বে সচেতন হবেন নাকি তূর পাহাড়ের সংজ্ঞাহীনতাকে এর বিনিময় নির্ধারণ করা হয়েছে।

٢٣٧٩ . بَابُ قَوْلِهِ : اَلْمَنُّ وَالسَّلْوٰى

২৩৭৯. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ মান্না এবং সালওয়া (৭ ঃ ১৬০)

٤٢٨٤ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ اَلْكَمْاَةُ مِنَ الْمَنِّ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ ـ

৪২৮৪ মুসলিম (র) ..... সা'ঈদ ইব্‌ন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা) বলেছেন, اَلْكَمْاَةُ জাতীয় উদ্ভিদ মান্না-এর মত এবং এর পানি চোখের রোগমুক্তি।

٢٣٨٠ . بَابُ قَوْلِهِ : قُلْ يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا نِ الَّذِيْ لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِيْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ـ

banglainternet.com

২৩৮০. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ বল, হে মানুষ! আমি তোমাদের সকলের জন্যে আল্লাহ্‌র রাসূল। যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্বের অধিকারী; তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই, তিনিই জীবিত করেন ও মৃত্যু ঘটান, সুতরাং তোমরা ঈমান আন আল্লাহ্‌র প্রতি ও তাঁর বার্তাবাহক উম্মী নবীর প্রতি, যে আল্লাহ্ ও তাঁর বাণীতে ঈমান আনে এবং তোমরা তাঁর অনুসরণ কর যাতে তোমরা পথ পাও (৭ ঃ ১৫৮)

٤٢٨٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَمُوسَى بْنُ هَارُوْنَ قَالاَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْعَلاَءِ بْنِ زَبْرٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ بُسْرُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ اِدْرِيْسَ الْخَوْلاَنِيُّ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا الدَّرْدَاءِ يَقُوْلُ كَانَتْ بَيْنَ اَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ مُحَاوَرَةٌ فَاَغْضَبَ اَبُوْ بَكْرٍ عُمَرَ ، فَانْصَرَفَ عُمَرُ عَنْهُ مُغْضَبًا فَاتَّبَعَهُ اَبُوْ بَكْرٍ يَسْاَلُهُ اَنْ يَسْتَغْفِرَلَهُ فَلَمْ يَفْعَلْ حَتّٰى اَغْلَقَ بَابَهُ فِيْ وَجْهِهِ ، فَاَقْبَلَ اَبُوْ بَكْرٍ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) فَقَالَ اَبُو الدَّرْدَاءِ وَنَحْنُ عِنْدَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اَمَّا صَاحِبُكُمْ هٰذَا فَقَدْ غَامَرَ قَالَ وَنَدِمَ عُمَرُ عَلٰى مَا كَانَ مِنْهُ ، فَاَقْبَلَ حَتّٰى سَلَّمَ وَجَلَسَ اِلَى النَّبِيِّ (ص) وَقَصَّ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) الْخَبَرَ قَالَ اَبُو الدَّرْدَاءِ وَغَضِبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) وَجَعَلَ اَبُوْ بَكْرٍ يَقُوْلُ وَاللّٰهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لاَنَا كُنْتُ اَظْلَمُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) هَلْ اَنْتُمْ تَارِكُوْ لِيْ صَاحِبِيْ هَلْ اَنْتُمْ تَارِكُوْ لِيْ صَاحِبِيْ اِنِّيْ قُلْتُ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا فَقُلْتُمْ كَذَبْتَ وَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ صَدَقْتَ ، قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ غَامَرَ سَابَقَ بِالْخَيْرِ ـ

৪২৮৫ আবদুল্লাহ্ (র) ..... আবুদ্ দারদা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আবূ বকর (রা) ও উমর (রা)-এর মধ্যে বিতর্ক হয়েছিল, আবূ বকর (রা) উমর (রা)-কে চটিয়ে দিয়েছিলেন, এরপর রাগান্বিত অবস্থায় উমর (রা) সেখান থেকে প্রস্থান করলেন, আবূ বকর (রা) তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে করতে তাঁর পিছু ছুটলেন কিন্তু উমর (রা) ক্ষমা করলেন না, বরং তাঁর সম্মুখের দরজা বন্ধ করে দিলেন। এরপর আবূ বকর (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে আসলেন। আবুদ্ দারদা (রা) বলেন, আমরা তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে ছিলাম, ঘটনা শোনার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, তোমাদের এই সাথী আবূ বকর অগ্রে কল্যাণ লাভ করেছে। তিনি বলেন, এতে উমর লজ্জাবোধ করলেন এবং সালাম করে নবী (সা)-এর পাশে বসে পড়লেন ও ইতিবৃত্ত সব রাসূল (সা)-এর কাছে বর্ণনা করলেন। আবুদ দারদা (রা) বলেন, এতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) অসন্তুষ্ট হলেন। সিদ্দিকে আকবর (রা) বারবার বলছিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা) আমি অধিক দোষী ছিলাম। অনন্তর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, তোমরা আমার জন্যে আমার সাথীটাকে রাখবে কি? তোমরা আমার জন্যে আমার সাথীটাকে রাখবে কি? এমন একদিন ছিল যখন আমি বলেছিলাম, "হে লোক সকল! আমি তোমাদের সকলের জন্যে রাসূল, তখন তোমরা বলেছিলে "তুমি মিথ্যা বলেছ" আর আবূ বকর (রা) বলেছিল, "আপনি সত্য বলেছেন।"

ইমাম আবূ আবদুল্লাহ্ বুখারী (র) বলেন غَامَرَ—অগ্রে কল্যাণ লাভ করেছে।

banglainternet.com

٢٣٨١ . بَابٌ قَوْلِهِ : وَخَرَّ مُوْسٰى صَعِقًا

২৩৮১. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর বাণী ঃ এবং মূসা সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ল (৭ ঃ ১৪৩)। এ অধ্যায়ে আবূ সাঈদ এবং আবূ হুরায়রা (রা)-এর হাদীস বর্ণিত আছে নবী করীম (সা) থেকে।

٢٣٨٢ . بَابٌ قَوْلِهِ :- وَقُوْلُوْا حِطَّةٌ

২৩৮২. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর বাণী ঃ তোমরা বল ক্ষমা চাই (৭ ঃ ১৬১)

٤٢٨٦ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ مُنَبِّهٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) قِيْلَ لِبَنِيْ اِسْرَائِيْلَ وَقُوْلُوْا حِطَّةٌ اُدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ فَبَدَّلُوْا فَدَخَلُوْا يَزْحَفُوْنَ عَلٰى اَسْتَاهِهِمْ وَقَالُوْا حَبَّةٌ فِيْ شَعَرَةٍ۔

৪২৮৬ ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম(র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, ইসরাঈলীদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যে, "নতশিরে প্রবেশ কর এবং বল, ক্ষমা চাই, আমি তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করব।" (৭ ঃ ১৬১) এরপর তারা তার বিপরীত করল, তারা নিজেদের নিতম্বে ভর দিয়ে মাটিতে বসে বসে প্রবেশ করল এবং বলল حَبَّةٌ فِيْ شَعَرَةٍ — যবের মধ্যে বিচি চাই।

٢٣٨٣ . بَابُ قَوْلِهِ : خُذِ الْعَفْوَ وَاْمُرْ بِالْعُرْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ

২৩৮৩. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর বাণী ঃ তুমি ক্ষমাপরায়ণতা অবলম্বন কর, সৎ কাজের নির্দেশ দাও, এবং অজ্ঞদিগকে উপেক্ষা কর (৭ ঃ ১৯৯)

٤٢٨٧ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنِ ابْنِ حُذَيْفَةَ فَنَزَلَ عَلٰى ابْنِ اَخِيْهِ الْحُرِّ بْنِ قَيْسٍ وَكَانَ مِنَ النَّفَرِ الَّذِيْنَ يُدْنِيْهِمْ عُمَرُ وَكَانَ الْقُرَّاءُ اَصْحَابَ مَجَالِسِ عُمَرَ وَمُشَاوَرَتِهِ كُهُوْلاً كَانُوْا اَوْ شُبَّانًا فَقَالَ عُيَيْنَةُ لِابْنِ اَخِيْهِ يَا ابْنَ اَخِيْ لَكَ وَجْهٌ عِنْدَ هٰذَا الْاَمِيْرِ ، فَاسْتَاْذِنْ لِيْ عَلَيْهِ ، قَالَ سَاَسْتَاْذِنُ لَكَ عَلَيْهِ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَاسْتَاْذَنَ الْحُرُّ لِعُيَيْنَةَ فَاَذِنَ لَهُ عُمَرُ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ قَالَ هِيْ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ فَوَاللّٰهِ مَا تُعْطِيْنَا الْجَزْلَ وَلاَ تَحْكُمُ بَيْنَنَا بِالْعَدْلِ فَغَضِبَ عُمَرُ حَتّٰى هَمَّ اَنْ يُوْقِعَ بِهِ فَقَالَ لَهُ الْحُرُّ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى قَالَ لِنَبِيِّهِ (ص) خُذِ الْعَفْوَ وَاْمُرْ بِالْعُرْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ وَاِنَّ هٰذَا مِنَ الْجَاهِلِيْنَ وَاللّٰهِ مَا جَاوَزَهَا عُمَرُ حِيْنَ تَلاَهَا عَلَيْهِ وَكَانَ وَقَّافًا عِنْدَ كِتَابِ اللّٰهِ۔

banglainternet.com

৪২৮৭ আবুল য়ামান (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, 'উয়াইনা ইব্ন হিস্ন ইব্ন হুযায়ফা এসে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র হুর ইব্ন কায়সের কাছে অবস্থান করলেন। হযরত উমর (রা) যাদেরকে পার্শ্বে রাখতেন হুর ছিলেন তাদের একজন। কারীবৃন্দ, যুবক-বৃদ্ধ সকলেই উমর ফারূক (রা)-এর মজলিশের সদস্য এবং উপদেষ্টা ছিলেন। এরপর 'উয়াইনা তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রকে ডেকে বললেন, এই আমীরের কাছে তো তোমার একটা মর্যাদা আছে, সুতরাং তুমি আমার জন্য তাঁর কাছে প্রবেশের অনুমতি নিয়ে দাও। তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমি তাঁর কাছে আপনার প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করব।

ইব্ন 'আব্বাস (রা) বলেন, এরপর হুর অনুমতি প্রার্থনা করলেন 'উয়াইনার জন্যে এবং হযরত উমর (রা) অনুমতি দিলেন। 'উয়াইনা উমরের কাছে গিয়ে বললেন, হ্যাঁ আপনি তো আমাদেরকে বেশি বেশি দানও করেন না এবং আমাদের মাঝে ন্যায়বিচারও করেন না। উমর (রা) ক্রোধান্বিত হলেন এবং তাঁকে কিছু একটা করাতে উদ্যত হলেন। তখন হুর বললেন, আমিরুল মু'মিনীন! আল্লাহ্ তা'আলা তো তাঁর নবী (সা)-কে বলেছেন, "ক্ষমাপরায়ণতা অবলম্বন কর, সৎ কাজের নির্দেশ দাও এবং অজ্ঞদিগকে উপেক্ষা কর" আর এই ব্যক্তি তো নিঃসন্দেহে অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত। (হুর যখন এটা তাঁর নিকট তিলাওয়াত করলেন তখন) আল্লাহ্র কসম উমর (রা) আয়াতের নির্দেশ অমান্য করেননি। উমর আল্লাহ্র কিতাবের বিধানের সামনে স্থির দাঁড়িয়ে থাকতেন, অর্থাৎ তা অতিক্রম করতেন না।

٤٢٨٨ حَدَّثَنَا يَحْيٰى حَدَّثَنَا قَالَ وَكِيْعٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ خُذِ الْعَفْوَ وَاْمُرْ بِالْعُرْفِ قَالَ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلاَّ فِيْ اَخْلاَقِ النَّاسِ وَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بَرَّادٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ قَالَ هِشَامٌ اَخْبَرَنِيْ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ اَمَرَ اللّٰهُ نَبِيَّهُ (ص) اَنْ يَاْخُذَ الْعَفْوَ مِنْ اَخْلاَقِ النَّاسِ اَوْ كَمَا قَالَ۔

৪২৮৮ ইয়াহ্ইয়া (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র (রা) বলেছেন, خُذِ الْعَفْوَ وَاْمُرْ بِالْعُرْفِ আয়াতটি আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের চরিত্র সম্পর্কেই নাযিল করেছেন।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন বার্রাদ বলেন, আবূ উসামা ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবী (সা)-কে মানুষের আচরণ সম্পর্কে ক্ষমাপরায়ণতা অবলম্বন করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

سُوْرَةُ الْاَنْفَالِ

সূরা আনফাল

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قَوْلُهُ : يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَصْلِحُوْا ذَاتَ بَيْنِكُمْ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : اَلْاَنْفَالُ الْمَغَانِمُ ، وَقَالَ قَتَادَةُ : رِيْحُكُمُ الْحَرْبُ ، يُقَالُ نَافِلَةٌ عَطِيَّةٌ۔

banglainternet.com

আল্লাহ্‌র বাণী ঃ লোকে তোমাকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সম্বন্ধে প্রশ্ন করে, বল, যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আল্লাহ্ এবং রাসূলের, সুতরাং আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং নিজদিগের মধ্যে সদভাব স্থাপন কর (৮ ঃ ১)।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন اَلْاَنْفَالُ — যুদ্ধলব্ধ সম্পদ, কাতাদা বলেন, رِيْحُكُمْ — যুদ্ধ, نَافِلَةً — দান।

٤٢٨٩ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ بِشْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا سُوْرَةُ الْاَنْفَالِ قَالَ نَزَلَتْ فِيْ بَدْرٍ ، اَلشَّوْكَةُ الْحَدُّ ، مُرْدِفِيْنَ فَوْجًا بَعْدَ فَوْجٍ رَدِفَنِيْ وَاَرْدَفَنِيْ اَوْ جَاءَ بَعْدِيْ ، ذُوْقُوْا بَاشِرُوْا وَجَرِّبُوْا ، وَلَيْسَ هٰذَا مِنْ ذَوْقِ الْفَمِ فَيَرْكُمَهُ يَجْمَعُهُ ، شَرِّدْ فَرِّقْ ، وَاِنْ جَنَحُوْا طَلَبُوا ، اَلسِّلْمُ وَالسِّلْمُ وَالسَّلاَمُ وَاحِدٌ ، يُثْخِنَ يَغْلِبَ ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ : مَكَاءً اِدْخَالُ اَصَابِعِهِمْ فِيْ اَفْوَاهِهِمْ ، وَتَصْدِيَةً الصَّفِيْرُ لِيُثْبِتُوْكَ لِيَحْبِسُوْكَ ـ

৪২৮৯ মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুর রহীম (র) ..... সা'ঈদ ইব্‌ন যুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত, আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম সূরা আনফাল সম্পর্কে, তিনি বললেন, বদরের যুদ্ধে নাযিল হয়েছে।

اَلشَّوْكَةُ ـ اَلْحَدُّ — শক্তি, مُرْدِفِيْنَ — একদল সৈন্যের পর অপর দল, رَدِفَنِيْ এবং اَرْدَفَنِيْ অর্থ আমার পেছন পেছন এসেছে, ذُوْقُوْا — সরাসরি জড়িয়ে পড় এবং অভিজ্ঞতা অর্জন কর, এটা মুখে স্বাদ গ্রহণ করা নয়, فَيَرْكُمَهُ — এরপর তাকে একত্রিত করবেন, شَرِّدْ — বিচ্ছিন্ন করে দাও, وَاِنْ جَنَحُوْا — যদি তারা চায়, اَلسِّلْمُ , اَلسِّلْمُ এবং اَلسَّلاَمُ একই অর্থ সন্ধি, يُثْخِنَ — জয়ী হওয়া, মুফাস্‌সির মুজাহিদ বলেন, مُكَاءً —তাদের অঙ্গুলিসমূহ মুখে ঢুকিয়ে দেয়া, শিস দেয়া, تَصْدِيَةً — করতালি, لِيُثْبِتُوْكَ — তোমাকে আটকে রাখার জন্যে।

٢٣٨٤ . بَابٌ قَوْلِهِ : اِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللّٰهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِيْنَ لاَ يَعْقِلُوْنَ قَالَ هُمْ نَفَرٌ مِنْ بَنِيْ عَبْدِ الدَّارِ

২৩৮৪. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ আল্লাহ্‌র কাছে নিকৃষ্টতম জীব সেই বধির ও মূক যারা কিছুই বোঝে না (৮ ঃ ২২) قَالَ هُمْ نَفَرٌ مِنْ بَنِيْ عَبْدِ الدَّارِ ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেছেন, তারা বনী আবদুদ্ দার গোষ্ঠীর একদল লোক।

٤٢٩٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنِ ابْنِ اَبِيْ نَجِيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : اِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللّٰهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِيْنَ لاَ يَعْقِلُوْنَ ، قَالَ هُمْ نَفَرٌ مِنْ بَنِيْ عَبْدِ الدَّارِ

banglainternet.com

৪২৯০ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইউসুফ (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, اِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللّٰهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِيْنَ لاَ يَعْقِلُوْنَ সম্পর্কে তিনি বলেছেন যে, তারা হচ্ছে বনী আবদুদ্‌দার গোষ্ঠীর একদল লোক।

٢٣٨٥ . بَابُ قَوْلِهِ : يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْ وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ يَحُوْلُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَاَنَّهُ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ

২৩৮৫. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ হে মু'মিনগণ! রাসূল যখন তোমাদেরকে এমন কিছুর দিকে আহ্‌বান করেন যা তোমাদেরকে প্রাণবন্ত করে, তখন আল্লাহ্ ও রাসূলের আহবানে সাড়া দেবে এবং জেনে রাখ যে, আল্লাহ্ মানুষ ও তার অন্তরের অন্তরালে থাকেন এবং তাঁরই কাছে তোমাদেরকে একত্র করা হবে (৮ ঃ ২৪)

اِسْتَجِيْبُوْا — তোমরা সাড়া দাও, لِمَا يُحْيِيْكُمْ — তোমাদেরকে সংশোধন করার জন্যে।

٤٢٩١ حَدَّثَنِىْ اِسْحٰقُ قَالَ اَخْبَرَنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ سَمِعْتُ حَفْصَ بْنَ عَاصِمٍ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُعَلّٰى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ اُصَلِّىْ فَمَرَّ بِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) فَدَعَانِىْ فَلَمْ اٰتِهِ حَتّٰى صَلَّيْتُ ثُمَّ اَتَيْتُهُ فَقَالَ مَا مَنَعَكَ اَنْ تَاْتِىَ اَلَمْ يَقُلِ اللّٰهُ : يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ ثُمَّ قَالَ لَاُعَلِّمَنَّكَ اَعْظَمَ سُوْرَةٍ فِى الْقُرْاٰنِ قَبْلَ اَنْ اَخْرُجَ ، فَذَهَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) لِيَخْرُجَ ذَكَرْتُ لَهُ ، وَقَالَ مُعَاذٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خُبَيْبٍ سَمِعَ حَفْصًا سَمِعَ اَبَا سَعِيْدٍ رَجُلاً مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ (ص) بِهٰذَا وَقَالَ هِىَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ، اَلسَّبْعُ الْمَثَانِىْ۔

৪২৯১ ইসহাক (র) ..... আবূ সা'ঈদ ইব্‌ন মুয়াল্লা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদা নামাযে ছিলাম, এমতাবস্থায় রাসূল (সা) আমার পাশ দিয়ে গেলেন এবং আমাকে ডাকলেন, নামায শেষ না করা পর্যন্ত আমি তাঁর কাছে যাইনি, তারপর গেলাম, তিনি বললেন, তোমাকে আসতে বাধা দিল কিসে? আল্লাহ্ কি বলেননি "রাসূল (সা) তোমাদেরকে ডাক দিলে, আল্লাহ্ ও রাসূলের ডাকে সাড়া দেবে?" তারপর তিনি বললেন, আমি মসজিদ থেকে বের হবার পূর্বে তোমাকে একটি বড় সওয়াবযুক্ত সূরা শিক্ষা দেব। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন আমি তাঁর নিকট প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়ে দিলাম।

মু'আয বললেন ..... হাফ্‌স শুনেছেন, একজন সাহাবী আবূ সা'ঈদ ইবনুল মু'আল্লাকে এই হাদীস বর্ণনা করতে, রাসূল বললেন—সেই সূরাটি হচ্ছে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ। সাত আয়াতবিশিষ্ট ও পুনঃ পুনঃ উল্লেখ্য আবৃত।

٢٣٨٦ . بَابُ قَوْلِهِ : وَاِذْ قَالُوا اللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ هٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَاَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ اَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ

banglainternet.com

২৩৮৬. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ স্মরণ কর, তারা বলেছিল, হে আল্লাহ্! এটা যদি তোমার পক্ষ

থেকে সত্য হয়, তবে আমাদের উপর আকাশ হতে প্রস্তর বর্ষণ কর কিংবা আমাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তি দাও (৮ ঃ ৩২)

ইব্‌ন উয়াইনা বলেছেন, কুরআনে করীমে শুধুমাত্র আযাব বা শাস্তিকেই আল্লাহ্ তা'আলা مَطَرٌ নামে আখ্যায়িত করেছেন, বৃষ্টিকে 'আরবগণ غَيْثٌ নামে আখ্যায়িত করে। যেমন আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوْا — তারা নিরাশ হবার পর তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন।

٤٢٩٢ حَدَّثَنِيْ اَحْمَدُ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ هُوَ ابْنُ كُرْدِيْدٍ صَاحِبُ الزِّيَادِيِّ سَمِعَ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اَبُوْ جَهْلٍ اَللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ هٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَاَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ لَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ، فَنَزَلَتْ : وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ وَمَا لَهُمْ اَلاَّ يُعَذِّبَهُمُ اللّٰهُ وَهُمْ يَصُدُّوْنَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الْاٰيَةَ۔

৪২৯২ আহমদ (র) ..... হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, আবূ জাহেল বলেছিল, "হে আল্লাহ্! এটা যদি তোমার পক্ষ থেকে সত্য হয়, তবে আমাদের উপর আকাশ হতে প্রস্তর বর্ষণ কর কিংবা আমাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তি দাও। তখনই নাযিল হল—وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ وَمَا لَهُمْ اَلاَّ يُعَذِّبَهُمُ اللّٰهُ وَهُمْ يَصُدُّوْنَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الْاٰيَةَ۔ — আল্লাহ্ এমন নহেন যে, তুমি তাদের মধ্যে থাকবে অথচ তিনি তাদেরকে শাস্তি দেবেন এবং আল্লাহ্ এমনও নহেন যে, তারা ক্ষমা প্রার্থনা করবে অথচ তিনি তাদেরকে শাস্তি দেবেন। এবং তাদের কী-বা বলবার আছে যে, আল্লাহ্ তাদেরকে শাস্তি দেবেন না যখন তারা লোকদেরকে মস্‌জিদুল হারাম থেকে নিবৃত্ত করে? (যদিও তারা এর তত্ত্বাবধায়ক নয়, মুত্তাকীগণই এর তত্ত্বাবধায়ক; কিন্তু তাদের অধিকাংশ তা অবগত নয়) (৮ ঃ ৩৩-৩৪)

٢٣٨٧ . بَابُ قَوْلِهِ : وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ

২৩৮৭. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ আল্লাহ্ এমন নহেন যে, তুমি তাদের মধ্যে থাকবে অথচ তিনি তাদেরকে শাস্তি দেবেন এবং আল্লাহ্ এমনও নহেন যে, তারা ক্ষমা প্রার্থনা করবে অথচ তিনি তাদেরকে শাস্তি দেবেন (৮ ঃ ৩৩)

٤٢٩٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّضْرِ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ صَاحِبِ الزِّيَادِيِّ سَمِعَ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ قَالَ اَبُوْ جَهْلٍ : اَللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ هٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَاَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ لَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ، فَنَزَلَتْ : وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ وَمَا كَانَ

banglainternet.com

اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ وَمَا لَهُمْ اَلاَّ يُعَذِّبَهُمُ اللّٰهُ وَهُمْ يَصُدُّوْنَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الْاٰيَةَ

৪২৯৩ মুহাম্মদ ইব্‌ন নযর (র) ..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) বলেছেন, আবূ জাহেল বলেছিল। এরপর নাযিল হল— وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ وَمَا لَهُمْ اَلاَّ يُعَذِّبَهُمُ اللّٰهُ وَهُمْ يَصُدُّوْنَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الْاٰيَةَ

٢٣٨٨ . بَابُ قَوْلِهِ : وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لاَ تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهُ لِلّٰهِ

২৩৮৮. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ তোমরা তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে থাকবে যতক্ষণ না ফিতনা দূরীভূত হয় এবং আল্লাহ্‌র দীন সামগ্রিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং যদি তারা বিরত হয় তবে তারা যা করে আল্লাহ্ তার সম্যক দ্রষ্টা (৮ ঃ ৩৯)

٤٢٩٤ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنَا حَيْوَةُ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَجُلاً جَاءَهُ فَقَالَ يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَلاَ تَسْمَعُ مَا ذَكَرَ اللّٰهُ فِيْ كِتَابِهِ وَاِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا اِلٰى اٰخِرِ الْاٰيَةِ فَمَا يَمْنَعُكَ اَنْ لاَ تُقَاتِلَ كَمَا ذَكَرَهُ اللّٰهُ فِيْ كِتَابِهِ فَقَالَ يَا ابْنَ اَخِيْ اُغْتَرَّ بِهٰذِهِ الْاٰيَةِ وَلاَ اُقَاتِلُ اَحَبُّ اِلَيَّ مِنْ اَنْ اُغْتَرَّ بِهٰذِهِ الْاٰيَةِ الَّتِيْ يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا اِلٰى اٰخِرِهَا قَالَ فَاِنَّ اللّٰهَ يَقُوْلُ وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لاَ تَكُوْنَ فِتْنَةٌ قَالَ ابْنُ عُمَرَ قَدْ فَعَلْنَا عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِذْ كَانَ الْاِسْلاَمُ قَلِيْلاً فَكَانَ الرَّجُلُ يُفْتَنُ فِيْ دِيْنِهِ اِمَّا يَقْتُلُوْهُ وَاِمَّا يُوْثِقُوْهُ حَتّٰى كَثُرَ الْاِسْلاَمُ فَلَمْ تَكُنْ فِتْنَةٌ فَلَمَّا رَاٰى اَنَّهُ لاَ يُوَافِقُهُ فِيْمَا يُرِيْدُ قَالَ فَمَا قَوْلُكَ فِيْ عَلِيٍّ وَ عُثْمَانَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ مَا قَوْلِيْ فِيْ عَلِيٍّ وَ عُثْمَانَ ، اَمَّا عُثْمَانُ فَكَانَ اللّٰهُ قَدْ عَفَا عَنْهُ ، فَكَرِهْتُمْ اَنْ تَعْفُوْا عَنْهُ ، وَاَمَّا عَلِيٌّ فَابْنُ عَمِّ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) وَخَتَنُهُ وَاَشَارَ بِيَدِهِ وَهٰذِهِ ابْنَتُهُ حَيْثُ تَرَوْنَ ـ

৪২৯৪ হাসান ইব্‌ন আবদুল আযীয (র) ..... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে বলল, হে আবূ আবদুর রহমান! আল্লাহ্ তাঁর কিতাবে যা উল্লেখ করেছেন আপনি কি তা শোনেন না? وَاِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا..... — মু'মিনদের দু'দল দ্বন্দ্বে লিপ্ত হলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবে.....সুতরাং আল্লাহ্‌র কিতাবের নির্দেশ অনুযায়ী যুদ্ধ করতে কোন্ বস্তু আপনাকে নিষেধ করছে? এরপর তিনি বললেন, হে ভাতিজা! এই আয়াতের তাবীল বা ব্যাখ্যা করে যুদ্ধ না করা আমার কাছে অধিক প্রিয় ..... وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا "যে স্বেচ্ছায় মু'মিন খুন করে," আয়াতে তাবীল করার তুলনায়। সে ব্যক্তি বলল, আল্লাহ্ বলেছেন وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لاَ تَكُوْنَ فِتْنَةٌ "তোমরা ফিতনা নির্মূল না

banglainternet.com

হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ করবে," ইব্‌ন উমর (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যুগে আমরা তা করেছি যখন ইসলাম দুর্বল ছিল। ফলে লোক তার দীন নিয়ে ফিতনায় পড়ত, হয়ত কাফেররা তাকে হত্যা করত নতুবা বেঁধে রাখত, ক্রমে ক্রমে ইসলামের প্রসার ঘটল এবং ফিতনা থাকল না। সে লোকটি যখন দেখল যে, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) তার উদ্দেশ্যের অনুকূল হচ্ছেন না তখন সে বলল যে, 'আলী (রা) এবং 'উসমান (রা) সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? ইব্‌ন উমর (রা) বললেন যে, 'আলী (রা) এবং 'উসমান (রা) সম্পর্কে আমার কোন বক্তব্য নেই, তবে 'উসমান (রা)-কে আল্লাহ্ তা'আলা নিজেই ক্ষমা করে দিয়েছেন কিন্তু তোমরা তাঁকে ক্ষমা করতে রাযী নও। আর 'আলী (রা), তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চাচাত ভাই এবং জামাতা, তিনি অঙ্গুলী নির্দেশ করে বললেন, ঐ উনি হচ্ছেন রাসূলের কন্যা, যেথায় তোমরা তাঁর ঘর দেখছ, هٰذِهِ بِنْتُهُ বলেছেন কিংবা هٰذِهِ ابْنَتُهُ বলেছেন।

٤٢٩٥ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا بَيَانٌ اَنَّ وَبَرَةَ حَدَّثَهُ قَالَ حَدَّثَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا اَوْ اِلَيْنَا ابْنُ عُمَرَ فَقَالَ رَجُلٌ كَيْفَ تَرٰى فِيْ قِتَالِ الْفِتْنَةِ قَالَ وَهَلْ تَدْرِيْ مَا الْفِتْنَةُ كَانَ مُحَمَّدٌ (ص) يُقَاتِلُ الْمُشْرِكِيْنَ وَكَانَ الدُّخُوْلُ عَلَيْهِمْ فِتْنَةً وَلَيْسَ كَقِتَالِكُمْ عَلَى الْمُلْكِ.

৪২৯৫ আহমদ ইব্‌ন ইউনুস (র) ..... সা'ঈদ ইব্‌ন যুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইব্‌ন উমর (রা) আমাদের কাছে এলেন। বর্ণনাকারী اِلَيْنَا অথবা عَلَيْنَا শব্দ বলেছেন। এরপর এক ব্যক্তি বলল, ফিতনা সম্পর্কিত যুদ্ধের ব্যাপারে আপনার রায় কি? আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) বললেন, ফিতনা কি তা তুমি জান? মুহাম্মদ (সা) মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেন। সুতরাং তাদের কাছে যাওয়া ছিল ফিতনা। তাঁর সঙ্গে গিয়ে যুদ্ধ করা তোমাদের রাজত্বের জন্য যুদ্ধ করার সমতুল্য নয়।

٢٣٨٩ . بَابُ قَوْلِهِ : يَا اَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْقِتَالِ اِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ عِشْرُوْنَ صَابِرُوْنَ يَغْلِبُوْنَ مِائَتَيْنِ وَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ مِّائَةٌ يَّغْلِبُوْنَ اَلْفًا مِّنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَفْقَهُوْنَ

২৩৮৯. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ হে নবী! মু'মিনদের জিহাদের জন্যে উদ্বুদ্ধ কর। তোমাদের মধ্যে কুড়িজন ধৈর্যশীল থাকলে তারা দু'শ জনের উপর বিজয়ী হবে এবং তোমাদের মধ্যে একশ'জন থাকলে এক সহস্র কাফেরের উপর বিজয়ী হবে। কারণ তারা এমন এক সম্প্রদায় যার বোধশক্তি নেই (৮ ঃ ৬৫)

٤٢٩٦ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا لَمَّا نَزَلَتْ اِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ عِشْرُوْنَ صَابِرُوْنَ يَغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ فَكُتِبَ عَلَيْهِمْ اَنْ لاَّ يَفِرَّ وَاحِدٌ مِنْ عَشَرَةٍ فَقَالَ سُفْيَانُ غَيْرَ مَرَّةٍ اَنْ لاَ يَفِرَّ عِشْرُوْنَ مِنْ مِائَتَيْنِ، ثُمَّ نَزَلَتْ : اَلْاٰنَ خَفَّفَ اللّٰهُ عَنْكُمْ الْاٰيَةَ ، فَكُتِبَ اَنْ لاَ يَفِرَّ مِائَةٌ مِنْ

banglainternet.com

مِائَتَيْنِ وَزَادَ سُفْيَانُ مَرَّةً نَزَلَتْ : حَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْقِتَالِ اِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ عِشْرُوْنَ صَابِرُوْنَ ، قَالَ سُفْيَانُ وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ ، وَاَرَى الْاَمْرَ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ مِثْلَ هٰذَا ـ

৪২৯৬ 'আলী ইব্ন 'আবদুল্লাহ্ (র) ..... ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, (আল্লাহ্র বাণী ঃ) اِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ عِشْرُوْنَ صَابِرُوْنَ يَغْلِبُوْنَ مِائَتَيْنِ যখন নাযিল হল। এরপর দশজন কাফেরের বিপরীত একজন মুসলিম থাকলেও পলায়ন না করা ফরয করে দেয়া হল। সুফিয়ান ইব্ন 'উয়াইনা (র) আবার বর্ণনা করেন, দু'শ জন কাফেরের বিপক্ষে ২০ জন মুসলিম থাকলেও পলায়ন করা যাবে না। তারপর নাযিল হল— اَلْاٰنَ خَفَّفَ اللّٰهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ اَنَّ فِيْكُمْ ضَعْفًا فَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَّغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ وَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ اَلْفٌ يَّغْلِبُوْٓا اَلْفَيْنِ بِاِذْنِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ — আল্লাহ্ এখন তোমাদের ভার লাঘব করলেন। তিনি অবগত আছেন যে, তোমাদের মধ্যে দুর্বলতা আছে, সুতরাং তোমাদের মধ্যে একশ'জন ধৈর্যশীল থাকলে তারা দু'শজনের উপর বিজয়ী হবে। আর তোমাদের মধ্যে এক সহস্র থাকলে আল্লাহ্র অনুজ্ঞাক্রমে তারা দু' সহস্রের উপর বিজয়ী হবে। আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন। (৮ ঃ ৬৬)

এরপর দু'শ কাফেরের বিপক্ষে একশজন মুসলিম থাকলে পলায়ন না করা (আল্লাহ্ পাক) ফরয করে দিলেন। সুফিয়ান ইব্ন 'উয়াইনা (র) একবার বর্ণনা করেছেন যে, (তাতে কিছু অতিরিক্ত আছে যেমন,) حَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْقِتَالِ اِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ عِشْرُوْنَ صَابِرُوْنَ নাযিল হল, সুফিয়ান বলেন, ইব্ন শুবরুমা বলেছেন, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ-এর ব্যাপারটাও আমি এ রকম মনে করি।

٢٣٩٠ . بَابُ قَوْلِهِ : اَلْاٰنَ خَفَّفَ اللّٰهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ اَنَّ فِيْكُمْ ضَعْفًا الْاٰيَةَ اِلٰى قَوْلِهِ : وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ

২৩৯০. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্র বাণী ঃ আল্লাহ্ এখন তোমাদের ভার লাঘব করলেন। তিনি অবগত আছেন যে তোমাদের মধ্যে দুর্বলতা আছে।.....আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন (৮ ঃ ৬৬)

٤٢٩٧ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ السُّلَمِيُّ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ اَخْبَرَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ اَخْبَرَنِي الزُّبَيْرُ بْنُ خُرَيْتٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ : اِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ عِشْرُوْنَ صَابِرُوْنَ يَغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ شَقَّ ذٰلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ حِيْنَ فُرِضَ عَلَيْهِمْ اَنْ لَا يَفِرَّ وَاحِدٌ مِنْ عَشَرَةٍ فَجَاءَ التَّخْفِيْفُ ، فَقَالَ اَلْاٰنَ خَفَّفَ اللّٰهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ اَنَّ فِيْكُمْ ضَعْفًا فَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَّغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ ، قَالَ فَلَمَّا خَفَّفَ اللّٰهُ عَنْهُمْ مِنَ الْعِدَّةِ نَقَصَ مِنَ الصَّبْرِ بِقَدْرِ مَا خَفَّفَ عَنْهُمْ ـ

banglainternet.com

৪২৯৭ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আবদুল্লাহ্ সুলামী ..... ইব্ন আব্বাস (রা) বলেছেন, যখন اِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ عِشْرُوْنَ صَابِرُوْنَ يَغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ আয়াতটি নাযিল হল তখন দশ জনের বিপরীত একজনের পলায়নও নিষিদ্ধ করা

হল, তখন এটা মুসলমানদের উপর দুঃসাধ্য মনে হলে পর তা লাঘবের বিধান এলো اَلْاٰنَ خَفَّفَ اللّٰهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ اَنَّ فِيْكُمْ ضَعْفًا فَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَّغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ । ইবন আব্বাস (রা) বলেন, আল্লাহ তাদেরকে সংখ্যার দিক থেকে যখন হাল্কা করে দিলেন, সেই নমনীয়তার সমপরিমাণ তাদের ধর্মও হ্রাস পেল।

سُوْرَةُ بَرَاءَةَ

সূরা বারাআত

وَلِيْجَةً كُلُّ شَيْءٍ اَدْخَلْتَهُ فِيْ شَيْءٍ ، اَلشُّقَّةُ السَّفَرُ ، اَلْخَبَالُ الْفَسَادُ ، وَالْخَبَالُ الْمَوْتُ ، وَلَا تَفْتِنِّيْ وَلَا تُوَبِّخْنِيْ، كَرْهًا وَكُرْهًا وَاحِدٌ ، مَدْخَلًا يَدْخُلُوْنَ فِيْهِ يَجْمَحُوْنَ يُسْرِعُوْنَ ، وَالْمُؤْتَفِكَاتِ اِنْتَفَكَتْ اِنْقَلَبَتْ بِهَا الْاَرْضُ ، اَهْوٰى اَلْقَاهُ فِيْ هُوَّةٍ عَدْنٍ خُلْدٍ ، عَدَنْتُ بِاَرْضٍ اَىْ اَقَمْتُ وَمِنْهُ مَعْدِنٍ ، وَيُقَالُ فِيْ مَعْدِنِ صِدْقٍ فِيْ مَنْبَتِ صِدْقٍ ، اَلْخَوَالِفُ الْخَالِفُ الَّذِىْ خَلَفَنِىْ فَقَعَدَ بَعْدِىْ ، وَمِنْهُ يُخْلِفُهُ فِى الْغَابِرِيْنَ ، وَيَجُوْزُ اَنْ يَكُوْنَ النِّسَاءُ مِنَ الْخَالِفَةِ ، وَاِنْ كَانَ جَمْعُ الذُّكُوْرِ فَاِنَّهُ لَمْ يُوْجَدْ عَلٰى تَقْدِيْرِ جَمْعِهِ اِلَّا حَرْفَانِ : فَارِسٌ وَفَوَارِسُ ، وَهَالِكٌ ، وَهَوَالِكُ الْخَيْرَاتُ وَاحِدَتُهَا خَيْرَةٌ ، وَهِىَ الْفَوَاضِلُ ، مُرْجَوْنَ مُؤَخَّرُوْنَ ، اَلشَّفَا شَفِيْرٌ وَهُوَ حَدُّهُ ، وَالْجُرُفُ مَا تَجَرَّفَ مِنَ السُّيُوْلِ وَالْاَوْدِيَةِ ، هَارٍ هَائِرٍ يُقَالُ تَهَوَّرَتِ الْبِيْرُ اِذَا انْهَدَمَتْ وَانْهَارَتْ مِثْلُهُ ، لَاَوَّاهُ شَفَقًا وَفَرَقًا وَقَالَ الشَّاعِرُ ـ

اِذَا قُمْتُ اَرْحَلُهَا بِلَيْلٍ * تَاَوَّهُ اٰهَةَ الرَّجُلِ الْحَزِيْنِ

وَلِيْجَةً — এমন বস্তু যাকে তুমি আরেকটা বস্তুর মধ্যে ঢুকিয়ে দিলে । اَلشُّقَّةُ — সফর, ভ্রমণ, اَلْخَبَالُ — বিশৃঙ্খলা, বিপর্যয়, اَلْخَبَالُ — মৃত্যু । وَلَا تَفْتِنِّيْ — আমাকে হুমকি দিও না । كَرْهًا ـ وَ ـ كُرْهًا — বাধ্যবাধকতা, উভয়টা একই অর্থবোধক, مَدْخَلًا — প্রবেশস্থল, যেথায় তারা প্রবেশ করবে । يَجْمَحُوْنَ — তারা ত্বরান্বিত করবে । وَالْمُؤْتَفِكَاتُ — যাদের নিয়ে ভূমি উল্টে গেছে । اَهْوٰى — তাকে গর্তে নিক্ষেপ করল । عَدْنٍ — স্থায়িত্ব অবস্থান, যেমন, عَدَنْتُ بِاَرْضٍ—আমি অবস্থান করলাম, এগুলো থেকে مَعْدِنٍ শব্দ আসছে । এবং বলা হয় فِيْ مَعْدِنِ صِدْقٍ — অর্থাৎ সত্যের উৎপত্তিস্থল । اَلْخَوَالِفُ ـ اَلْخَالِفُ শব্দের বহুবচন

banglainternet.com

অর্থ, যে আমার পিছনে থাকল। এবং আমার পরে বসে থাকল এবং এর অর্থ থেকে يُخْلِفُهُ فِي الْغَابِرِيْنَ অর্থ, অবশিষ্টদের মধ্যে পিছনে রাখা হয়। এবং اَلْخَالِفَةُ শব্দের বহুবচন হিসাবে اَلْخَوَالِفُ — স্ত্রীলিঙ্গে ব্যবহার করা বৈধ আছে যদিও তা পুরুষ শব্দের বহুবচন, তা হলে তার এভাবে বহুবচন আরবী ভাষায় দুটি শব্দ ব্যতীত পাওয়া যায় না, যথা فَارِسٌ -এর বহুবচন فَوَارِسُ এবং هَالِكٌ-এর বহুবচন هَوَالِكُ, اَلْخَيْرَاتُ শব্দের এক বচন خَيْرَةٌ অর্থ, কল্যাণ ও মর্যাদাসম্পন্ন বস্তু। مُرْجَوْنَ—বিলম্বিত ব্যক্তিবর্গ। اَلسَّفَا অর্থ কিনারা বা পার্শ্ব। اَلْجُرُفُ — যা উঁচু স্থান বা উপত্যকা থেকে প্রবাহিত হয়। هَارٍ - هَارٍ—পতিত হওয়া। যেমন বলা হয়, কূয়া ভেঙ্গে পড়েছে যখন তা ধ্বংস হয়ে যায়, আর এরূপভাবে وَانْهَارَتْ শব্দের অর্থ হয়ে থাকে। لَاَوَّاهٌ — অধিক কোমল হৃদয়, ভয়-ভীতির কারণে। কবি বলেন, "যখন আমি রাতের বেলায় উষ্ট্রীর পিঠে আরোহণ করলাম, তখন সেটি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ব্যক্তির মত দীর্ঘশ্বাস ফেলে আহ! করতে থাকে।

٢٣٩١ . بَابُ قَوْلِهِ : بَرَاءَةٌ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ اِلَى الَّذِيْنَ عَاهَدْتُّمْ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ

২৩৯১. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ তোমরা মুশরিকদের সাথে যেসব চুক্তি করেছিলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের তরফ থেকে সেসব বিচ্ছেদ করা হল (৯ ঃ ১)

ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, اُذُنٌ — কারো কথা শুনে তা সত্য বলে ধারণা করা। تُطَهِّرُهُمْ এবং تُزَكِّيْهِمْ -এর একই অর্থ, এ ব্যবহার পদ্ধতি অধিক। সে পবিত্র করে। زَكٰوةٌ -এর অর্থ ইবাদত ও নিষ্ঠা لَا يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ (তারা যাকাত প্রদান করে না) (এবং) তারা এ সাক্ষ্যও প্রদান করে না যে, আর কোন উপাস্য নেই এক আল্লাহ্ ব্যতীত। يُضَاهِئُوْنَ — তারা তুলনা দিচ্ছে।

٤٢٩٨ حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ اٰخِرُ اٰيَةٍ نَزَلَتْ : يَسْتَفْتُوْنَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ، وَاٰخِرُ سُوْرَةٍ نَزَلَتْ بَرَاءَةٌ ـ

৪২৯৮ আবুল ওয়ালীদ (র) ..... বারা' ইবন 'আযিব (রা) বলেছেন ঃ সর্বশেষে যে আয়াত অবতীর্ণ হয়, তা হলো يَسْتَفْتُوْنَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِي الْكَلَالَةِ — লোকে আপনার নিকট ব্যবস্থা জানতে চায়; বলুন! পিতা-মাতাহীন নিঃসন্তান ব্যক্তি সম্বন্ধে আল্লাহ তোমাদের ব্যবস্থা জানাচ্ছেন। (৪ ঃ ১৭৬) এবং সর্বশেষে যে সূরাটি অবতীর্ণ হয়, তা হলো সূরায়ে বারাআত।

٢٣٩٢ . بَابُ قَوْلِهِ : فَسِيْحُوْا فِي الْاَرْضِ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَاعْلَمُوْا اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللّٰهِ وَاَنَّ اللّٰهَ مُخْزِي الْكَافِرِيْنَ

banglainternet.com

২৩৯২. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ (হে মুশরিকদল) তোমরা তারপর দেশে চার মাস[১]

১. জিলকদ, জিলহজ্জ, মহররম, রজব।

কাল পরিভ্রমণ কর ও জেনে রাখ যে, তোমরা আল্লাহকে হীনবল করতে পারবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ কাফেরদের লাঞ্ছিত করে থাকেন (৯ ঃ ২)। سِيْحُوْا سِيْرُوْا —পরিভ্রমণ করা

٤٢٩٩ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِيْ عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ وَاَخْبَرَنِيْ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَنِيْ اَبُوْ بَكْرٍ فِيْ تِلْكَ الْحَجَّةِ فِيْ مُؤَذِّنِيْنَ بَعَثَهُمْ يَوْمَ النَّحْرِ يُؤَذِّنُوْنَ بِمِنًى اَنْ لاَّ يَحُجَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ، وَلاَ يَطُوْفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ، قَالَ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، ثُمَّ اَرْدَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) بِعَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ وَاَمَرَهُ اَنْ يُؤَذِّنَ بِبَرَاءَةٍ . قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ فَاَذَّنَ مَعَنَا عَلِيٌّ يَوْمَ النَّحْرِ فِيْ اَهْلِ مِنًى بِبَرَاءَةٍ، وَاَنْ لاَ يَحُجَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ، وَلاَ يَطُوْفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ، قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ اَذَنَهُمْ اَعْلَمَهُمْ ـ

৪২৯৯ সাঈদ ইব্ন ওফায়র (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূ বকর (রা) নবম হিজরীর হজ্জে আমাকে এ নির্দেশ দিয়ে পাঠিয়ে দেন যে, আমি কুরবানীর দিন ঘোষণাকারীদের সঙ্গে মিনায় (সমবেত লোকদের) এ ঘোষণা করে দেই যে, এ বছরের পর কোন মুশরিক হজ্জ করার জন্য আসবে না। আল্লাহ্র ঘর উলংগ অবস্থায় তাওয়াফ করবে না।

হুমায়দ ইব্ন আবদুর রহমান (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) আলী (রা)-কে পুনরায় এ নির্দেশ দিয়ে প্রেরণ করলেন যে, তুমি সূরায়ে বারাআতের বিধানসমূহ ঘোষণা করে দাও। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, মীনায় অবস্থানকারীদের মাঝে (কুরবানীর পর) আলী (রা) আমাদের সাথে ছিলেন এবং সূরায়ে বারাআতের বিধানসমূহ ঘোষণা করলেন, এ বছরের পর কোন মুশরিক হজ্জ করার জন্য আসবে না। কেউ উলংগ অবস্থায় ঘর তওয়াফ করবে না। আবূ আবদুল্লাহ্ (র) বলেন ঃ اَذَنَهُمْ অর্থ, তাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন।

٢٣٩٣ . بَابُ قَوْلِهِ : وَاَذَانٌ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ اِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْاَكْبَرِ اَنَّ اللّٰهَ بَرِيْءٌ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ وَرَسُوْلُهُ فَاِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوْا اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللّٰهِ وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ

২৩৯৩. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে হজ্জে আকবরের দিনে[১] আল্লাহ্র পক্ষ হতে মানুষের প্রতি এটা এক ঘোষণা যে, আল্লাহ্র সাথে মুশরিকদের কোন

banglainternet.com

১. জুম'আর দিন-এর হজ্জ।

সম্পর্ক রইল না এবং তাঁর রাসূলেরও নয়। যদি তোমরা তওবা কর তাহলে তা (তোমাদের জন্য) মঙ্গলকর। আর যদি বিমুখ হও, তবে জেনে রাখ যে, তোমরা আল্লাহ্‌কে হীনবল করতে পারবে না। আর হে নবী! কাফেরদের যন্ত্রণাময় শাস্তির সংবাদ দিন (৯ ঃ ৩)

٤٣٠٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِيْ عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ وَاَخْبَرَنِيْ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ بَعَثَنِيْ اَبُوْ بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فِيْ تِلْكَ الْحَجَّةِ فِيْ مُؤَذِّنِيْنَ بَعَثَهُمْ يَوْمَ النَّحْرِ يُؤَذِّنُوْنَ بِمِنًى اَنْ لاَّ يَحُجَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ ، وَلاَ يَطُوْفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ ، قَالَ حُمَيْدٌ ثُمَّ اَرْدَفَ النَّبِيُّ (ص) بِعَلِيِّ ابْنِ اَبِيْ طَالِبٍ فَاَمَرَهُ اَنْ يُؤَذِّنَ بِبَرَاءَةٍ ، قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ فَاَذَّنَ مَعَنَا عَلِيٌّ فِيْ اَهْلِ مِنًى يَوْمَ النَّحْرِ بِبَرَاءَةٍ ، وَاَنْ لاَّ يَحُجَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ ، وَلاَ يَطُوْفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ۔

৪৩০০ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউসুফ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, আবূ বকর (রা) আমাকে সে কুরবানীর দিন ঘোষণাকারীদের সাথে মিনায় এ (কথা) ঘোষণা করার জন্য পাঠালেন যে, এ বছরের পরে আর কোন মুশরিক (মক্কায়) হজ্জ করতে পারবে না। আল্লাহ্‌র ঘর উলংগ অবস্থায় কাউকে তওয়াফ করতে দেয়া হবে না। হুমায়দ (রা) বলেন, নবী (সা) পরে পুনরায় আলী ইব্‌ন আবূ তালিবকে পাঠালেন এবং বললেন ঃ সূরায়ে বারাআতের বিধানসমূহ ঘোষণা করে দাও। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, আলী (রা) আমাদের সাথেই মীনাবাসীদের মধ্যে সূরায়ে বারাআত কুরবানীর দিন ঘোষণা করলেন। বললেন, এ বছরের পরে মুশরিকদের কেউ হজ্জ করতে (মক্কা) আসতে পারবে না। এবং উলংগ অবস্থায় আল্লাহ্‌র ঘরকে তাওয়াফ করবে না।

٢٣٩٤ . بَابُ قَوْلِهِ : اِلاَّ الَّذِيْنَ عَاهَدْتُّمْ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ

২৩৯৪. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ তবে মুশরিকদের মধ্যে যাদের সাথে তোমরা চুক্তিতে আবদ্ধ রয়েছ (৯ ঃ ৪)

٤٣٠١ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَخْبَرَهُ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ اَخْبَرَهُ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ بَعَثَهُ فِي الْحَجَّةِ الَّتِيْ اَمَّرَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) عَلَيْهَا قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فِيْ رَهْطٍ يُؤَذِّنُ فِي النَّاسِ اَنْ لاَ يَحُجَّنَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ . وَلاَ يَطُوْفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ فَكَانَ حُمَيْدٌ يَقُوْلُ يَوْمُ النَّحْرِ يَوْمُ الْحَجِّ الاَكْبَرِ ، مِنْ اَجْلِ حَدِيْثِ اَبِيْ هُرَيْرَةَ۔

৪৩০১ ইসহাক (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বিদায় হজ্জের পূর্বের বছর আবূ বকর (রা)-কে যে হজ্জের আমীর বানিয়ে পাঠিয়েছিলেন, সেই হজ্জে তিনি যেন লোকদের মধ্যে ঘোষণা দেন, এ বছরের পর কোন মুশরিক হজ্জ করতে আসতে পারবে না এবং উলংগ অবস্থায় কেউ আল্লাহ্‌র ঘর তাওয়াফ করতে পারবে না।

banglainternet.com

হুমায়দ ইব্ন আবদুর রহমান বলেন [আবূ হুরায়রা (রা)] হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হজ্জে আকবরের দিন হলো কুরবানীর দিন।

٢٣٩٥ . بَابُ قَوْلِهِ : فَقَاتِلُوْا اَئِمَّةَ الْكُفْرِ اِنَّهُمْ لاَ اَيْمَانَ لَهُمْ

২৩৯৫. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ তবে কাফের নেতৃবৃন্দের সাথে যুদ্ধ করবে। এরা এমন লোক যাদের প্রতিশ্রুতি প্রতিশ্রুতিই নয় (৯ ঃ ১২)

٤٣٠٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ حُذَيْفَةَ فَقَالَ مَا بَقِيَ مِنْ اَصْحَابِ هٰذِهِ الْاٰيَةِ اِلاَّ ثَلاَثَةٌ وَلاَ مِنَ الْمُنَافِقِيْنَ اِلاَّ اَرْبَعَةٌ ، فَقَالَ اَعْرَابِيٌّ اِنَّكُمْ اَصْحَابُ مُحَمَّدٍ (ص) تُخْبِرُوْنَا لاَ نَدْرِيْ فَمَا بَالُ هٰؤُلاَءِ الَّذِيْنَ يَنْقُرُوْنَ بُيُوْتَنَا ، وَيَسْرِقُوْنَ اَعْلاَقَنَا ، قَالَ اُولٰئِكَ الْفُسَّاقُ، اَجَلْ لَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ اِلاَّ اَرْبَعَةٌ ، اَحَدُهُمْ شَيْخٌ كَبِيْرٌ لَوْ شَرِبَ الْمَاءَ الْبَارِدَ لَمَا وَجَدَ بَرْدَهُ ـ

৪৩০২ মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র) ..... যায়িদ ইব্ন ওয়াহাব (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমরা হুযায়ফা (রা)-এর কাছে ছিলাম, তখন তিনি বলেন, এ আয়াতের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে শুধু তিনজন মুসলমান এবং চারজন মুনাফিক বেঁচে আছে। ইত্যবসরে একজন বেদুঈন বলল, আপনারা সকলে মুহাম্মদ (সা)-এর সাহাবী। আমাদের এমন লোকদের অবস্থা সম্পর্কে খবর দিন যারা আমাদের ঘরে সিঁদ কেটে ঘরের অতি মূল্যবান জিনিসগুলো চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে, কেননা তাদের অবস্থা সম্পর্কে আমরা অবগত নই। হুযায়ফা (রা) বলেন, তারা সবাই ফাসিক ও অন্যায়কারী। হ্যাঁ। তাদের মধ্য হতে চার ব্যক্তি এখনও জীবিত—তাদের মধ্যে একজন এত বৃদ্ধ হয়ে পড়েছে যে, শীতল পানি পান করার পর তার শীতলতাটুকুর অনুভূতি সে উপলব্ধি করতে পারে না।

٢٣٩٦ . بَابُ قَوْلِهِ : وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ

২৩৯৬. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ যারা স্বর্ণ, রৌপ্য পুঞ্জীভূত করে রাখে এবং আল্লাহ্র পথে তা ব্যয় করে না, তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সংবাদ দিন (৯ ঃ ৩৪)

٤٣٠٣ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الزِّنَادِ اَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ الْاَعْرَجَ حَدَّثَهُ اَنَّهُ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) يَقُوْلُ يَكُوْنُ كَنْزُ اَحَدِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا اَقْرَعَ ـ

banglainternet.com

৪৩০৩ হাকাম ইব্ন নাফি' (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছেন, তোমাদের মধ্যে অনেকের পুঞ্জীভূত সম্পদ (যার যাকাত আদায় করা হয় না) কিয়ামতের দিন বিষাক্ত সর্পে পরিণত হবে।

٤٣٠٤ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ مَرَرْتُ عَلَى اَبِيْ ذَرٍّ بِالرَّبَذَةِ ، فَقُلْتُ مَا اَنْزَلَكَ بِهٰذِهِ الْاَرْضِ ؟ قَالَ كُنَّا بِالشَّامِ ، فَقَرَاْتُ : وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ قَالَ مُعَاوِيَةُ مَا هٰذِهِ فِيْنَا ، مَا هٰذِهِ اِلَّا فِيْ اَهْلِ الْكِتَابِ ، قَالَ قُلْتُ اِنَّمَا لَفِيْنَا وَفِيْهِمْ .

৪৩০৪ কুতায়বা ইব্ন সা'ঈদ (র) ..... যায়িদ ইব্ন ওয়াহাব (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একদা রাবাযা নামক স্থানে আবূ যার (রা)-এর নিকট দিয়ে যাচ্ছিলাম। আমি (তাকে) জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কিসের জন্য এ স্থানে উপস্থিত হয়েছেন? তিনি বললেন, আমি সিরিয়া ছিলাম, তখন আমি [মুআবিয়া (রা)-এর সামনে] এ আয়াত পাঠ করে শোনালাম। وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ "যারা স্বর্ণ রৌপ্য পুঞ্জীভূত করে রাখে এবং আল্লাহ্র পথে তা ব্যয় করে না, তাদের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সংবাদ দিন।" (৯ ঃ ৩৪)

মু'আবিয়া (রা) এ আয়াত শুনে বললেন, এ আয়াত আমাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়নি। বরং আহ্লে কিতাবদের (ইহুদী ও নাসারা) সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। আমি (জবাবে) বললাম, এ আয়াত আমাদের ও তাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। (এ তর্কবিতর্কের কারণে সবকিছু বর্জন করে আমি এখানে চলে এসেছি।)

٢٣٩٧ . بَابُ قَوْلِهِ : يَوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ * وَقَالَ اَحْمَدُ بْنُ شَبِيْبِ بْنِ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اَبِيْ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ اَسْلَمَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ فَقَالَ هٰذَا قَبْلَ اَنْ تُنْزَلَ الزَّكَاةُ فَلَمَّا اُنْزِلَتْ جَعَلَهَا اللّٰهُ طُهْرًا لِلْاَمْوَالِ

২৩৯৭. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্র বাণী ঃ যেদিন জাহান্নামের আগুনে ওইসব উত্তপ্ত করা হবে এবং তা দ্বারা তাদের ললাট, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশে দাগ দেয়া হবে, (সেদিন বলা হবে) এ হলো তাই, যা তোমরা নিজেদের জন্য পুঞ্জীভূত করে রেখেছিলে, তার আস্বাদ গ্রহণ কর (৯ ঃ ৩৫)

banglainternet.com

আহমাদ ইব্ন শু'আয়ব ইব্ন সা'ঈদ (র).....খালিদ ইব্ন আস্লাম (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা)-এর সঙ্গে বের হলাম। তখন তিনি বললেন, এ আয়াতটি যাকাতের

বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বের। এরপর যাকাতের বিধান অবতীর্ণ হলে আল্লাহ্ তা সম্পদের পরিশুদ্ধকারী রূপে নির্ধারণ করেন।

٢٣٩٨ . بَابُ قَوْلِهِ : اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُوْرِ عِنْدَ اللّٰهِ اِثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ مِنْهَا اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ * اَلْقَيِّمُ هُوَ الْقَائِمُ -

২৩৯৮. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ নিশ্চয় আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টির দিন হতেই আল্লাহ্র বিধানে আল্লাহ্র নিকট মাস গণনায়, মাস বারটি। তন্মধ্যে চারটি নিষিদ্ধ মাস। এটাই সু-প্রতিষ্ঠিত বিধান। (৯ ঃ ৩৬) اَلْقَيِّمُ শব্দটি قَائِمٌ (প্রতিষ্ঠিত) অর্থে ব্যবহৃত হয়।

٤٣٠٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ اَبِىْ بَكْرَةَ عَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ (ص) قَالَ اِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ ، كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ السَّنَةُ اِثْنَا عَشَرَ شَهْرًا مِنْهَا اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ثَلَاثٌ مُتَوَالِيَاتٌ ذُوْ الْقَعْدَةِ وَذُوْ الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِىْ بَيْنَ جُمَادٰى وَشَعْبَانَ-

৪৩০৫ আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল ওয়াহাব (র) ..... আবূ বকর (রা) কর্তৃক নবী করীম (সা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আল্লাহ্ যেদিন আসমান যমীন সৃষ্টি করেন সেদিন যেভাবে কাল (যামানা) ছিল তা আজও অনুরূপভাবে বিদ্যমান। বারমাসে এক বছর, তন্মধ্যে চার মাস পবিত্র। যার তিন মাস ধারাবাহিক যথা যিলকাদ, যিল্হাজ্জ ও মুহাররম আর মুযার গোত্রের রজব যা জামাদিউস্সানী ও শাবান মাসদ্বয়ের মধ্যবর্তী।

٢٣٩٩ . بَابُ قَوْلِهِ : ثَانِىَ اثْنَيْنِ اِذْ هُمَا فِى الْغَارِ الخ ..... مَعَنَا نَاصِرُنَا ، اَلسَّكِيْنَةُ فَعِيْلَةٌ مِنَ السُّكُوْنِ -

২৩৯৯. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ যখন তারা উভয়ে গুহার মধ্যে ছিলেন এবং তিনি ছিলেন দু'জনের একজন (৯ ঃ ৪০)। مَعَنَا অর্থ আল্লাহ্ আমাদের সাহায্যকারী فَعِيْلَةٌ السَّكِيْنَةُ - এর সম ওযনে سَكُوْن থেকে, অর্থ প্রশান্তি

٤٣٠٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَنَسٌ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِىِّ (ص) فِى الْغَارِ فَرَاَيْتُ اٰثَارَ الْمُشْرِكِيْنَ ، قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَوْ اَنَّ اَحَدَهُمْ رَفَعَ قَدَمَهُ رَاٰنَا قَالَ مَا ظَنُّكَ بِاثْنَيْنِ اللّٰهُ ثَالِثُهُمَا -

banglainternet.com

৪৩০৬ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূ বকর (রা) আমার কাছে বলেছেন, আমি নবী করীম (সা)-এর সঙ্গে (সওর) গুহায় ছিলাম। তখন আমি মুশরিকদের পদচারণা দেখতে পেয়ে [নবী (সা)-কে] বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! যদি তাদের (মুশরিকদের) কেউ পা উঠায় তাহলে আমাদের দেখে ফেলবে। তখন তিনি বললেন, এমন দু'জন সম্পর্কে তোমার কি ধারণা, যাদের তৃতীয় জন হলেন আল্লাহ্।

٤٣٠٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ اَبِيْ مُلَيْكَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّهُ قَالَ حِيْنَ وَقَعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ابْنِ الزُّبَيْرِ قُلْتُ اَبُوْهُ الزُّبَيْرُ وَاُمُّهُ اَسْمَاءُ وَخَالَتُهُ عَائِشَةُ وَجَدَّهُ اَبُوْ بَكْرٍ وَجَدَّتُهُ صَفِيَّةُ ، فَقُلْتُ لِسُفْيَانَ اِسْنَادُهُ فَقَالَ حَدَّثَنَا فَشَغَلَهُ اِنْسَانٌ وَلَمْ يَقُلْ ابْنُ جُرَيْجٍ-

৪৩০৭ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন তার ও ইব্ন যুবায়র (রা)-এর মধ্যে (বায়আতের প্রেক্ষিতে) মতভেদ ঘটল, তখন আমি বললাম, তার পিতা যুবায়র, তার মাতা আস্মা (রা) ও তার খালা আয়েশা (রা), তার নানা আবূ বকর (রা) ও তার নানী সুফিয়া (রা)। আমি সুফিয়ানকে বললাম, এর সনদ বর্ণনা করুন। তিনি বললেন, حَدَّثَنَا এবং ইব্ন জুরায়জ (র) বলার আগেই অন্য এক ব্যক্তি তাকে অন্যদিকে আকৃষ্ট করল।

٤٣٠٨ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ يَحْيَى بْنُ مَعِيْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ ابْنُ اَبِيْ مُلَيْكَةَ ، وَكَانَ بَيْنَهُمَا شَيْءٌ فَغَدَوْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ اَتُرِيْدُ اَنْ تُقَاتِلَ ابْنَ الزُّبَيْرِ فَتُحِلَّ حَرَمَ اللّٰهِ فَقَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ ابْنَ الزُّبَيْرِ وَبَنِيْ اُمَيَّةَ مُحِلِّيْنَ وَاِنِّيْ وَاللّٰهِ لاَ اُحِلُّهُ اَبَدًا قَالَ قَالَ النَّاسُ بَايِعْ لِابْنِ الزُّبَيْرِ، فَقُلْتُ وَاَيْنَ بِهٰذَا الْاَمْرِ عَنْهُ ، اَمَّا اَبُوْهُ فَحَوَارِيُّ النَّبِيِّ (ص) يُرِيْدُ الزُّبَيْرَ ، وَاَمَّا جَدُّهُ فَصَاحِبُ الْغَارِ ، يُرِيْدُ اَبَا بَكْرٍ ، وَاُمُّهُ فَذَاتُ النِّطَاقِ ، يُرِيْدُ اَسْمَاءَ وَاَمَّا خَالَتُهُ فَاُمُّ الْمُؤْمِنِيْنَ ، يُرِيْدُ عَائِشَةَ، وَاَمَّا عَمَّتُهُ فَزَوْجُ النَّبِيِّ (ص) يُرِيْدُ خَدِيْجَةَ ، وَاَمَّا عَمَّةُ النَّبِيِّ (ص) فَجَدَّتُهُ يُرِيْدُ صَفِيَّةَ ثُمَّ عَفِيْفٌ فِي الْاِسْلاَمِ ، قَارِئٌ لِلْقُرْاٰنِ ، وَاللّٰهِ اِنْ وَصَلُوْنِيْ وَصَلُوْنِيْ مِنْ قَرِيْبٍ ، وَاِنْ رَبَّوْنِيْ رَبَّنِيْ اَكْفَاءٌ كِرَامٌ ، فَاَثَرَ التُّوَيْتَاتِ وَالاَسَامَاتِ وَالْحُمَيْدَاتِ ، يُرِيْدُ اَبْطُنًا مِنْ بَنِيْ اَسَدٍ بَنِيْ تُوَيْتٍ وَبَنِيْ اُسَامَةَ وَبَنِيْ اَسَدٍ ، اِنَّ ابْنَ اَبِي الْعَاصِ بَرَزَ يَمْشِي الْقُدَمِيَّةَ يَعْنِيْ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ ، وَاَنَّهُ لَوَى ذَنَبَهُ ، يَعْنِيْ ابْنَ الزُّبَيْرِ-

৪৩০৮ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ (র) ..... ইব্ন আবূ মুলায়কা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন ইব্ন আব্বাস (রা) ও ইব্ন যুবায়র (রা)-এর মধ্যে বায়'আত নিয়ে মতভেদ সৃষ্টি হলো, তখন আমি ইব্ন আব্বাসের কাছে গিয়ে বললাম, আপনি কি আল্লাহ্ যা হারাম করেছেন, তা হালাল করে ইব্ন যুবায়রের বিরুদ্ধে লড়াই করতে চান? তখন তিনি বললেন, আল্লাহ্র কাছে পানাহ্ চাচ্ছি, এ কাজ তো

banglainternet.com

ইব্‌ন যুবায়র ও বনী উমাইয়ার জন্যই আল্লাহ্ লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। আল্লাহ্‌র কসম! কখনও তা আমি হালাল মনে করব না, (আবূ মুলায়কা বলেন) তখন লোকজন ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে বলল, আপনি ইব্‌ন যুবায়রের পক্ষে বায়'আত গ্রহণ করুন। তখন ইব্‌ন আব্বাস বললেন, তাতে ক্ষতির কি আছে? তিনি এটার জন্য যোগ্যতম ব্যক্তি। তাঁর পিতা যুবায়র তো নবী (সা)-এর সাহায্যকারী ছিলেন, তার নানা আবূ বকর (রা) হুযূর (সা)-এর সওর গুহার সহচর ছিলেন। তার মা আস্‌মা, যার উপাধি ছিল খাতুন নেতাক। তার খালা আয়েশা (রা) উম্মুল মু'মিনীন ছিলেন, তার ফুফু খাদীজা (রা) রাসূল (সা)-এর স্ত্রী ছিলেন, আর রাসূল (সা)-এর ফুফু সফিয়া ছিলেন তাঁর দাদী। এ ছাড়া তিনি (ইব্‌ন যুবায়র) তো ইসলামী জগতে নিষ্কলুষ ব্যক্তি ও কুরআনের ক্বারী। আল্লাহ্‌র কসম! যদি তারা (বনী উমাইয়া) আমার সাথে সুসম্পর্ক রাখে তবে তারা আমার নিকটআত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক রাখল। আর যদি তারা আমাদের রক্ষণাবেক্ষণ করে তবে তারা সমকক্ষ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিরই রক্ষণাবেক্ষণ করল। ইব্‌ন যুবায়র, বনী আসাদ, বনী তুয়াইত, বনী উসামা —— এসব গোত্রকে আমার চেয়ে নিকটতম করে নিয়েছেন। নিশ্চয়ই আবিল আস্-এর পুত্র অর্থাৎ আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ান অহংকারী চালচলন আরম্ভ করেছে। নিশ্চয়ই তিনি অর্থাৎ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র (রা) তার লেজ গুটিয়ে নিয়েছেন।

٤٢٠٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مَيْمُوْنٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ ابْنُ اَبِيْ مُلَيْكَةَ دَخَلْنَا عَلٰى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ اَلاَ تَعْجَبُوْنَ لِابْنِ الزُّبَيْرِ قَامَ فِيْ اَمْرِهِ هٰذَا ، فَقُلْتُ لَاُحَاسِبَنَّ نَفْسِيْ لَهُ مَا حَاسَبْتُهَا لِاَبِيْ بَكْرٍ وَلاَ لِعُمَرَ وَلَهُمَا كَانَا اَوْلٰى بِكُلِّ خَيْرٍ مِنْهُ، وَقُلْتُ ابْنُ عَمَّةِ النَّبِيِّ (ص) وَابْنُ الزُّبَيْرِ وَابْنُ اَبِيْ بَكْرٍ وَابْنُ اَخِيْ خَدِيْجَةَ وَابْنُ اُخْتِ عَائِشَةَ ، فَاِذَا هُوَ يَتَعَلّٰى عَنِّيْ وَلاَ يُرِيْدُ ذٰلِكَ ، فَقُلْتُ مَا كُنْتُ اَظُنُّ اَنِّيْ اَعْرِضُ هٰذَا مِنْ نَفْسِيْ فَيَدَعُهُ وَمَا اُرَاهُ يُرِيْدُ خَيْرًا وَاِنْ كَانَ لاَبُدَّ لاَنْ يَرُبَّنِيْ بَنُوْ عَمِّيْ اَحَبُّ اِلَيَّ مِنْ اَنْ يَرُبَّنِيْ غَيْرُهُمْ -

৪৩০৯ মুহাম্মদ ইব্‌ন 'উবায়দ ইব্‌ন মায়মূন (র) ...... ইব্‌ন আবূ মুলায়কা (র) বলেন, আমরা ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর ঘরে প্রবেশ করলাম। তিনি বললেন, তোমরা কি ইব্‌ন যুবায়রের বিষয়ে বিস্মিত হবে না? তিনি তো তার এ কাজে (খিলাফতের বিষয়) স্থিতিশীল। আমি বললাম, আমি অবশ্য মনে মনে তার ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করি, কিন্তু আবূ বকর (রা) কিংবা উমর (রা)-এর ব্যাপারে এতটুকু চিন্তা-ভাবনা করিনি। সব দিক থেকে তাঁর চেয়ে তারা উভয়ে উত্তম ছিলেন। আমি বললাম, তিনি নবী (সা)-এর ফুফু সফিয়া (রা)-এর সন্তান, যুবায়রের ছেলে, আবূ বকর (রা)-এর নাতি। খাদীজা (রা)-এর ভাতিজা, আয়েশা (রা)-এর বোন আস্‌মার ছেলে। কিন্তু তিনি (নিজেকে বড় মনে করে) আমার থেকে দূরে সরে থাকেন এবং তিনি আমার সহযোগিতা কামনা করেন না। আমি বললাম, আমি নিজে থেকে এজন্য তা প্রকাশ করি না যে, হয়ত তিনি তা প্রত্যাখ্যান করবেন। এবং আমি মনে করি না যে, তিনি এটা ভাল করছেন। অগত্যা বনী উমাইয়ার নেতৃত্ব ও শাসন আমার কাছে অন্যদের থেকে উত্তম।

banglainternet.com

٢٤٠٠ . بَابُ قَوْلِهِ وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ قَالَ مُجَاهِدٌ يَتَأَلَّفُهُمْ بِالْعَطِيَّةِ

২৪০০. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ এবং যাদের চিত্ত আকর্ষণ করা হয় তাদের জন্য (৯ ঃ ৬০)। মুজাহিদ বলেছেন, তাদেরকে দানের মাধ্যমে আকৃষ্ট করতেন

٤٣١٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بُعِثَ إِلَى النَّبِيِّ (ص) بِشَيْءٍ فَقَسَمَهُ بَيْنَ أَرْبَعَةٍ وَ قَالَ أَتَأَلَّفُهُمْ ، فَقَالَ رَجُلٌ مَا عَدَلْتَ ، فَقَالَ يَخْرُجُ مِنْ ضِئْضِئِ هَذَا قَوْمٌ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ۔

৪৩১০ মুহাম্মদ ইব্ন কাছীর (র) ..... আবূ সা'ঈদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা)-এর কাছে কিছু জিনিস প্রেরণ করা হল। এরপর তিনি সেগুলো চারজনের মধ্যে বন্টন করে দিলেন। আর বললেন, তাদেরকে (এর দ্বারা) আকৃষ্ট করছি। তখন এক ব্যক্তি বলল, আপনি সঠিকভাবে দান করেননি। এতদশ্রবণে তিনি বললেন, এ ব্যক্তির বংশ থেকে এমন সব লোক জন্ম নেবে যারা দীন থেকে বের হয়ে যাবে।

٢٤٠١ . بَابُ قَوْلِهِ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَلْمِزُونَ يَعِيبُونَ جُهْدَهُمْ وَجُهْدَهُمْ طَاقَتَهُمْ

২৪০১. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ মু'মিনদের মধ্যে যারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাদ্কা প্রদান করে এবং যারা নিজ শ্রম ব্যতিরেকে কিছুই পায় না, তাদেরকে যারা দোষারোপ করে ও বিদ্রূপ করে, আল্লাহ্ তাদের বিদ্রূপ করেন; তাদের জন্য রয়েছে অতি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (৯ ঃ ৭৯) يَلْمِزُونَ يَعِيبُونَ جُهْدَهُمْ وَجُهْدَهُمْ طَاقَتَهُمْ —তাদের সাধ্যমত। অর্থ তাদের পরিশ্রমে ত্রুটি ধরে, جُهْدَ অর্থ শক্তি। (৯ ঃ ৭৯)

٤٣١١ حَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ أَبُو مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ لَمَّا أُمِرْنَا بِالصَّدَقَةِ كُنَّا نَتَحَامَلُ فَجَاءَ أَبُو عَقِيلٍ بِنِصْفِ صَاعٍ وَجَاءَ إِنْسَانٌ بِأَكْثَرَ مِنْهُ فَقَالَ الْمُنَافِقُونَ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنْ صَدَقَةِ هَذَا وَمَا فَعَلَ هَذَا الْآخَرُ إِلَّا رِئَاءً فَنَزَلَتْ : الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ الْآيَةَ۔

৪৩১১ বিশর ইব্ন খালিদ আবূ মুহাম্মদ (র) ..... আবূ মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আমাদের সাদকা প্রদানের নির্দেশ দেয়া হলো, তখন আমরা পরিশ্রমের বিনিময়ে বোঝা বহন করতাম। একদিন আবূ 'আকীল (রা) অর্ধ সা' খেজুর (দান করার উদ্দেশ্যে) নিয়ে আসলেন এবং অন্য এক ব্যক্তি (আবদুর রহমান ইব্ন আউফ) তার চেয়ে অধিক মালামাল (একই উদ্দেশ্যে) নিয়ে উপস্থিত

banglainternet.com

হলেন। (এগুলো দেখে) মুনাফিকরা সমালোচনা করতে লাগল, আল্লাহ্ এ ব্যক্তির সাদ্কার মুখাপেক্ষী নন। আর দ্বিতীয় ব্যক্তি [আবদুর রহমান ইব্ন আউফ (রা)] শুধু মানুষ দেখানোর জন্য অধিক মালামাল দান করেছে। এ সময় এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় — "মু'মিনদের মধ্যে যারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাদ্কা প্রদান করে এবং যারা নিজ শ্রম ব্যতিরেকে কিছুই পায় না, তাদেরকে যারা দোষারোপ করে ও বিদ্রূপ করে আল্লাহ্ তাদের বিদ্রূপ করেন; তাদের জন্য রয়েছে অতি মর্মন্তুদ শাস্তি।" (৯ ঃ ৭৯)

٤٣١٢ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ قُلْتُ لِاَبِيْ اُسَامَةَ اَحَدَّثَكُمْ زَائِدَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ اَبِيْ مَسْعُوْدٍ الْاَنْصَارِيِّ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) يَاْمُرُنَا بِالصَّدَقَةِ فَيَحْتَالُ اَحَدُنَا حَتّٰى يَجِيْءَ بِالْمُدِّ وَاِنَّ لِاَحَدِهِمِ الْيَوْمَ مِائَةَ اَلْفٍ كَاَنَّهُ يُعَرِّضُ بِنَفْسِهِ.

৪৩০২ ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র) ..... আবূ মাসউদ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাদকা করার আদেশ প্রদান করলে আমাদের মধ্য হতে কেউ কেউ অত্যন্ত পরিশ্রম করে, (গম অথবা খেজুর ইত্যাদি) এক মুদ্দ[১] আনতে পারত কিন্তু এখন আমাদের মধ্যে কারো কারো এক লাখ পরিমাণ (দিরহাম) রয়েছে। আবূ মাসউদ (রা) যেন (এ কথা বলে) নিজের দিকে ইঙ্গিত করলেন।

٢٤٠٢ . بَابُ قَوْلِهِ اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ اَوْ لاَتَسْتَغْفِرْ لَهُمْ اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً

২৪০২. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ (হে রাসূল) আপনি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন অথবা তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা না করুন, একই কথা, আপনি তাদের জন্য সত্তর বার ক্ষমা প্রার্থনা করলেও আল্লাহ্ তাদেরকে কখনই ক্ষমা করবেন না। (এর কারণ, তারা আল্লাহ্ ও তার রাসূলকে অস্বীকার করেছে। আল্লাহ্ পাপাচারী সম্প্রদায়কে পথপ্রদর্শন করেন না) (৯ ঃ ৮০)

٤٣١٣ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ عَنْ اَبِيْ اُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا تُوُفِّيَ عَبْدُ اللّٰهِ جَاءَ ابْنُهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) فَسَاَلَهُ اَنْ يُعْطِيَهُ قَمِيْصَهُ يُكَفِّنُ فِيْهِ اَبَاهُ فَاَعْطَاهُ ، ثُمَّ سَاَلَهُ اَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ ، فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) لِيُصَلِّيَ فَقَامَ عُمَرُ فَاَخَذَ بِثَوْبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ تُصَلِّيْ عَلَيْهِ وَقَدْ نَهَاكَ رَبُّكَ اَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اِنَّمَا خَيَّرَنِيَ اللّٰهُ فَقَالَ : اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ اَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً ، وَسَاَزِيْدُهُ عَلَى السَّبْعِيْنَ ، قَالَ اِنَّهُ مُنَافِقٌ ، قَالَ فَصَلّٰى عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) فَاَنْزَلَ اللّٰهُ : وَلاَ تُصَلِّ عَلٰى اَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ اَبَدًا وَلاَ تَقُمْ عَلٰى قَبْرِهِ.

banglainternet.com

১. ৩ সা' এক মুদ্দ, ২৭০ তোলায় ১ সা'

৪৩১৩ উবায়েদ ইব্‌ন ইসমাঈল (র) ..... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবায় (মুনাফিক) মারা গেল, তখন তার ছেলে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে আসলেন এবং তার পিতাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কোর্তা দিয়ে কাফন দেবার আবেদন করলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) কোর্তাটি প্রদান করলেন, এরপর (আবদুল্লাহ্ তার পিতার) জানাযার নামায পড়ানোর জন্য নবী (সা)-এর কাছে আবেদন জানালেন। রাসূলুল্লাহ (সা) জানাযার নামায পড়ানোর জন্য (বসা থেকে) উঠে দাঁড়ালেন, ইত্যবসরে উমর (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাপড় টেনে ধরে আবেদন করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল, আপনি কি তার জানাযার নামায পড়াতে যাচ্ছেন? অথচ আপনার রব (আল্লাহ্ তা'আলা) আপনাকে তার জন্য দোয়া করতে নিষেধ করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা এ ব্যাপারে আমাকে ইখ্‌তিয়ার দিয়েছেন। আর আল্লাহ্ তো ইরশাদ করেছেন, "তুমি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর আর না কর; যদি সত্তরবারও তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর তবু আমি তাদের ক্ষমা করব না।" সুতরাং আমি তার জন্য সত্তরবারের চেয়েও অধিক ক্ষমা প্রার্থনা করব। উমর (রা) বললেন, সে তো মুনাফিক, শেষ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার জানাযার নামায পড়ালেন, এরপর এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। "তাদের (মুনাফিকদের) কেউ মারা গেলে আপনি কখনও তাদের জানাযার নামায আদায় করবেন না এবং তাদের কবরের কাছেও দাঁড়াবেন না।

٤٣١٤ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ ح وَقَالَ غَيْرُهُ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ قَالَ لَمَّا مَاتَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اُبَيِّ ابْنُ سَلُوْلَ دُعِيَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ ، فَلَمَّا قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) وَثَبْتُ اِلَيْهِ ، فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَتُصَلِّيْ عَلَى ابْنِ اُبَيٍّ ، وَقَدْ قَالَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا قَالَ اُعَدِّدُ عَلَيْهِ قَوْلَهُ ، فَتَبَسَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) وَقَالَ اَخِّرْ عَنِّيْ يَا عُمَرُ ، فَلَمَّا اَكْثَرْتُ عَلَيْهِ ، قَالَ اِنِّيْ خُيِّرْتُ ، فَاخْتَرْتُ لَوْ اَعْلَمُ اَنِّيْ اِنْ زِدْتُ عَلَى السَّبْعِيْنَ يُغْفَرُ لَهُ لَزِدْتُ عَلَيْهَا ، قَالَ فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) ثُمَّ انْصَرَفَ فَلَمْ يَمْكُثْ اِلاَّ يَسِيْرًا ، حَتَّى نَزَلَتِ الْاٰيَتَانِ مِنْ بَرَاءَةَ : وَلاَتُصَلِّ عَلَى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ اَبَدًا ، اِلَى قَوْلِهِ : وَهُمْ فَاسِقُوْنَ ، قَالَ فَعَجِبْتُ بَعْدُ مِنْ جُرْاَتِيْ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) وَاللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ۔

৪৩১৪ ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন বুকায়র (র) ..... উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবায় ইব্‌ন সালুল মারা গেল, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তার জানাযার নামায পড়াবার জন্য আহবান করা হলো। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন (জানাযার জন্য) উঠে দাঁড়ালেন, আমি তাঁর কাছে গিয়ে আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি ইব্‌ন উবায়-এর জানাযার নামায পড়াবেন? অথচ যে লোক অমুক দিন অমুক অমুক কথা বলেছে। উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) বলেন, আমি তার কথাগুলো রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সামনে এক একটি করে উল্লেখ করছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) মুচকি হাসি দিয়ে আমাকে

banglainternet.com

বললেন, হে উমর, আমাকে যেতে দাও, আমি বারবার বলাতে তিনি বললেন, আল্লাহ্ আমাকে ইখ্তিয়ার দিয়েছেন। আমি তা গ্রহণ করেছি। আমি যদি বুঝতে পারি যে, সত্তরবারের চেয়েও অধিক ক্ষমা প্রার্থনা করলে তাকে আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমা করে দেবেন, তবে আমি সত্তর বারের অধিক ক্ষমা প্রার্থনা করবো। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার জানাযার নামায আদায় করলেন এবং (জানাযা) থেকে প্রত্যাবর্তন করে আসার পরই সূরা বারাআতের এ আয়াত অবতীর্ণ হয়, "তাদের কেউ মারা গেলে কখনও তার জানাযার নামায আদায় করবেনা। এরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি অবিশ্বাস করেছে। এবং পাপাচারী অবস্থায় তাদের মৃত্যু হয়েছে। (৯ ঃ ৮৪)

উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সামনে আমার এ দুঃসাহসের জন্য পরে আমি চিন্তা করে আশ্চর্যান্বিত হতাম। বস্তুত আল্লাহ্ ও তার রাসূল অধিক জ্ঞাত।

٢٤٠٣ . بَابُ قَوْلِهِ : وَلاَ تُصَلِّ عَلَى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ اَبَدًا وَّلاَ تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ

২৪০৩. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ "যদি তাদের (মুনাফিকদের) কেউ মারা যায়, আপনি কখনও তাদের জানাযার নামায আদায় করবেন না এবং তাদের কবরের কাছেও দাঁড়াবেন না (৯ ঃ ৮৪)

٤٣١٥ حَدَّثَنِيْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا اَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّهُ قَالَ لَمَّا تُوُفِّيَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اُبَيٍّ جَاءَ ابْنُهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) فَاَعْطَاهُ قَمِيْصَهُ وَاَمَرَهُ اَنْ يُكَفِّنَهُ فِيْهِ ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّيْ عَلَيْهِ ، فَاَخَذَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِثَوْبِهِ ، فَقَالَ تُصَلِّيْ عَلَيْهِ وَهُوَ مُنَافِقٌ وَقَدْ نَهَاكَ اللّٰهُ اَنْ تَسْتَغْفِرَ لَهُمْ ، قَالَ اِنَّمَا خَيَّرَنِيَ اللّٰهُ اَوْ اَخْبَرَنِيَ اللّٰهُ فَقَالَ : اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ اَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ ، فَقَالَ سَاَزِيْدُهُ عَلَى سَبْعِيْنَ ، قَالَ فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) وَصَلَّيْنَا مَعَهُ ، ثُمَّ اُنْزِلَ عَلَيْهِ : وَلاَ تُصَلِّ عَلَى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ اَبَدًا وَّلاَ تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ اِنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَمَاتُوْا وَهُمْ فَاسِقُوْنَ-

৪৩১৫ ইব্রাহীম ইব্ন মুনযির (র) ..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন (মুনাফিক) আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবাই মারা গেল, তখন তার ছেলে আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল্লাহ্ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে আসলেন। তিনি [নবী (সা)] তার নিজ জামাটি তাকে দিয়ে দিলেন এবং এর দ্বারা তার পিতার কাফনের ব্যবস্থা করার জন্য নির্দেশ দিলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার জানাযার নামায আদায়ের জন্য উঠে দাঁড়ালেন। তখন উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাপড় ধরে আরয করলেন, হিয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! আপনি কি তার (আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবায়)-এর জানাযার নামায আদায় করবেন? সে তো মুনাফিক, অথচ আল্লাহ্ তা'আলা তাদের (মুনাফিকদের) জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে আপনাকে নিষেধ

banglainternet.com

করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, (হে উমর!) আল্লাহ্ আমাকে ইখ্‌তিয়ার দিয়েছেন, অথবা বলেছেন, আল্লাহ্ আমাকে অবহিত করেছেন এবং বলেছেন, "আপনি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন আর না করেন, আপনি যদি সত্তরবারও তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন, তবুও আল্লাহ্ কখনও তাদেরকে ক্ষমা করবেন না।" (৯ ঃ ৮০)

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, আমি সত্তরবারের চেয়েও বেশিবার ক্ষমা প্রার্থনা করব। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার জানাযার নামায আদায় করলেন। আমরাও তার সাথে জানাযার নামায আদায় করলাম। এরপর এ আয়াত অবতীর্ণ হল, "তাদের (মুনাফিকদের) কেউ মারা গেলে আপনি তার জানাযার নামায কখনও আদায় করবেন না এবং তার কবরের পার্শ্বেও দাঁড়াবেন না। তারা তো আল্লাহ্ ও তার রাসূলকে অস্বীকার করেছে এবং পাপাচারী অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করেছে। (৯ ঃ ৮৪)

٢٤٠٤ . بَابُ قَوْلِهِ : سَيَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ لَكُمْ اِذَا انْقَلَبْتُمْ اِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوْا عَنْهُمْ فَاَعْرِضُوْا عَنْهُمْ اِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَاْوٰهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ

২৪০৪. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ তোমরা তাদের কাছে ফিরে আসলে তারা আল্লাহ্‌র শপথ করবে, যাতে তোমরা তাদেরকে উপেক্ষা কর, সুতরাং তোমরা তাদেরকে উপেক্ষা করবে। তারা অপবিত্র, তাদের কৃতকর্মের ফলস্বরূপ জাহান্নাম তাদের আবাসস্থল (৯ ঃ ৯৫)

٤٣١٦ حَدَّثَنَا يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ حِيْنَ تَخَلَّفَ عَنْ تَبُوْكَ وَاللّٰهِ مَا اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَىَّ مِنْ نِعْمَةٍ ، بَعْدَ اِذْ هَدَانِىَ اللّٰهُ ، اَعْظَمَ مِنْ صِدْقِىْ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) اَنْ لاَ اَكُوْنَ كَذَبْتُهُ فَاَهْلِكَ الَّذِيْنَ كَذَبُوْا حِيْنَ اَنْزَلَ الْوَحْىَ : سَيَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ لَكُمْ اِذَا انْقَلَبْتُمْ اِلَيْهِمْ..... اِلَى الْفَاسِقِيْنَ۔

৪৩১৬ ইয়াহ্ইয়া (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন কা'আব ইব্‌ন মালিক (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি কা'আব ইব্‌ন মালিক (রা)-কে বলতে শুনেছি, তিনি যখন তাবূকের যুদ্ধে পিছনে রয়ে গেলেন (অংশগ্রহণ করলেন না), আল্লাহ্‌র কসম! তখন আল্লাহ্ আমাকে এমন এক নিয়ামত দান করেন যা মুসলমান হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত এতবড় নিয়ামত পাইনি। তা হলো রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে সত্য কথা প্রকাশ করা। আমি তাঁর কাছে মিথ্যা বলিনি। যদি মিথ্যা বলতাম, তবে অন্যান্য (মুনাফিক ও) মিথ্যাবাদী যেভাবে ধ্বংস হয়েছে, আমিও সেভাবে ধ্বংস হয়ে যেতাম। যে সময় ওহী নাযিল হল "তোমরা তাদের নিকট (মদীনায়) ফিরে আসলে তারা আল্লাহ্‌র শপথ করবে, আল্লাহ্ সত্যত্যাগী সম্প্রদায়ের প্রতি তুষ্ট হবেন না।" (৯ ঃ ৯৫)

banglainternet.com

٢٤٠٥ . بَابُ قَوْلِهِ : يَحْلِفُوْنَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَاِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ لاَ يَرْضٰى عَنِ الْقَوْمِ

الْفٰسِقِيْنَ

২৪০৫. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ তারা তোমাদের নিকট শপথ করবে, যাতে তোমরা তাদের প্রতি রাযী হয়ে যাও, তোমরা তাদের প্রতি রাযী হলেও আল্লাহ্ পাপাচারী সম্প্রদায়ের প্রতি রাযী হবেন না (৯ ঃ ৯৬)

٢٤٠٦ . بَابُ قَوْلِهِ : وَاٰخَرُوْنَ اعْتَرَفُوْا بِذُنُوْبِهِمْ ..... غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ الخ

২৪০৬. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ এবং অপর কতক লোক নিজেদের অপরাধ স্বীকার করেছে, তারা সৎকর্মের সাথে অপর অসৎকর্মের মিশ্রণ ঘটিয়েছে। সম্ভবত, আল্লাহ্ তাদের ক্ষমা করবেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু (৯ ঃ ১০২)

٤٣١٧ حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ هُوَ ابْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ رَجَاءٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) لَنَا اَتَانِي اللَّيْلَةَ اٰتِيَانِ فَابْتَعَثَانِيْ فَانْتَهَيْنَا اِلٰى مَدِيْنَةٍ مَبْنِيَّةٍ بِلَبِنِ ذَهَبٍ وَلَبِنِ فِضَّةٍ فَتَلَقَّانَا رِجَالٌ شَطْرٌ مِنْ خَلْقِهِمْ ، كَاَحْسَنِ مَا اَنْتَ رَاءٍ ، وَشَطْرٌ كَاَقْبَحِ مَا اَنْتَ رَاءٍ ، قَالاَ لَهُمْ اذْهَبُوْا فَقَعُوْا فِيْ ذٰلِكَ النَّهْرِ فَوَقَعُوْا فِيْهِ ثُمَّ رَجَعُوْا اِلَيْنَا قَدْ ذَهَبَ ذٰلِكَ السُّوْءُ عَنْهُمْ فَصَارُوْا فِيْ اَحْسَنِ صُوْرَةٍ ، قَالاَ لِيْ هٰذِهِ جَنَّةُ عَدْنٍ وَذَاكَ مَنْزِلُكَ ، قَالاَ اَمَّا الْقَوْمُ الَّذِيْنَ كَانُوْا شَطْرٌ مِنْهُمْ حَسَنٌ ، وَشَطْرٌ مِنْهُمْ قَبِيْحٌ فَاِنَّهُمْ خَلَطُوْا عَمَلاً صَالِحًا وَاٰخَرَ سَيِّئًا ، تَجَاوَزَ اللّٰهُ عَنْهُمْ.

৪৩১৭ মুয়াম্মিল ইব্ন হিশাম (র) ..... সামূরা ইব্ন জন্দুব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের বলেছেন, রাতে দু'জন ফেরেশতা এসে আমাকে নিদ্রা থেকে জাগ্রত করলেন। এরপর আমরা এমন এক শহরে পৌঁছলাম, যা স্বর্ণ ও রৌপ্যের ইট দ্বারা নির্মিত। সেখানে এমন কিছু সংখ্যক লোকের সাথে আমাদের সাক্ষাৎ ঘটল, যাদের শরীরের অর্ধেক খুবই সুন্দর যা তোমরা কখনও দেখনি। এবং আর এক অর্ধেক এত কুৎসিত যা তোমরা কখনও দেখনি। ফেরেশতা দু'জন তাদেরকে বললেন, তোমরা ঐ নহরে গিয়ে ডুব দাও। তারা সেখানে গিয়ে ডুব দিয়ে আমাদের নিকট ফিরে আসল। তখন তাদের বিশ্রী চেহারা সম্পূর্ণ দূর হয়ে গেল এবং তারা সুন্দর চেহারা লাভ করলো। ফেরেশতাদ্বয় আমাকে বললেন, এটা হলো 'জান্নাতে আদন' এটাই হল আপনার আসল আরামস্থল। ফেরেশতাদ্বয় (বিস্তারিত বুঝিয়ে) বললেন, (আপনি) যেসব লোকের দেহের অর্ধেক সুন্দর এবং অর্ধেক বিশ্রী (দেখেছেন), তারা ঐ সকল লোক যারা দুনিয়াতে সৎ কর্মের সাথে অসৎ কর্ম মিশিয়ে ফেলেছে। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের ক্ষমা করে দিয়েছেন (এবং তারা অতি সুন্দর চেহারা লাভ করেছে)।

banglainternet.com

٢٤٠٧ . بَابُ قَوْلِهِ : مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْ يَسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ

২৪০৭. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা নবী এবং মু'মিনদের জন্য সঙ্গত নয় (৯ ঃ ১১৩)

٤٣١٨ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ لَمَّا حَضَرَتْ اَبَا طَالِبِ الْوَفَاةُ دَخَلَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ وَعِنْدَهُ اَبُوْ جَهْلٍ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِيْ اُمَيَّةَ فَقَالَ النَّبِيُّ (ص) اَيْ عَمِّ قُلْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اُحَاجُّ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللّٰهِ . فَقَالَ اَبُوْ جَهْلٍ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِيْ اُمَيَّةَ يَا اَبَا طَالِبٍ اَتَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ . فَقَالَ النَّبِيُّ (ص) لاَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ اُنْهَ عَنْكَ فَنَزَلَتْ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْ يَسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ وَلَوْ كَانُوْا اُولِيْ قُرْبٰى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُمْ اَصْحَابُ الْجَحِيْمِ.

৪৩১৮ ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র) ..... মুসাইয়্যাব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন আবূ তালিবের মৃত্যুর আলামত দেখা দিল তখন নবী (সা) তার কাছে গেলেন। এ সময় আবূ জেহেল এবং আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ উমাইয়াও সেখানে বসা ছিল। নবী (সা) বললেন, হে চাচা! আপনি পড়ুন 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'। আপনার মুক্তির জন্য আল্লাহ্র নিকট এ নিয়ে আবেদন পেশ করব। এ কথা শুনে আবূ জেহেল ও আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ উমাইয়া বলল, হে আবূ তালিব ! তুমি কি মৃত্যুর সময় (তোমার পিতা) আবদুল মুত্তালিবের ধর্ম ত্যাগ করতে চাও? নবী (সা) বললেন, হে চাচা! আমি আপনার জন্য আল্লাহ্র তরফ থেকে যতক্ষণ আমাকে নিষেধ না করা হবে ততক্ষণ ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকব। তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয়।

"আত্মীয়-স্বজন হলেও মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা নবী এবং মু'মিনদের জন্য সঙ্গত নয়, যখন এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, তারা জাহান্নামী।" (৯ ঃ ১১৩)

٢٤٠٨ . بَابُ قَوْلِهِ : لَقَدْ تَابَ اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ فِيْ سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ تَزِيْغُ قُلُوْبُ فَرِيْقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ اِنَّهُ بِهِمْ رَؤُفٌ رَحِيْمٌ

২৪০৮. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ অবশ্যই আল্লাহ্ অনুগ্রহপরায়ণ হলেন নবীর প্রতি এবং মুহাজির ও আনসারদের প্রতি, যারা সংকটকালে তার অনুগমন করেছিল। এমনকি যখন তাদের একদলের অন্তর বাঁকা হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল, পরে আল্লাহ্ তাদেরকে ক্ষমা করলেন, নিশ্চয়ই তিনি তাদের প্রতি দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু (৯ ঃ ১১৭)

banglainternet.com

٤٣١٩ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ ح قَالَ اَحْمَدُ وَحَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ قَالَ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ كَعْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ كَعْبٍ وَكَانَ قَائِدَ كَعْبٍ مِنْ بَنِيْهِ حِيْنَ عَمِيَ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ فِيْ حَدِيْثِهِ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا قَالَ فِيْ اٰخِرِ حَدِيْثِهِ اِنَّ مِنْ تَوْبَتِيْ اَنْ اَنْخَلِعَ مَالِيْ صَدَقَةً اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ (ص) اَمْسِكْ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ.

৪৩১৯ আহ্মদ ইব্ন সালিহ্ (র) .... আবদুল্লাহ্ ইব্ন কা'আব (র) থেকে বর্ণিত, কা'আব (রা) যখন দৃষ্টিহীন হয়ে পড়লেন, তখন তার ছেলেদের মধ্যে যার সাহায্যে তিনি চলাফেরা করতেন, তিনি বলেন, আমি (আমার পিতা) কা'আব ইব্ন মালিক (রা)-এর কাছে তার ঘটনা বর্ণনায় وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا এ আয়াত-এর তাফসীর সম্পর্কে বলতে শুনেছি। তিনি তার ঘটনা বর্ণনার সর্বশেষে বলতেন, আমি আমার তওবা কবূল হওয়ার খুশীতে আমার সকল মাল আল্লাহ্ ও তার রাসূলের পথে দান করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু নবী (সা) বললেন, (সকল মাল সাদকা করো না) কিছু সাদকা কর এবং কিছু নিজের জন্য রেখে দাও। এটাই তোমার জন্য কল্যাণকর হবে।

٢٤٠٩ . بَابُ قَوْلِهِ : وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا حَتّٰى اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ اَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوْا اَنْ لَا مَلْجَاَ مِنَ اللّٰهِ اِلَّا اِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوْبُوْا ـ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ

২৪০৯. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'লার বাণী ঃ এবং তিনি সে তিনজনকে ক্ষমা করলেন, যাদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত মুলতবী রাখা হয়েছিল, যে পর্যন্ত না পৃথিবী বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও তাদের জন্য অতি সংকুচিত হয়েছিল এবং তাদের জীবন তাদের জন্য দুর্বিষহ হয়েছিল এবং তারা উপলব্ধি করতে পেরেছিল যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন আশ্রয়স্থল নেই, পরে তিনি তাদের প্রতি মেহেরবান হলেন, যাতে তারা তওবা করে, আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু (৯ ঃ ১১৮)

٤٣٢٠ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اَبِيْ شُعَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ اَعْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ رَاشِدٍ اَنَّ الزُّهْرِيَّ حَدَّثَهُ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ اَبِيْ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ وَهُوَ اَحَدُ الثَّلَاثَةِ الَّذِيْنَ تِيْبَ عَلَيْهِمْ اَنَّهُ لَمْ يَتَخَلَّفْ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) فِيْ غَزْوَةٍ غَزَاهَا قَطُّ غَيْرَ غَزْوَتَيْنِ غَزْوَةِ الْعُسْرَةِ وَغَزْوَةِ بَدْرٍ قَالَ فَاَجْمَعْتُ صِدْقِيْ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) ضُحًى وَكَانَ قَلَّمَا يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ سَافَرَهُ اِلَّا ضُحًى . وَكَانَ يَبْدَاُ بِالْمَسْجِدِ ، فَيَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ ، وَنَهَى النَّبِيُّ (ص) عَنْ كَلَامِيْ وَكَلَامِ

banglainternet.com

صَاحِبَيَّ ، وَلَمْ يَنْهَ عَنْ كَلاَمِ اَحَدٍ مِنَ الْمُتَخَلِّفِيْنَ غَيْرَنَا فَاجْتَنَبَ النَّاسُ كَلاَمَنَا ، فَلَبِثْتُ كَذٰلِكَ حَتّٰى طَالَ عَلَيَّ الْاَمْرُ ، وَمَا مِنْ شَيْءٍ اَهَمَّ اِلَيَّ مِنْ اَنْ اَمُوْتَ فَلاَ يُصَلِّيْ عَلَيَّ النَّبِيُّ (ص) اَوْ يَمُوْتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) فَاَكُوْنَ مِنَ النَّاسِ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ فَلاَ يُكَلِّمُنِيْ اَحَدٌ مِنْهُمْ وَلاَ يُصَلِّيْ عَلَيَّ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَوْبَتَنَا عَلٰى نَبِيِّهِ (ص) حِيْنَ بَقِيَ الثُّلُثُ الْاٰخِرُ مِنَ اللَّيْلِ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) عِنْدَ اُمِّ سَلَمَةَ ، وَكَانَتْ اُمُّ سَلَمَةَ مُحْسِنَةً فِيْ شَاْنِيْ ، مُعْنِيَةً فِيْ اَمْرِيْ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) يَا اُمَّ سَلَمَةَ تِيْبَ عَلٰى كَعْبٍ قَالَتْ اَفَلاَ اُرْسِلُ اِلَيْهِ فَاُبَشِّرُهُ قَالَ اِذًا يَحْطِمَكُمُ النَّاسُ فَيَمْنَعُوْنَكُمُ النَّوْمَ سَائِرَ اللَّيْلَةِ حَتّٰى اِذَا صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) صَلاَةَ الْفَجْرِ اٰذَنَ بِتَوْبَةِ اللّٰهِ عَلَيْنَا وَكَانَ اِذَا اسْتَبْشَرَ اسْتَنَارَ وَجْهُهُ حَتّٰى كَاَنَّهُ قِطْعَةٌ مِنَ الْقَمَرِ وَكُنَّا اَيُّهَا الثَّلاَثَةُ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا خُلِّفْنَا عَنِ الْاَمْرِ الَّذِيْ قُبِلَ مِنْ هٰؤُلاَءِ الَّذِيْنَ اعْتَذَرُوْا حِيْنَ اَنْزَلَ اللّٰهُ لَنَا التَّوْبَةَ فَلَمَّا ذُكِرَ الَّذِيْنَ كَذَبُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) مِنَ الْمُتَخَلِّفِيْنَ وَاعْتَذَرُوْا بِالْبَاطِلِ ذُكِرُوْا بِشَرِّ مَا ذُكِرَ بِهِ اَحَدٌ قَالَ اللّٰهُ : يَعْتَذِرُوْنَ اِلَيْكُمْ اِذَا رَجَعْتُمْ اِلَيْهِمْ قُلْ لاَ تَعْتَذِرُوْا لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّاَنَا اللّٰهُ مِنْ اَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُوْلُهُ الْاٰيَةَ ـ

৪৩২০ মুহাম্মদ (র) ..... আবদুর রহমান ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন কা'আব ইব্ন মালিক (র) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি আমার পিতা কা'আব ইব্ন মালিক (রা) থেকে শুনেছি, যে তিনজনের তওবা কবূল হয়েছিল, তার মধ্যে তিনি একজন। তিনি বদরের যুদ্ধ ও তাবূকের যুদ্ধ এ দু'টি ছাড়া অন্য কোন যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে পশ্চাতে থাকেন নি। কা'আব ইব্ন মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) তাবুক যুদ্ধ হতে সূর্যোদয়ের সময় মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলে আমি (মিথ্যা অজুহাতের পরিবর্তে) সত্য প্রকাশের দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করলাম। তিনি [রাসূলুল্লাহ্ (সা)] যেকোন সফর হতে সাধারণত সূর্যোদয়ের সময়ই ফিরে আসতেন। এবং সর্বপ্রথম মসজিদে গিয়ে দু' রাকাত নফল নামায আদায় করতেন। (তাবূকের যুদ্ধ থেকে এসে) রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমার সাথে এবং আমার সঙ্গীদের সাথে কথা বলা নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেন, অথচ আমাদের ছাড়া অন্য যারা যুদ্ধে যাওয়া থেকে বিরত ছিল, তাদের সাথে কথা বলায় কোন প্রকার বাধা প্রদান করলেন না। সুতরাং লোকেরা আমাদের সাথে কথা বলা থেকে বিরত থাকতে লাগলেন। এভাবেই চিন্তার বিষয় এ ছিল যে যদি এ অবস্থায় আমার মৃত্যু এসে যায়, আর নবী (সা) আমার জানাযায় নামায আদায় না করেন, অথবা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ওফাত হলে আমি মানুষের কাছে এই অবস্থায় থেকে যাব তারা কেউ আমার সাথে কথাও বলবে না, আর আমার জানাযার নামাযও আদায় করবে না। এরপর (পঞ্চাশ দিন পর) আল্লাহ্ তা'আলা আমার তওবা কবূল করে তাঁর [নবী (সা)-এর] প্রতি আয়াত অবতীর্ণ করেন। তখন রাতের শেষ-তৃতীয়াংশ বাকী ছিল। সে রাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) উম্মে সালমা (রা)-এর কাছে ছিলেন, উম্মে সালমা (রা) আমার প্রতি সদয় ও সহানুভূতিশীল ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, হে উম্মে সালমা! কা'আবের তওবা কবূল করা হয়েছে। উম্মে সালমা (রা) বললেন, তাকে সুসংবাদ দেয়ার জন্য কাউকে তার কাছে পাঠাব? নবী (সা) বললেন,

banglainternet.com

এখন খবর পেলে সব লোক এসে সমবেত হবে। তারা তোমাদের ঘুম নষ্ট করে দিবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফজরের নামায আদায়ের পর (সকলের মধ্যে) আমাদের তওবা কবূল হওয়ার কথা ঘোষণা করে দিলেন। এ (ঘোষণার) সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চেহারা মুবারক খুশীতে চাঁদের ন্যায় চমকাচ্ছিল।

যেসব মুনাফিক মিথ্যা অজুহাত দেখিয়ে [রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অসন্তুষ্টি থেকে] রেহাই পেয়েছিল, তাদের চেয়ে তওবা কবূলের ব্যাপারে আমরা তিনজন পিছনে পড়ে গিয়েছিলাম, এরপর আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের তওবা কবূল করে আয়াত অবতীর্ণ করেন।

(তাবূকের যুদ্ধে) অনুপস্থিতদের মধ্যে যারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে মিথ্যা কথা বলেছে এবং যারা মিথ্যা অজুহাত দেখিয়েছে তাদের অত্যন্ত জঘন্যভাবে নিন্দাবাদ করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, "তোমরা তাদের কাছে ফিরে আসলে তারা তোমাদের কাছে অজুহাত পেশ করবে, বল, মিথ্যা অজুহাত পেশ করো না, আমরা তোমাদেরকে কখনই বিশ্বাস করব না। আল্লাহ্ আমাদেরকে তোমাদের খবর জানিয়ে দিয়েছেন এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল তোমাদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করবেন। (৯ ঃ ৯৪)

٢٤١٠ . بَابُ قَوْلِهِ : يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصَّادِقِيْنَ

২৪১০. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হও (৯ ঃ ১১৯)

٤٣٢١ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَكَانَ قَائِدَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ حِيْنَ تَخَلَّفَ عَنْ قِصَّةِ تَبُوْكَ فَوَاللّٰهِ مَا أَعْلَمُ أَحَدًا أَبْلَاهُ اللّٰهُ فِيْ صِدْقِ الْحَدِيْثِ أَحْسَنَ مِمَّا أَبْلَانِيْ مَا تَعَمَّدْتُ مُنْذُ ذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) إِلَى يَوْمِيْ هٰذَا كَذِبًا فَأَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى رَسُوْلِهِ (ص) لَقَدْ تَابَ اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِيْنَ إِلَى قَوْلِهِ : وَكُوْنُوْا مَعَ الصَّادِقِيْنَ

৪৩২১ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকায়র (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন কা'আব ইব্ন মালিক (র) থেকে বর্ণিত, যিনি কা'আব ইব্ন মালিক (দৃষ্টিহীন হওয়ার পরে)-এর পথপ্রদর্শক হিসেবে ছিলেন। তিনি (আবদুল্লাহ্) বলেন, আমি কা'আব ইব্ন মালিক (রা), তাবূক যুদ্ধে যারা পশ্চাতে থেকে গিয়েছিলেন তাদের ঘটনা বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আল্লাহ্র কসম! হয়ত আল্লাহ্ (রাসূলুল্লাহ্র কাছে) সত্য কথা প্রকাশের কারণে, অন্য কাউকে এত বড় নিয়ামত দান করেন নি যতটুকু আমাকে প্রদান করেছেন।

যখন আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে তাবূক যুদ্ধে না যাওয়ার সঠিক কারণ বর্ণনা করেছি তখন থেকে আজ পর্যন্ত (যেকোন ব্যাপারে) মিথ্যা বলার ইচ্ছাটুকু পর্যন্ত আমার হয়নি। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ওপর এই আয়াত নাযিল করলেন, "আল্লাহ্ অনুগ্রহপরায়ণ হলেন নবীর প্রতি এবং মুহাজির ও আনসারদিগের প্রতি ..... এবং সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হও।" (৯ ঃ ১১৭-১১৮ ও ১১৯)

banglainternet.com

٢٤١١ . بَابُ قَوْلِهِ : لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَؤُفٌ رَّحِيْمٌ

২৪১১. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের কাছে এক রাসূল এসেছে। তোমাদের যা বিপন্ন করে, তা তার জন্য অতি কষ্টদায়ক। সে তোমাদের কল্যাণকামী, মু'মিনদের প্রতি সে দয়ার্দ্র ও পরম দয়ালু (৯ ঃ ১২৮)

٤٣٢٢ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيْ ابْنُ السَّبَّاقِ اَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ الْاَنْصَارِيَّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَكَانَ مِمَّنْ يَكْتُبُ الْوَحْيَ قَالَ اَرْسَلَ اِلَيَّ اَبُوْ بَكْرٍ مَقْتَلَ اَهْلِ الْيَمَامَةِ وَعِنْدَهُ عُمَرُ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ اِنَّ عُمَرَ اَتَانِيْ فَقَالَ اِنَّ الْقَتْلَ قَدِ اسْتَحَرَّ يَوْمَ الْيَمَامَةِ بِالنَّاسِ ، وَاِنِّيْ اَخْشٰى اَنْ يَسْتَحِرَّ الْقَتْلُ بِالْقُرَّاءِ فِي الْمَوَاطِنِ ، فَيَذْهَبَ كَثِيْرٌ مِنَ الْقُرْاٰنِ ، اِلاَّ اَنْ تَجْمَعُوْهُ ، وَاِنِّيْ لَاَرٰى اَنْ يُجْمَعَ الْقُرْاٰنُ ، قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ قُلْتُ لِعُمَرَ كَيْفَ اَفْعَلُ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) فَقَالَ عُمَرُ هٰذَا وَاللّٰهِ خَيْرٌ ، فَلَمْ يَزَلْ عُمَرُ يُرَاجِعُنِيْ فِيْهِ حَتّٰى شَرَحَ اللّٰهُ لِذٰلِكَ صَدْرِيْ ، وَرَاَيْتُ الَّذِيْ رَاٰى عُمَرُ ، قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَعُمَرُ عِنْدَهُ جَالِسٌ لاَ يَتَكَلَّمُ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ اِنَّكَ رَجُلٌ شَابٌّ عَاقِلٌ وَلاَ نَتَّهِمُكَ كُنْتَ تَكْتُبُ الْوَحْيَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) فَتَتَبَّعِ الْقُرْاٰنَ فَاجْمَعْهُ ، فَوَاللّٰهِ لَوْ كَلَّفَنِيْ نَقْلَ جَبَلٍ مِنَ الْجِبَالِ مَا كَانَ اَثْقَلَ عَلَيَّ مِمَّا اَمَرَنِيْ بِهِ مِنْ جَمْعِ الْقُرْاٰنِ ، قُلْتُ كَيْفَ تَفْعَلاَنِ شَيْئًا ، لَمْ يَفْعَلْهُ النَّبِيُّ (ص) فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ هٰذَا وَاللّٰهِ خَيْرٌ ، فَلَمْ اَزَلْ اُرَاجِعُهُ حَتّٰى شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرِيْ لِلَّذِيْ شَرَحَ اللّٰهُ لَهُ صَدْرَ اَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ ، فَقُمْتُ فَتَتَبَّعْتُ الْقُرْاٰنَ اَجْمَعُهُ مِنَ الرِّقَاعِ وَالْاَكْتَافِ وَالْعُسُبِ ، وَصُدُوْرِ الرِّجَالِ حَتّٰى وَجَدْتُ مِنْ سُوْرَةِ التَّوْبَةِ اٰيَتَيْنِ مَعَ خُزَيْمَةَ الْاَنْصَارِيِّ لَمْ اَجِدْهُمَا مَعَ اَحَدٍ غَيْرِهِ : لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ اِلٰى اٰخِرِهَا ، وَكَانَتِ الصُّحُفُ الَّتِيْ جُمِعَ فِيْهَا الْقُرْاٰنُ عِنْدَ اَبِيْ بَكْرٍ ، حَتّٰى تَوَفَّاهُ اللّٰهُ ، ثُمَّ عِنْدَ عُمَرَ ، حَتّٰى تَوَفَّاهُ اللّٰهُ ، ثُمَّ عِنْدَ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ * تَابَعَهُ عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ وَاللَّيْثُ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ وَقَالَ مَعَ اَبِيْ خُزَيْمَةَ الْاَنْصَارِيِّ وَقَالَ مُوْسٰى عَنْ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ مَعَ اَبِيْ خُزَيْمَةَ ، وَتَابَعَهُ يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِيْهِ ، وَقَالَ اَبُوْ ثَابِتٍ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ وَقَالَ مَعَ خُزَيْمَةَ اَوْ اَبِيْ خُزَيْمَةَ ـ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ـ

banglainternet.com

৪৩২২ আবুল ইয়ামান (র) ..... যায়েদ ইব্ন সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত যিনি ওহী লেখকদের মধ্যে একজন ছিলেন, তিনি বলেন, আবূ বকর (রা) (তার খিলাফতের সময়) এক ব্যক্তিকে আমার কাছে পাঠালেন। এ সময় ইয়ামামার যুদ্ধ চলছিল। (আমি তার কাছে চলে আসলাম) তখন তার কাছে উমর (রা) বসা ছিলেন। তিনি [আবূ বকর (রা) আমাকে] বললেন, উমর (রা) আমার কাছে এসে বললেন যে, ইয়ামামার যুদ্ধ তীব্র গতিতে চলছে, আমার ভয় হচ্ছে, কুরআনের অভিজ্ঞগণ (হাফিযগণ) ইয়ামামার যুদ্ধে শহীদ হয়ে যান নাকি! যদি আপনারা তা সংরক্ষণের ব্যবস্থা না করেন তবে কুরআনের অনেক অংশ বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে এবং কুরআনকে একত্রিত সংরক্ষণ করা ভাল মনে করি। আবূ বকর (রা) বলেন, আমি উমর (রা)-কে বললাম, আমি এ কাজ কিভাবে করতে পারি, যা রাসূলুল্লাহ্ (সা) করে যাননি। কিন্তু উমর (রা) বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! এটা কল্যাণকর হবে। উমর (রা) তাঁর এ কথার পুনরুক্তি করতে থাকেন, শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলা এ কাজ করার জন্য আমার বক্ষকে উন্মুক্ত করে দেন। (অর্থাৎ এর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে সক্ষম হই) এবং শেষ পর্যন্ত (এ ব্যাপারে) আমার অভিমত উমর (রা)-এর মতই হয়ে যায়। যায়দ ইব্ন সাবিত (রা) বলেন, উমর (রা) সেখানে নীরবে বসা ছিলেন, কোন কথা বলছিলেন না। এরপর আবূ বকর (রা) আমাকে বললেন, দেখ, তুমি যুবক এবং জ্ঞানী ব্যক্তি। আমরা তোমার প্রতি কোনরূপ বিরূপ ধারণা পোষণ করি না। কেননা, তুমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সময়ে ওহী লিপিবদ্ধ করতে। সুতরাং, তুমি কুরআনের আয়াত সংগ্রহ করে একত্রিত কর। কসম! তিনি কুরআন একত্রিত করার যে নির্দেশ আমাকে দিলেন সেটি আমার কাছে এত ভারী মনে হল যে, তিনি যদি কোন একটি পাহাড় স্থানান্তরিত করতে নির্দেশ দিতেন তাও আমার কাছে এরূপ ভারী মনে হত না। আমি বললাম, যে কাজটি নবী (সা) করে যাননি, সে কাজটি আপনারা কিভাবে করবেন? এরপর আবূ বকর (রা) বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! এ কাজ করাটাই কল্যাণকর হবে। এরপর আমিও আমার কথায় অটল থেকে বারবার জোর দিতে লাগলাম। পরিশেষে আল্লাহ্ যেটা উপলব্ধি করার জন্য আবূ বকর (রা) ও উমর (রা)-এর বক্ষকে উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন, আমার বক্ষকেও তা উপলব্ধি করার জন্য উন্মুক্ত করে দিলেন (অর্থাৎ এর প্রয়োজনীয়তা তাদের ন্যায় আমিও অনুভব করলাম)। এরপর আমি কুরআন সংগ্রহে লেগে গেলাম এবং হাড়, চামড়া, খেজুর ডালে ও বাকলে এবং মানুষের বক্ষস্থল (অর্থাৎ মানুষের কাছে যা মুখস্থ ছিল) থেকে তা সংগ্রহ করলাম। পরিশেষে খুযায়মা আনসারীর কাছে সূরায়ে তাওবার দু'টি আয়াত (লিখিত) পেয়ে গেলাম, যা অন্য কারও কাছ থেকে সংগ্রহ করতে পারিনি। (যে আয়াতদ্বয়ের একটি হলো) "লাকাদ জা আকুম" থেকে শেষ পর্যন্ত।

এরপর এ জমাকৃত কুরআন আবূ বকর (রা)-এর ইন্তিকাল পর্যন্ত তাঁর কাছেই জমা ছিল। তারপর উমর (রা)-এর কাছে এলো। তার ইন্তিকাল পর্যন্ত এটি তার কাছেই জমা ছিল। তারপর এটি হাফসা বিন্‌ত উমর (রা)-এর কাছে এলো। উসমান এবং লায়স (র) خُزَيْمَة শব্দের বর্ণনায় ও'আয়ব-এর অনুসরণ করেছেন।

banglainternet.com

অন্য এক সনদেও ইব্ন শিহাব থেকে এ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তাতে খুযায়মার স্থলে আবূ খুযায়মা আন্সারী বলা হয়েছে। মূসা-এর সনদে عَنِ ابْنِ شِهَابٍ -এর স্থলে حَدَّثَنَا ابْنِ شِهَابٍ এবং আবূ খুযায়মা বলা হয়েছে। ইয়াকূব ইব্ন ইব্রাহীম এর অনুসরণ করেছেন।

অন্য এক সনদে সাবিত (র)-এর عَنْ اِبْرَاهِيْمَ -এর পরিবর্তে حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ বলেছেন এবং খুযায়মা অথবা আবূ খুযায়মা নিয়ে সন্দেহ আছে।

আয়াতটির অর্থ ঃ "এরপর তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে তুমি বলে দিও, আমার জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট। তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই। আমি তাঁরই উপর নির্ভর করি এবং তিনি মহা 'আরশের অধিপতি।" (৯ ঃ ১২৯)

سُوْرَةُ يُوْنُسَ

সূরা ইউনুস

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَاخْتَلَطَ فَنَبَتَ بِالْمَاءِ مِنْ كُلِّ لَوْنٍ وَقَالُوْا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِيُّ - وَقَالَ زَيْدُ بْنُ اَسْلَمَ اَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ مُحَمَّدٌ (ص) وَقَالَ مُجَاهِدٌ : خَيْرٌ يُقَالُ تِلْكَ اٰيَاتُ، يَعْنِيْ هٰذِهِ اَعْلَامُ الْقُرْاٰنِ وَمِثْلُهُ حَتّٰى اِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ ، وَجَرَيْنَ بِهِمْ اَلْمَعْنٰى بِكُمْ ، دَعْوَاهُمْ دُعَاؤُهُمْ ، اُحِيْطَ بِهِمْ دَنَوْا مِنَ الْهَلَكَةِ، اَحَاطَتْ بِهِ خَطِيْئَتُهُ ، فَاَتْبَعَهُمْ وَاَتْبَعَهُمْ وَاحِدٌ ، عَدْوًا مِنَ الْعُدْوَانِ وَقَالَ مُجَاهِدٌ، وَلَوْ يُعَجِّلُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اِسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ ، قَوْلُ الْاِنْسَانِ لِوَلَدِهِ وَمَالِهِ اِذَا غَضِبَ اَللّٰهُمَّ لَا تُبَارِكْ فِيْهِ وَالْعَنْهُ، لَقُضِيَ اِلَيْهِمْ اَجَلُهُمْ لَاُهْلِكَ مَنْ دُعِيَ عَلَيْهِ وَلَاَمَاتَهُ : اَحْسَنُوا الْحُسْنٰى، مِثْلُهَا حُسْنٰى وَزِيَادَةٌ مَغْفِرَةٌ وَقَالَ غَيْرُهُ النَّظَرُ اِلٰى وَجْهِهِ-

ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, فَاخْتَلَطَ অর্থাৎ বৃষ্টির দ্বারা ভূ-পৃষ্ঠে বিভিন্ন প্রকারের উদ্ভিদ উদ্গত হয়। আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِيُّ —"তারা বলে আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণ করেছেন। তিনি মহান পবিত্র। তিনি অভাবমুক্ত।" (১০ ঃ ৬৮)

banglainternet.com

যায়িদ ইব্ন আস্লাম (র) বলেন, قَدَمَ صِدْقٍ দ্বারা মুহাম্মদ (সা)-কে বোঝানো হয়েছে। মুজাহিদ বলেন, এর অর্থ কল্যাণ। تِلْكَ اٰيَاتُ এগুলো কুরআনের নিদর্শন ও অনুরূপ, وَجَرَيْنَ حَتّٰى اِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ

بِهِمْ এখানে بِهِمْ দ্বারা بِكُمْ (তোমাদের নিয়ে) উদ্দেশ্য, دَعْوَاهُمْ অর্থ তাদের দোয়া। أُحِيطَ بِهِمْ — তারা ধ্বংসের নিকট পৌছল। أَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ — গুনাহ্ তাদের বেষ্টন করে ফেলছে। فَاتْبَعَهُمْ وَاتْبَعَهُمْ সমপর্যায়ের (তাদের পশ্চাদ্ধাবন করল।) عَدْوًا এখানে সীমালংঘন অর্থে, মুজাহিদ (র) বলেন, وَيَعْجَلُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ –এর দ্বারা মানুষের সেই উক্তিকে বোঝানো হয়েছে, যখন সে রাগান্বিত হয়ে নিজ নিজ সন্তান-সন্ততি ও ধন-সম্পদ সম্পর্কে বলে, হে আল্লাহ্ এতে বরকত দিও না, এর ওপর লা'নত কর। لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ — যার প্রতি বদদোয়া করা হয়েছে, তাকে ধ্বংস করে দিতেন এবং তাকে মেরে ফেলতেন। أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ —যারা মঙ্গলকর কাজ করে তাদের জন্যই রয়েছে মঙ্গল এবং আরো অধিক। وَزِيَادَةٌ এবং অতিরিক্ত অর্থাৎ ক্ষমা। অন্যরা বলেন আল্লাহ্র দীদার, الْكِبْرِيَاءُ — রাজত্ব।

٢٤١٢ . بَابُ قَوْلِهِ : وَجَاوَزْنَا بِبَنِيْ إِسْرَائِيْلَ الْبَحْرَ فَاَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُوْدُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتّٰى اِذَا اَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ اٰمَنْتُ اَنَّهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا الَّذِيْ اٰمَنَتْ بِهِ بَنُوْ اِسْرَائِيْلَ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ

২৪১২. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ "আমি বনী ইসরাঈলকে সমুদ্র পার করালাম এবং ফেরাউন ও তার সেনাবাহিনী ঔদ্ধত্য সহকারে সীমালংঘন করে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করল। পরিশেষে যখন সে নিমজ্জমান হল তখন সে বলল, আমি বিশ্বাস করলাম, যার প্রতি বনী ইসরাঈল বিশ্বাস করেছে। এবং আমি আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত।" (১০ ঃ ৯০)। نُنَجِّيكَ — আমি তোমাকে যমীনের উঁচু স্থানে ফেলে রাখব। نَجْوَةٍ -এর অর্থ উচ্চ স্থান[১]

٤٣٢٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِيْ بِشْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ (ص) الْمَدِيْنَةَ وَالْيَهُوْدُ تَصُوْمُ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ فَقَالُوْا هٰذَا يَوْمٌ ظَهَرَ فِيْهِ مُوْسٰى عَلٰى فِرْعَوْنَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ (ص) لِاَصْحَابِهِ اَنْتُمْ اَحَقُّ بِمُوْسٰى مِنْهُمْ فَصُوْمُوْا .

৪৩২৩ মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) ..... ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনায় এলেন, তখন ইহুদীরা আশুরার দিন রোযা পালন করত। (জিজ্ঞাসা করা হলে) তারা বলল, এদিন মূসা (আ) ফেরাউন-এর উপর বিজয় লাভ করেছিলেন। তখন নবী (সা) তাঁর সাহাবীদের বললেন, মূসা (আ) সম্পর্কে তাদের (ইহুদীদের) চাইতে তোমরাই অধিক হকদার। সুতরাং তোমরাও রোযা পালন কর।

banglainternet.com

১. ফেরাউনের মৃতদেহ। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "আজ আমি তোমার দেহটি রক্ষা করব, যাতে তুমি তোমার পরবর্তীদিগের জন্য নিদর্শন হয়ে থাক।" (১০ ঃ ৯২) কয়েক বছর পূর্বে ফেরাউনের দেহ মিসরের একটি পিরামিড হতে উদ্ধার করা হয়। বর্তমানে সকলের দেখার জন্য কায়রোর জাতীয় যাদুঘরে রক্ষিত আছে।

سُوْرَةُ هُوْدٍ

সূরা হূদ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَقَالَ اَبُوْ مَيْسَرَةَ : اَلاَوَّاهُ الرَّحِيْمُ بِالْحَبَشَةِ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : بَادِئَ الرَّأْيِ مَا ظَهَرَ لَنَا . وَقَالَ مُجَاهِدٌ : اَلْجُوْدِيُّ جَبَلٌ بِالْجَزِيْرَةِ . وَقَالَ الْحَسَنُ : اِنَّكَ لَاَنْتَ الْحَلِيْمُ ، يَسْتَهْزِئُوْنَ بِهٖ . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : اَقْلِعِيْ : اَمْسِكِيْ ، عَصِيْبٌ شَدِيْدٌ ، لَا جَرَمَ : بَلٰى ، وَفَارَ التَّنُّوْرُ نَبَعَ الْمَاءُ ، وَقَالَ عِكْرِمَةُ : وَجْهُ الْاَرْضِ

আবূ মায়সারা (র) বলেন, اَلاَوَّاهُ হাবশী ভাষায় দয়ালু। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, بَادِئَ الرَّأْيِ —যা আমাদের সামনে প্রকাশিত হয়েছে। মুজাহিদ (র) বলেন, اَلْجُوْدِيُّ —জাযিরার একটি পাহাড়। হাসান (র) বলেন, اِنَّكَ لَاَنْتَ الْحَلِيْمُ —আপনি অতি সহনশীল। এর দ্বারা তারা বিদ্রূপ করত। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, اَقْلِعِيْ — থেমে যাও। عَصِيْبٌ — কঠিন। لَا جَرَمَ —অবশ্যই। فَارَ التَّنُّوْرُ —পানি উদ্বেলিত হয়ে উঠল। ইকরামা (র) বলেন, تَنُّوْرٌ দ্বারা ভূ-পৃষ্ঠকে বোঝানো হয়েছে।

٢٤١٣ . بَابُ قَوْلِهٖ : اَلَا اِنَّهُمْ يَثْنُوْنَ صُدُوْرَهُمْ لِيَسْتَخْفُوْا مِنْهُ اَلَا حِيْنَ يَسْتَغْشُوْنَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ اِنَّهٗ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ .

২৪১৩. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ সাবধান! ওরা তার কাছে গোপন রাখার জন্য ওদের বক্ষ দ্বিভাজ (সংকুচিত) করে। সাবধান! ওরা যখন নিজদেরকে বস্ত্রে আচ্ছাদিত করে, তখন ওরা যা কিছু গোপন করে ও প্রকাশ করে, তিনি তা জানেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাদের অন্তরের বিষয় অবগত আছেন (১১ ঃ ৫)

অন্যজন বলেন حَاقَ —অবতীর্ণ হল। يَحِيْقُ —অবতীর্ণ হয়। يَئُوْسٌ - فَعُوْلٌ -এর ওযনে يَئِسْتُ থেকে (নিরাশ হওয়া)। মুজাহিদ (র) বলেন, تَبْتَئِسْ —দুঃখ করা। يَثْنُوْنَ صُدُوْرَهُمْ — হকের মধ্যে সন্দেহ ও দ্বিধাবোধ। لِيَسْتَخْفُوْا مِنْهُ —আল্লাহ্ থেকে, গোপন রাখার জন্য যদি তারা সক্ষম হয়।

banglainternet.com

٤٣٢٤ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَبَّاحٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ اَنَّهٗ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقْرَاُ اَلَا اِنَّهُمْ تَثْنُوْنِيْ صُدُوْرُهُمْ قَالَ سَاَلْتُهٗ عَنْهَا فَقَالَ اُنَاسٌ كَانُوْا

يَسْتَحْيُوْنَ اَنْ يَتَخَلَّوْا فَيُفْضُوْا اِلَى السَّمَاءِ ، وَاَنْ يُجَامِعُوْا نِسَاءَهُمْ فَيُفْضُوْا اِلَى السَّمَاءِ ، فَنَزَلَ ذٰلِكَ فِيْهِمْ ـ

৪৩২৪ হাসান ইব্ন মুহাম্মদ (র) ..... মুহাম্মদ ইব্ন আব্বাদ ইব্ন জা'ফর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি ইব্ন আব্বাস (রা)-কে এমনিভাবে পড়তে শুনেছেন, اَلاَ اِنَّهُمْ تَثْنَوْنِىْ صُدُوْرُهُمْ । মুহাম্মদ ইব্ন আব্বাদ বলেন, আমি তাঁকে এর মর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, কিছু লোক খোলা আকাশের দিকে উন্মুক্ত হওয়ার ভয়ে পেশাব-পায়খানা অথবা স্ত্রী সহবাস করতে লজ্জাবোধ করতে লাগল। তারপর তাদের সম্পর্কে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়।

٤٣٢٥ حَدَّثَنِىْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ اَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَاَخْبَرَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ، اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَرَأَ اَلاَ اِنَّهُمْ تَثْنَوْنِىْ صُدُوْرُهُمْ ، قُلْتُ يَا اَبَا الْعَبَّاسِ مَا تَثْنَوْنِىْ صُدُوْرُهُمْ ، قَالَ كَانَ الرَّجُلُ يُجَامِعُ اِمْرَاَتَهُ فَيَسْتَحْيِ اَوْ يَتَخَلّٰى فَيَسْتَحْيِ فَنَزَلَتْ : اَلاَ اِنَّهُمْ تَثْنَوْنِىْ صُدُوْرُهُمْ ـ

৪৩২৫ ইব্রাহীম ইব্ন মূসা (র) ..... মুহাম্মদ ইব্ন আব্বাদ ইব্ন জা'ফর (র) থেকে বর্ণিত যে, ইব্ন আব্বাস (রা) اَلاَ اِنَّهُمْ تَثْنَوْنِىْ صُدُوْرُهُمْ পাঠ করলেন। আমি বললাম, হে আবুল আব্বাস تَثْنَوْنِىْ صُدُوْرُهُمْ দ্বারা কি বোঝানো হয়েছে? তিনি বললেন, কিছু লোক স্বীয় স্ত্রীর সাথে সহবাসের সময় অথবা পেশাব-পায়খানা (করার) সময় (উলঙ্গ হতে) লজ্জাবোধ করত, তখন اَلاَ اِنَّهُمْ تَثْنَوْنِىْ صُدُوْرُهُمْ আয়াত অবতীর্ণ হয়।

٤٣٢٦ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرٌو قَالَ قَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ : اَلاَ اِنَّهُمْ يَثْنُوْنَ صُدُوْرَهُمْ عَلٰى حِيْنَ يَسْتَغْشُوْنَ ثِيَابَهُمْ . وَقَالَ غَيْرُهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْتَغْشُوْنَ يُغَطُّوْنَ رُؤُسَهُمْ سِىْءَ بِهِمْ ، سَاءَ ظَنُّهُ بِقَوْمِهِ ، وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا ـ بِاَضْيَافِهِ ، بِقِطَعٍ مِنَ اللَّيْلِ بِسَوَادٍ ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ : اُنِيْبُ اَرْجِعُ ـ

৪৩২৬ হুমায়দী (র) ..... আমর (রা) বলেন, ইব্ন আব্বাস (রা) এ আয়াত এভাবে পাঠ করলেন, اَلاَ اِنَّهُمْ يَثْنُوْنَ صُدُوْرَهُمْ ..... حِيْنَ يَسْتَغْشُوْنَ ثِيَابَهُمْ, আমর ব্যতীত অন্যরা ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন يَسْتَغْشُوْنَ —তারা তাদের মাথা ঢেকে নিত। سِىْءَ بِهِمْ — তাঁর সম্প্রদায় সম্পর্কে খারাপ ধারণা পোষণ করেন। এবং وَضَاقَ অর্থাৎ নিজ অতিথিকে দেখে সঙ্কুচিত হলেন। بِقِطَعٍ مِنَ اللَّيْلِ —রাতের আঁধারে। মুজাহিদ (র) বলেন, اُنِيْبُ —আমি তাঁরই অভিমুখী।

banglainternet.com

٢٤١٤ . بَابُ قَوْلِهِ : وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ

২৪১৪. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ এবং তাঁর 'আরশ ছিল পানির ওপরে

٤٣٢٧ حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله (ص) قال قال الله : انفق انفق عليك ، وقال : يد الله ملأى لا تغيضها نفقة ، سحاء الليل والنهار . وقال : ارايتم ما انفق منذ خلق السماء والارض فانه لم يغض ما في يده ، وكان عرشه على الماء ، وبيده الميزان يخفض ويرفع اعتراك افتعلت من عروته اي اصبته ، ومنه يعروه واعتراني ، اخذ بناصيتها اي في ملكه وسلطانه ، عنيد وعنود وعاند واحد ، وهو تاكيد التجبر استعمركم جعلكم عمارا ، اعمرته الدار فهي عمرى جعلتها له ، نكرهم وانكرهم واستنكرهم واحد ، حميد مجيد ، كانه فعيل من ماجد محمود من حمد ، سجيل الشديد الكبير ، سجيل وسجين واللام والنون اختان ، قال تميم بن مقبل : ورجلة يضربون البيض ضاحية ضربا تواصى به الابطال سجينا – والى مدين اخاهم شعيبا الى اهل مدين لان مدين بلد ومثله ، سل القرية وسل العير يعني اهل القرية والعير ، وراءكم ظهريا ، يقول لم تلتفتوا اليه ، ويقال اذا لم يقض الرجل حاجته ، ظهرت بحاجتي وجعلتني ظهريا ، والظهري هاهنا ان تاخذ معك دابة او وعاء تستظهر به ، اراذلنا سقاطنا ، اجرمي هو مصدر من اجرمت ، وبعضهم يقول : جرمت – الفلك ، والفلك واحد وجمع وهي السفينة والسفن ، مجراها موقفها ، وهو مصدر اجريت ، وارسيت حبست ، ويقرأ مرساها من رست هي ، ومجراها من جرت هي ، ومجريها ومرسيها ، من فعل بها ، الراسيات الثابتات .

৪৩২৭ আবুল ইয়ামান (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, তুমি খরচ কর। আমি তোমাকে দান করব এবং [রাসূলুল্লাহ্ (সা)] বললেন, আল্লাহ্ তা'আলার হাত পরিপূর্ণ। (তোমার) রাতদিন অবিরাম খরচেও তা কমবে না। তিনি বলেন, তোমরা কি দেখ না, যখন থেকে (আল্লাহ্) আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন, তখন থেকে কি পরিমাণ খরচ করেছেন? কিন্তু এত খরচ করার পরও তাঁর হাতের সম্পদে কোন কমতি হয়নি। আর আল্লাহ্ তা'আলার 'আরশ[১] পানির উপর ছিল। তাঁর হাতেই রয়েছে পাল্লা। তিনি ঝুঁকান, তিনি উপরে উঠান।[২] افتعلت - اعتراك -এর বাব থেকে। عروته এ অর্থে বলা হয়, তাকে পেয়েছি। তা থেকে يعروه (তার উপর ঘটেছে) ও اعتراني (আমার উপর ঘটেছে) ব্যবহার হয়। اخذ بناصيتها অর্থাৎ তাঁর রাজত্ব এবং عنيد - عنود - عاند সবগুলোর একই অর্থ —স্বৈরাচারী।

banglainternet.com

১. "আরশ" শব্দের শাব্দিক অর্থ ছাদবিশিষ্ট কিছু। আরব দেশে ছাদবিশিষ্ট হাওদাকেও আরশ বলে। রাজার আসন বোঝাতেও "আরাশ" শব্দটি ব্যবহার হয়। "আল্লাহর আরশ" বলতে সৃষ্টির ব্যাপার বিষয়াদির পরিচালনা কেন্দ্র বোঝায়। —মুফতী আবদুহু। আল্লাহর অসীমত্বের কিছুটা ধারণা দেওয়ার জন্য "আরশেল আজীম" এ রূপকটি ব্যবহৃত হয়। —ইমাম রাযি।

২. অর্থাৎ রিযিক সঙ্কুচিত বা প্রসারিত করা সম্পূর্ণ আল্লাহ্ তা'আলার হাতে।

এটি ঔদ্ধত্য অর্থের প্রতি জোর দেয়ার জন্য বলা হয়েছে। اِسْتَعْمَرَكُمْ — তোমাদের বসতি দান করলেন। আরবগণ বলত اَعْمَرْتُهُ الدَّارَ فَهِيَ عُمْرِي — আমি এ ঘর তাকে জীবন ধারণের জন্য দিলাম। نَكِرَهُمْ وَاَنْكَرَهُمْ এবং اِسْتَنْكَرَهُمْ সবগুলো একই অর্থে ব্যবহৃত। حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ - فَعِيْلٌ - مَجِيْدٌ -এর ওযনে مَاجِدٌ (মর্যাদা সম্পন্ন) থেকে حَمِيْدٌ (প্রশংসিত) এর অর্থে مَحْمُوْدٌ থেকে سِجِّيْلٌ —অতি কঠিন বা শক্ত। سِجِّيْلٌ এবং سِجِّيْنٌ উভয় রূপেই ব্যবহৃত হয়। لَامٌ এবং نُوْنٌ বিকল্প হরফ। তামীম ইব্ন মুকবেল বলেন, "বহু পদাতিক বাহিনী মধ্যাহ্নে ঘাড়ের ওপর শুভ্র ধারালো তলোয়ার দ্বারা আঘাত হানে। কঠিন প্রস্তর দ্বারা তার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য প্রতিপক্ষের বীর পুরুষগণ পরস্পর পরস্পরে ওসীয়ত করে থাকে। وَاِلَى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا —মাদইয়ানবাসীদের কাছে তাদের ভ্রাতা শু'আয়ব (আ)-কে পাঠালাম। মাদইয়ান হল একটি শহর। এর অনুরূপ وَاسْئَلِ الْقَرْيَةَ وَسَلِ الْعِيْرَ অর্থাৎ গ্রামবাসীদের কাছে এবং কাফেলা লোকদের কাছে জিজ্ঞাসা কর। وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا অর্থাৎ তারা তার প্রতি দৃষ্টি করেনি। যখন কেউ কারও উদ্দেশ্য পূর্ণ না করে, তখন বলা হয় ظَهَرْتَ بِحَاجَتِيْ এবং وَجَعَلْتَنِيْ ظِهْرِيًّا এখানে ظِهْرِيٌّ দ্বারা এ ধরনের জানোয়ার বা পাত্র বোঝায় যা কাজের প্রয়োজনে তুমি সাথে। اَرَاذِلُنَا — আমাদের মধ্যে অধম, اِجْرَامِي এটা اَجْرَمْتُ -এর মাসদার। কেউ বলেন, جَرَمْتُ হতে উদগত وَالْفُلْكِ ، اَلْفُلْكُ একবচন, বহুবচন উভয় ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ নৌকা এবং নৌকাগুলো। مُجْرَاهَا (নৌকা চলা) এটা اَجْرَيْتُ -এর মাসদার এবং اَرْسَيْتُ —নৌকা আমি থামিয়েছি। কেউ কেউ পড়েন ঃ مَرْسَاهَا অর্থাৎ তা থেমেছে। এবং مَجْرَاهَا অর্থাৎ তা চলেছে। مُجْرِيْهَا এবং مُرْسِيْهَا অর্থাৎ যার সাথে এরূপ (চালিত, স্থগিত) করা হয়েছে। اَلرَّاسِيَاتُ অর্থাৎ স্থিত।

٢٤١٥ . بَابُ قَوْلِهِ : وَيَقُوْلُ الْاَشْهَادُ هٰؤُلَاءِ الَّذِيْنَ كَذَبُوْا عَلٰى رَبِّهِمْ اَلَا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظّٰلِمِيْنَ

২৪১৫. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ "সাক্ষীগণ বলবে, এরাই হলো সেসব লোক, যারা তাদের প্রতিপালকের বিরুদ্ধে মিথ্যা আরোপ করেছিল। সাবধান! আল্লাহ্র লা'নত জালিমদের ওপর (১১ ঃ ১৮)। اَشْهَادٌ -এর একবচন হল, شَاهِدٌ যেমন, اَصْحَابٌ -এর এক বচন صَاحِبٌ

٤٣٢٨ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ وَهِشَامٌ قَالَا حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ قَالَ بَيْنَا ابْنُ عُمَرَ يَطُوْفُ اِذْ عَرَضَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، اَوْ قَالَ يَا ابْنَ عُمَرَ سَمِعْتَ النَّبِيَّ (ص) فِي النَّجْوٰى ، فَقَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ (ص) يَقُوْلُ : يُدْنَى الْمُؤْمِنُ مِنْ رَبِّهِ . وَقَالَ هِشَامٌ : يَدْنُو الْمُؤْمِنُ حَتّٰى يَضَعَ عَلَيْهِ كَنَفَهُ فَيُقَرِّرُهُ بِذُنُوْبِهِ . تَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا يَقُوْلُ رَبِّ اَعْرِفُ يَقُوْلُ رَبِّ اَعْرِفُ مَرَّتَيْنِ ، فَيَقُوْلُ سَتَرْتُهَا فِي الدُّنْيَا ، وَاَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ ، ثُمَّ تُطْوٰى صَحِيْفَةُ حَسَنَاتِهِ وَاَمَّا الْاٰخَرُوْنَ اَوِ الْكُفَّارُ ،

banglainternet.com

فَيُنَادَى عَلَى رُؤُسِ الْاَشْهَادِ هٰؤُلَاءِ الَّذِيْنَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ * وَقَالَ شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ ـ

৪৩২৮ মুসাদ্দাদ (র) ..... সাফওয়ান ইব্ন মুহ্‌রিয (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা ইব্ন উমর (রা) তাওয়াফ করছিলেন। হঠাৎ এক ব্যক্তি তার সম্মুখে এসে বলল, হে আবূ আবদুর রহমান অথবা বলল, হে ইব্ন উমর (রা) আপনি কি নবী (সা) থেকে (কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা এবং মু'মিনদের মধ্যকার) গোপন আলোচনা সম্পর্কে কিছু শুনেছেন? তিনি বললেন, আমি নবী (সা)-কে বলতে শুনেছি যে, (কিয়ামতের দিন) মু'মিনকে তার নিকটবর্তী করা হবে। হিশাম বলেন, মু'মিন নিকটবর্তী হবে, এমনকি আল্লাহ্ তা'আলা তাকে নিজ পর্দায় আবৃত করে নেবেন এবং তার কাছ থেকে তার গুনাহসমূহের স্বীকারোক্তি নেবেন। (আল্লাহ্ জিজ্ঞাসা করবেন) অমুক গুনাহ্ সম্পর্কে তুমি জান কি? বান্দা বলবে, হে আমার রব! আমি জানি, আমি জানি। এভাবে দু'বার বলবে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, আমি দুনিয়ায় তোমার গুনাহ্ গোপন রেখেছি। আর আজ তোমার সে গুনাহ্ মাফ করে দিচ্ছি। তারপর তার নেক আমলনামা গুটিয়ে নেয়া হবে।

পক্ষান্তরে অন্যদলকে অথবা (রাবী বলেছেন) কাফেরদের সকলের সামনে ডেকে বলা হবে, এরাই সে লোক যারা আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা আরোপ করেছিল। এবং শায়বান حَدَّثَنَا قَتَادَةُ -এর পরিবর্তে عَنْ صَفْوَانَ এবং عَنْ قَتَادَةَ -এর পরিবর্তে حَدَّثَنَا صَفْوَانُ বর্ণনা করেছেন।

٢٤١٦ . بَابُ قَوْلِهِ : وَكَذٰلِكَ اَخْذُ رَبِّكَ اِذَا اَخَذَ الْقُرٰى وَهِيَ ظَالِمَةٌ اِنَّ اَخْذَهُ اَلِيْمٌ شَدِيْدٌ

২৪১৬. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ এবং এরূপই তোমার প্রতিপালকের শাস্তি। তিনি শাস্তি দান করেন জনপদসমূহকে, যখন তারা জুলুম করে থাকে। তাঁর শাস্তি মর্মন্তুদ, কঠিন। (১১ ঃ ১০২) اَلْمَرْفُوْدُ اَلرِّفْدُ অর্থাৎ সাহায্য, যে সাহায্য করা হয় (বলা হয়) رَفَدْتُهُ — আমি তাকে সাহায্য করলাম। تَرْكَنُوْا — ঝুঁকে পড়ো। فَلَوْلَا كَانَ — কেন হয়নি। اُتْرِفُوْا — তাদের ধ্বংস করে দেয়া হল। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, زَفِيْر شَهِيْق —বিকট আওয়ায এবং ক্ষীণ আওয়ায।

٤٣٢٩ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا بُرَيْدُ بْنُ اَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِيْ مُوْسٰى رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اِنَّ اللّٰهَ لَيُمْلِيْ لِلظَّالِمِ حَتّٰى اِذَا اَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ ، قَالَ ثُمَّ قَرَاَ : وَكَذٰلِكَ اَخْذُ رَبِّكَ اِذَا اَخَذَ الْقُرٰى وَهِيَ ظَالِمَةٌ اِنَّ اَخْذَهُ اَلِيْمٌ شَدِيْدٌ

৪৩২৯ সাদাকা ইব্ন ফাযল (র) ..... আবূ মূসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা জালিমদের অবকাশ দিয়ে থাকেন। অবশেষে যখন তাকে পাকড়াও করেন, তখন আর ছাড়েন না। (বর্ণনাকারী বলেন) এরপর তিনি [নবী (সা)] এ আয়াত পাঠ করেন।

banglainternet.com

"এবং এরূপই তোমার রবের শাস্তি"। তিনি শাস্তি দান করেন জনপদসমূহকে যখন তারা জুলুম করে থাকে। তার শাস্তি মর্মন্তুদ, কঠিন। (১১ ঃ ১০২)

٢٤١٧ . بَابُ قَوْلِهِ : وَأَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَٰلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِيْنَ

২৪১৭. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ নামায কায়েম করবে দিবসের দু'প্রান্তভাগে ও রজনীর প্রথমাংশে। নেক কাজ অবশ্যই পাপ মিটিয়ে দেয়। যারা উপদেশ গ্রহণ করে এটি তাদের জন্য এক উপদেশ। (১১ ঃ ১১৪)। زُلَفًا — সময়ের পর সময়। এবং এসব থেকেই مُزْدَلِفَة -এর নামকরণ করা হয়েছে। মনযিলের পর মনযিল। এবং زُلْفَى মাসদার অর্থ নিকটবর্তী হওয়া। اِزْدَلَفُوْا — একত্রিত হয়েছে। اَزْلَفْنَا অর্থ আমরা একত্রিত হয়েছি।

٤٣٣٠ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ هُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِيْ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً أَصَابَ مِنَ امْرَأَةٍ قُبْلَةً فَأَتَى رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) فَذَكَرَ لَهُ ذٰلِكَ فَأُنْزِلَتْ عَلَيْهِ وَأَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذٰلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِيْنَ * قَالَ الرَّجُلُ أَلِيْ هٰذِهِ . قَالَ لِمَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ أُمَّتِيْ.

৪৩৩০ মুসাদ্দাদ (র) ..... ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার কোন এক ব্যক্তি জনৈক মহিলাকে চুমু দিলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে এসে এ ঘটনা বললেন, তখন (এ ঘটনার প্রেক্ষিতে) এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। وَأَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذٰلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِيْنَ —"নামায কায়েম করবে দিবসের দু-প্রান্তভাগে ও রজনীর প্রথমাংশে[১] নেক কার্য অবশ্যই পাপকে মিটিয়ে দেয়। যারা উপদেশ গ্রহণ করে তাদের জন্য এ এক উপদেশ। (১১ ঃ ১১৪) তখন সে লোকটি বলল, এ হুকুম কি শুধু আমার জন্য? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, যারাই এ অনুসারে করবে, তাদের জন্য।

১. দিবসের প্রথম প্রান্ত ভাগে ফজরের নামায, দ্বিতীয় ভাগে যোহর ও আসরের নামায এবং রাতের প্রথমাংশে মাগরিব ও ইশার নামায। মোট এ পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয — ইব্ন কাছীর।

banglainternet.com

ইফাবা—২০০৬-২০০৭—প্র/৬৭৬২(উ)—৫,২৫০

find more @ banglainternet.com